

थिविनि क्लग

চয়ক ভরা ধনতেরস ২৬ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর (আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি) শ্যাম সুন্দর কোং সবার সাদর আমন্ত্রণ

PRATIBADI KALAM ● Daily ● 12th Year, 298 Issue ● 7 November, 2021, Sunday ● ২০ কার্তিক, ১৪২৮, রবিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পুষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

উত্তেজনার শীর্ষ মাত্রা ছুঁয়েছিলো।

ধর্ম আর বিশ্বাসকে হাতিয়ার করে

বিজেপি সেই সময় যে ফল

পেয়েছিলো এবার বুঝা গিয়েছে

সিপিএমেরও সেই সময় তা মনে

চালিয়ে দিয়েছিলো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পুত্র। সেই ঘটনায় নিহত কৃষকদের অস্থির কলসি এবার পাতিল বন্দি হয়ে রাজ্যেও এলো সংযুক্ত কিষান মোর্চার ব্যানারে মূলত সিপিএমের কাছে লাল

ধরেছিলো। তারাও চেয়েছিলো সময় এবং সুযোগ মতো অস্থি কাপড়ে মুখ বেঁধে রাজ্যের ৮টি

> জেলায় যাবে ৮টি পাতিল। সেখানে এই মিছিল-মিটিং-সমাবেশ হবে। তবেই তা বিসর্জিত হবে। এদিন কৃষক সভার হাতে সংযুক্ত কিষান মোর্চার ব্যানারে এই অস্থির কলসি দেখে কমিউনিস্টদের অনেকেও

রাজনীতির সুযোগ যেন তারাও পায়। অবশেষে বামেদের হাতেও এলো অস্থি রাজনীতির সুযোগ। উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর সহ বিভিন্ন

স্থানে কৃষকদের দীর্ঘ আন্দোলন চলছিল। তিনিট কৃষি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে আর লখিমপুর খেরিতে কৃষকদের উপর গাড়ি ভিরমি • এরপর দুইয়ের পাতায় পুলিশ মাঠের বাজি উৎসবে

চোখ গেলো শুভ্রজ্যোতির প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। শৈশব থেকে বহুবার বাড়িতে বাজি ফাটানোর অভিজ্ঞতা হয়েছে ছেলেটির। কখনো তারা বাজি তো কখনো আবার তুবড়িতে নিজের শৈশবের আনন্দকে খুঁজে পেয়েছে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ছাত্র শুল্রজ্যোতি চক্রবর্তী।

আর এই বাজি ফাটানোর চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহণ ঘটনাই শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হওয়া করুক দফতর, দাবি সর্বত্র শুল্রজ্যোতির জীবনকে আলো-আঁধারের ছায়ায় 🎳 ঢেকে দিলো। আশঙ্কা যদি সত্যি হয় এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান যদি কোনও অলৌকিক নিদর্শন না রাখতে পারে, তাহলে খুব ^L

অচিরেই নিজের একটি চোখ চিরতরে হারাতে বসেছে শুল্রজ্যোতি। তার অপরাধ একটাই, আনন্দের উড়োজাহাজে ভেসে সে কালীপুজোর পরে শহরের পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ড তথা ড্রপগেটস্থিত রিজার্ভ মাঠে বাজি পোড়ানো দেখতে এসেছিলো। আচমকাই পুলিশ কর্মীদের বাজি পোড়ানোর বিষয়টি দেবব্রত চক্রবর্তীর পরিবারে শোকের ভয়াবহতা নামিয়ে এনেছে। শুলজ্যোতির বাবা দেবব্রতবাবু পেশায় গাড়ি চালক। মা গৃহিণী। ছেলেকে বাজি পোড়ানোর আয়োজন দেখাতে পাঠিয়ে, এখন নিজের কপাল চাপড়াচ্ছেন শুল্রজ্যোতির মা। হাউ হাউ করে এরপর দুইয়ের পাতায় কাঁদছেন আর বলছেন —

গুণমানই প্রকৃত পুরস্কার



করেছে। হয়তো-বা কমিউনিস্টরাও

বুঝে গিয়েছে কল্পনা নয়, বাস্তবে

ফিরলে তবেই সংগঠনকে দাঁড

করানো যাবে। অন্যথায় একের পর

এক রাজ্যে শুধু দুর্গ পতনের বিদায়

ঘণ্টাই শুনতে হবে। মূলত সে

কারণেই কৃষকের অস্থির হাঁড়ি নিয়ে

এবার রাজ্যজুড়ে চক্কর কাটার

সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিপিএম। বলা

ভালো সংযুক্ত কিষান মোর্চা ২০১৭

সালে রাজ্যে অস্থি রাজনীতি শুরু

করেছিলো বিজেপি। গভাছড়ার

বিজেপি নেতা চাঁনমোহন ত্রিপুরা

খুন হওয়ার পর রাজ্যের প্রতিটি

মণ্ডলেই প্রয়াত চাঁনমোহন ত্রিপুরার

অস্থ্রি কলসি পাঠিয়েছিলো

বিজেপি। প্রতিটি মণ্ডলেই সেই

কলসি নদীতে বিসর্জন করা

হয়েছিলো। আর প্রয়াত চাঁনমোহন

ত্রিপুরার নামে রাজনীতির পারদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা,৬ নভেম্বর।। ত্রিপুরার

দিক্ষণি থেকে উত্তর, প্রতিদিনি

পুলিশে অভিযোগ দাখিল করছেন

স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিরোধী

দলের প্রার্থীরা। তাদের বাড়িঘর

ভাঙচুর, লুটপাট হচ্ছে, প্রার্থীর

বাবাকে অপহরণ করা, স্ত্রী'র কাছ

থেকে জোর করে অঙ্গনওয়াড়ির

কাজে ইস্তফার কাগজে সই করিয়ে

নেওয়া, ছেলেকে খুন করে ফেলার

হুমকি, ইত্যাদি, মারাত্মক এইসব

অভিযোগের তালিকা লম্বা। বিরোধী

সিপিআই(এম) প্রশ্ন তুলেছে রাজ্য

নির্বাচন কমিশনের কাছে, অবাধ ও

শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার যে

প্রতিশ্রুতি কমিশন দিয়েছিল, তার

নমুনা কি এই ? দক্ষিণে

সিপিআই(এম) এবং তৃণমূল

কংগ্রেস, দুই দলের পক্ষেই পুলিশের

কাছে অভিযোগ করা হয়েছে।

বিলোনিয়ার বরজ কলোনিতে

পরিচিত বিজেপি'র দুস্কৃতিকারীরা

বিলোনিয়া পুর পরিষদের পাঁচ নম্বর

ওয়ার্ডের • এরপর দুইয়ের পাতায়

বিনামূল্যে রেশন প্রকল্প বন্ধ কেন্দ্রের

পৃষ্ঠা ৬

কোভিড ওয়ার্ডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মৃত ১১

পাল্টে যেতে পারে পুরীর নাম!

ক্রমাগত হুমাক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ৬ নভেম্বর।।** কোথাও হুমকি - ধমকির মনোনয়নপত্রই দাখিল করেনি সিপিএম। কোথাও মনোনয়নপত্র দাখিল করেও শান্তি নেই। প্রতিনিয়ত আসছে হুমকি ফোন। হয় মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার, নয় মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকা। কোনও কোনও জায়গায় প্রার্থীপদ প্রত্যাহার না করলে সন্তান অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ারও হুমকি। পুর ও নগর ভোটকে কেন্দ্র করে এই পরিস্থিতিই চলছে রাজ্যে। সিপিএম-র ভারপ্রাপ্ত রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেছেন, এটাই যদি নির্বাচনি পদ্ধতি হয়, শাসক দলের এমন ভূমিকার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের 🌢 এরপর দুইয়ের পাতায়

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সম্মাননা জ্ঞাপন করেন। এই বীর সন্তানের পরিবারকে সম্মাননা স্বরূপ এক লক্ষ টাকার অর্থরাশি প্রদানের ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালের যুদ্ধ ভারতের গৌরবময় বিজয় স্মরণ স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে নয়াদিল্লি থেকে সূচনা হওয়া স্বর্ণিম বিজয় মশালকে রাজ্যে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানান, এলবার্ট এক্কার নামাঙ্কিত পার্কটির আধুনিকী-করণের 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

পরিদর্শনে বেরিয়েই শিক্ষা

অধিকতার চক্ষু চড়কগাছ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। রাজ্যের শিক্ষা

ব্যবস্থায় বিপ্লব কতদূর হয়েছে আর সাধনা প্রেরণায় ছাত্রছাত্রীদের মানদণ্ড

তুলে ধরতে শিক্ষা প্রশাসকরাই বা কতদুর এগোতে পেরেছেন তা

সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ময়দানে নেমেই চক্ষ চডকগাছ শিক্ষা

অধিকর্তার। শুক্রবার শিক্ষা অধিকর্তা চাঁদনী চন্দ্রণ লটবহর নিয়ে

বেরিয়েছিলেন বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় প্রশাসকদের কার্যালয় পরিদর্শনে।

বিকাল তখন সাড়ে চারটা। শিক্ষা অধিকর্তা গিয়ে পৌছান জিরানিয়া

বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ে। ঠিক ছিলো তিনি সেখানে জিরানিয়া

মহকুমার বিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছ থেকে

বিস্তারিত জেনে নেবেন। কিন্তু সেখানে গিয়েই তার মাথা ঘুরে যাওয়ার

জোগাড়। কারণ, তখন বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ের গেট তালা

দিচ্ছিলেন একজন গ্রুপ ডি কর্মী। চাঁদনী চন্দ্রণকে দেখেই তিনি জানিয়ে

দেন, এদিন আর কোনও কাজ হবে না। স্যার যারা ছিলেন তারা বহু

আগেই বাড়ি চলে গিয়েছেন। কিন্তু সবে তো বিকাল সাড়ে চারটা।

অফিস তো সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। চাঁদনী চন্দ্রণ সেই তথ্য দিলেও চতুর্থ

শ্রেণির সেই কর্মচারী কোনও উত্তর দিতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য

হয়েই চাঁদনী চন্দ্রণ নিজের পরিচয় জানান। এরপরই শারীরিক কম্পন

শুরু হয়ে যায় সেই ব্যক্তির। তিনি বলেন, অফিসের আধিকারিকরা

নাকি বাথরুমে গেছেন। শিক্ষা অধিকর্তা সোজা চলে যান বাথরুমের

সামনে। কিন্তু সেখানে তো কেউ নেই। উপ বিদ্যালয় পরিদর্শক সেই

সময়ে কার্যালয়ের কাছাকাছি দোকানে ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি ছটতে

ছুটতে এসে হাজির হন। শিক্ষা অধিকর্তা তার কাছ থেকেই বিস্তারিত।

জানার চেষ্টা করেন এবং আইএস সম্পর্কে জানতে চান। তখন উপ

বিদ্যালয় পরিদর্শক জানান, বিদ্যালয় পরিদর্শক নাকি মহকুমা

ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কথা বলছেন। শিক্ষা অধিকর্তা সেখানেই ফোন

লাগিয়ে দেন। জানা যায় এই ব্যক্তি সেখানে যাননি। এরপর দৈনিক

হাজিরা খাতা খুলে তো আরও অবাক। কারণ, সেখানে শনিবারের

আগাম স্বাক্ষর করে রেখেছেন কয়েকজন। শিক্ষা অধিকর্তা গোটা বিষয়টি

নোটবন্দি করে ফিরে আসার আগে জানিয়েছেন, সরকারি নিয়ম

মোতাবেক অফিসের সময় সাড়ে পাঁচটা। কিন্তু এখানকার কর্মচারীরা

যেভাবে সাড়ে পাঁচটার বদলে সাড়ে চারটাতেই বাড়ি যাচ্ছেন তা সরকারি

নিয়োগ বিধির পরিপন্থী। জানা গেছে, শিক্ষা অধিকর্তা সামগ্রিক বিষয়টি

এরপর দুইয়ের পাতায়

নোটবন্দি করে আগরতলা ফিরেছেন।

রাষ্ট্রহিতে আত্মোৎসর্গ করেছেন এমন বীর সেনাদের পরিবার এবং দেশমাতৃকার সেবায় অসামান্য অবদান রেখেছেন এমন কয়েকজনকে এই অনুষ্ঠানে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের আক্রমণের নিশানা থেকে আগরতলা শহর রক্ষায় আত্মবলিদান করেছিলেন ল্যান্স নায়েক এলবার্ট এক্কা। মরণোত্তর পরমবীর চক্র সম্মানে ভূষিত এলবার্ট এক্কার পুত্রকেও শনিবারের

প্রেস রিলিজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে ভারতের বিশেষ অবদান রয়েছে। এজন্য ভারতের অনেক বীর সেনা জওয়ানকে আত্মবলিদান দিতে হয়েছে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত স্বর্ণিম বিজয় মশাল স্বাগত সমারোহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কমার দেব। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুরী উপস্থিত

মুখে বামেদের অন্তত দুইজন প্রার্থী এখন পর্যন্ত সরে দাঁড়িয়েছেন বলে খবর। সেই একই ব্যাপার যেন না হয়, তাই প্রার্থীদের সরিয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই এক প্রার্থীর বাড়িতে আক্রমণ হয়েছে। প্রার্থীরাও ভয় পাচ্ছিলেন। ফলে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছিলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

কেলেঙ্কারির ঘটনায় রঞ্জিত পুত্রকে বরখাস্ত, মামলা, কমলপুরে চাঞ্চল্য

নিয়েই এখন জল্পনা চলছে সর্বত্র। প্রশ্ন উঠছে, কারা তাহলে এই নেতা-পুত্রের আশ্রয়দাতা এবং প্রশ্রয়দাতা ছিলেন। কমরেড পুত্রের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্তির অংকটাই বা কি? নইলে এতদিন ধরে কমলপুরের দোর্দগুপ্রতাপ সিপিএম নেতা রঞ্জিত ঘোষের ছোট ছেলে রাহুল ঘোষ দুর্গা চৌমুহনি ব্লকের দাঁড়াং চা-বাগান সমবায় সমিতি এবং মায়াছড়ি চা সমবায় সমিতির ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন কিভাবে? তার বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকার দুর্নীতির অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে অডিট। যে কারণে তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা সহ তাকে চাকরি থেকেও বরখাস্ত করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, এতদিন ধরে এই দুটি চা-বাগানের ম্যানেজার থাকলেও এবং চুটিয়ে অর্থ লোপাট করলেও (অন্তত অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী) তা সবার অগোচরে ছিলো কিভাবে? কেনই বা শিল্প

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

পশ্চিমবঙ্গে দলবদলের সময়ে

নামী প্লেয়ারকে 'তুলে' নেওয়ার চল

ছিল, এক দলের সাথে কথা হলেও

আরেক দল সেই প্লেয়ারকেই হয়ত

'তুলে' নিয়ে নিভূতবাসে আটকে

রাখতেন, একেবারে 'সই' করিয়ে

তবে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হত।

আর মনোনয়ন প্রত্যাহারের 'সই'

না করার জন্য কার্যত তৃণমূল

আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনের

নিজেদের প্রার্থীদের নিয়ে একই

কৌশল নিয়েছে। পুর নিগমের

একান্ন প্রার্থীর পাঁচজনকৈ বাদ দিয়ে

বাকিদের রাজ্যের বাইরে পাঠিয়ে

দিয়েছে তৃণমূল , হুমকি , ভয়-ভীতি,

আক্রমণ'র চাপে যেন কেউ

নিজেকে ভোটের লড়াই থেকে

তুলে না নেন। উত্রবঙ্গের

বিলাসবহুল অতিথিশালায় তাদের

থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে। নজর এড়াতে

বিমানে নয়, সড়কপথে তারা

উত্তরবঙ্গে পাড়ি দিয়েছেন। হুমকির

ত্রিপুরায় এমন বিষয় এই প্রথম।

নভেম্বর।।

আগরতলা,৬

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নেতারাও বিষয়টি টের পাননি। স্ত্রীকেও সরকারি চাকরি দিয়েছেন। কমলপুর, ৬ নভেম্বর।। সিপিএম নাকি সমস্ত কিছুই জেনেবুঝে রাহুল আর শিল্প দফতরের আধিকারিকদের আমল না হয় ঠিক আছে। ভরপুর ঘোষের মাথায় কাঁঠাল রেখে তা বাগে এনে নিজের পুত্রের হাতে বিজেপি আমলে প্রায় সাড়ে তিন খেয়েছেন বিজেপি নেতারাও? তুলে দিয়েছেন দুই দুটো চা বছর পর্যন্তও কিভাবে চা-বাগান নইলে এতদিন ধরে রাহুল ঘোষের বাগানের ম্যানেজারের দায়িত্ব। দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়েছিলেন মতো নেতাপুত্র কিভাবে দুটি যেখানে থেকে তিনি চুটিয়ে দুর্নীতি মস্তবড় সিপিএম নেতার পুত্র — তা বাগানের ম্যানেজার হিসেবে করে গিয়েছেন বলে অভিযোগ। থাকেন এবং চুটিয়ে দুর্নীতি করারও কিন্তু বাম আমলে তার বিরুদ্ধে সাহস পান? অভিযোগ, এই আঙুল তোলার মতো এমন কেউই

53 Shishu Uddyan Bipani Bitan A. K. Road Agartala 799001

কেলেঙ্কারির পেছনে বিজেপির বহু নেতারাও যুক্ত রয়েছেন। যাদের অভয়ের কারণেই হয়তো-বা রাহুল ঘোষ লক্ষ লক্ষ টাকা হাপিস করার

ছিলেন না। বাম আমল গিয়ে রাম আমল এলেও সুচতুর রাহুল ঘোষ বিজেপি নেতাদেরকেও ম্যানেজ করে নেন। যে কারণে এতদিন পর্যন্ত তার কোনও কিছুতেই টান পড়েনি। জানা গেছে, অডিট দলকেও ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছিলো অজ্ঞাত পরিচয়ধারী ব্যক্তিরা। কিন্তু অডিট তাদের মতো করেই তাদের কাজ সমাপ্ত করে এবং যথাসময়ে

'পারুল' নামের পরে প্রকাশনী দেখে <mark>পারুল প্রকাশনী</mark>-র বই কিনুন!

হিসেবে রাহুল ঘোষ কর্মরত সাহস দেখিয়েছেন। কিন্তু অডিট রিপোর্ট সামনে আসতেই জালে ফেঁসে গিয়েছেন ম্যানেজার রাহুল ঘোষ। এরপরই তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। দফতরের আধিকারিকরা এবং অভিযোগ, বাম আমলে রঞ্জিত ঘোষ বাগিচা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিজেপি তার পুত্রবধূ অর্থাৎ রাহুল ঘোষের বিপোর্টও 🛭 এরপর দুইয়ের পাতায়

স্নাতকোত্তর বিভাগের তন্ময় স্বপ্নের আরেকনাম

ডেলিভারি বয়ের মাধ্যমিকে ৮৭ শতাংশ, স্নাতকস্তরে ৭০

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর ।। 'নিয়ম'কে এক লহমায় ভেঙে দিয়েছে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসসি পড়তে থাকা তন্ময় বিকেল থেকে রাত প্রায় প্রতিদিন মানুষের দ্বারে দ্বারে খাবার পৌঁছে দেওয়াই স্ট্যাটিসম্টিকস বিভাগে স্নাতকোত্তর নিয়ে পড়াশোনা করছে তন্ময়। বারোটা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন অলিগলি ঘুরে খাবার বিলি করে। শহরের একটি পরিচিত বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিকে ৮৭ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলো তন্ময়। বাবা ইন্দ্রজিৎ দেব সামান্য একটি সবজির দোকান চালান। সোজা কথায় বললে, তন্ময়ের বাবা পেশায় সবজি ব্যবসায়ী। মা শিউলিদেবী গৃহিনী। এক ছেলেকে নিয়ে শহরে একটি টিনের ঘরে দিন গুজরান মা-বাবার। উনাদের স্বপ্ন এবং ভরসার নাম 'তন্ময়'। স্নাতকোত্তর পড়তে পড়তে, উচ্চ মাধ্যমিকে প্রায় ৭০ শতাংশ নম্বর পাওয়া তন্ময়, হঠাৎ করে এরকম একটি পেশায় কেন এলো ? প্রশ্নটি শুনে তন্ময়ের সাফ জবাব—'লকডাউনের সময় টিউশন বন্ধ হয়ে যায়। বাড়িতে গিয়ে পড়ানো সম্ভব ছিলো না। তখন বাধ্য হয়ে আমাকে এই পেশায় আসতে হয়। তবে, এই পেশায় এসে আমি অসম্মানিত বোধ করি না। সব পেশাই, 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

কোম্পানিতে কাজ করা যুবক-যুবতিদের 'বিচার' করে, তন্ময় তাদের সকলকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। হঠাৎ খাবার বিলি করা এক যুবক খবরের শিরোনামে কেন? কারণ একটাই, তন্ময় সাধারণ

তার কাজ। ব্যাগের ভেতরে লোভনীয় খাবার রেখে, নিজের হয়তো-বা খালিপেট থেকেই দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে। তবুও কোথাও হার মানার গল্প নেই। দুই চোখে শুধুই প্রত্যয়ের ছাপ। চোখের ভেতর থেকে যেন আলো ঝলসে আসছে। কিছু একটা করে দেখানোর আকাঙ্খায় প্রতিদিন চোখগুলো স্বপ্ন বুনতে থাকে। যুবকটির নাম তন্ময় দেব। তন্ময়ের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, সাধারণ হয়েও নিয়মিতভাবে অসাধারণের চাদরে নিজেকে মুড়ে রাখে সে। রাজ্যবাসী যে ধারণা থেকে জোমাটো এবং সুইগি'র মতো খাবার বিলি করার

নিশ্চিন্তের প্রতীক

সর্বশ্রেষ্ঠ গুঁড়া মশলা

গুণমানে প্রতি ঘরে ঘরে



সোজা সাপ্টা

ফাঁকা মাঠ

আজ হয়তো ফাঁকা মাঠে গোল দিচ্ছে শাসক দল। কিন্তু ২০২৩ বিধানসভা ভোটে এভাবে ফাঁকা মাঠ পাওয়া যাবে তো? এডিসি ভোটে এক নতুন দলই দেখিয়েছিল যে, রাজ্যের শাসক জোটের জনজাতি এলাকায় কতটা ভিত মজবুত। সমতলে শাসক দল যদি ভাবে যে ফাঁকা মাঠেই তারা গোল দেবে তাহলে কিন্তু ২০২৩ তাদের জন্য বুমেরাং হতে পারে। বিরোধী দলের প্রার্থীদের কিডন্যাপ করা, সম্ভাব্য প্রার্থীদের জোর করে নাম তুলে নেওয়া, যারা প্রার্থী হয়েছে তাদের উপর হামলা কিন্তু নিশ্চিতভাবে শাসক দলের জনসমর্থন হারানোর ভয় কাজ করছে। বিনা ভোটে জয় কিন্তু সাফল্য নয়। এটা তো ঠিক যে, একটি ওয়ার্ডে সবাই শাসক দলের সমর্থক নয়। কিন্তু সেখানে ভোট না হওয়ায় শাসকদল কিন্তু জানতে পারলো না আসলে তাদের সমর্থন কতটা। ২০২৩ নির্বাচনের আগে পুর ভোটে কিন্তু নিজেদের জন-ভিত কতটা মজবুত তা মেপে নিতে পারতো শাসক জোট। অবশ্য সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যে সমস্ত উপ-নির্বাচন হয়েছে তাতে বিজেপি-র বিরাট পরাজয় সামনে উঠে এসেছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যের উপ-নির্বাচনে বিজেপি-র পরাজয় কিন্তু অন্য ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাই প্রশ্ন, আগরতলা পুর নিগম ভোটে কি শাসক বিরোধী হাওয়া কাজ করবে? দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, রাজ্যের ৪২ মাস কি আগরতলা পুর নিগম ভোটে কোন প্রভাব ফেলবে? ২০১৮ বিধানসভা ভোটের সাথে কি ২০২১ পুর নিগম ভোটের কোন পার্থক্য দেখা যাবে ? বিশেষ করে আগরতলা শহরের বিধানসভা কেন্দ্রের পুর ভোটে ?

থানার কামাই ভালা

• তিনের পাতার পর তাগিদে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলপূর্বক ভাবে সাধারণ জনগণ থেকে ১২ লক্ষ টাকার অধিক টাকা আদায় করে মধুপুর থানার এক অফিসার বলে অভিযোগ। মধুপুর থানার আওতাধীন অসামাজিক কাজে লিপ্ত সর্বমোট ৯৯ জনের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা আদায় করেছে পুলিশ বলে অভিযোগ। পাশাপাশি মধুপুর থানার এক ক্যাশিয়ার এগারোটি পঞ্চায়েতের সকলকে কালী পুজোয় মধুপুর থানায় আসার জন্য নিমন্ত্রণ করে বলে জানা যায়। এবছরের শ্যামা মায়ের পুজোতে ঐ থানার অন্তর্গত যত ধরনের অবৈধ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে থানা বাবুর কর্তারা বলে অভিযোগ। অন্যদিকে শনিবার বিসর্জনের দিনও আকণ্ঠ লাল-নীল পানীয় পান করে থানার অফিসার থেকে আরম্ভ করে মহিলা পুলিশকে রাস্তার কিনারে পড়ে থাকতে দেখে হতভম্ব হয়ে যায় এলাকার জনগণ। আরক্ষা প্রশাসনের এই হাল দেখে হতচকিত এলাকাবাসী। শুভবৃদ্ধিসম্পন্ন মহলের এই অধঃপতন দেখে মাথা হেঁট হয়ে গেছে। প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক রা মধুপুর থানার এরকম ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরও কোন ভূমিকা পালন করছে না কেন এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এখন দেখার বিষয় এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর পুলিশের আধিকারিকরা এ বিষয়ে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

হাসপাতালে বিদ্যুৎ বিপর্যস্ত

তিনের পাতার পর জেলা হাস পাতালে এম এস অরিন্দম দেববর্মার সাথে কথা বলা হলে উনি বলেন, এ বিষয়ে বিদ্যুৎ দফতরের সাথে কথা বলে কিভাবে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা যায় সে ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু জনমনে প্রশ্ন উঠেছে লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারি অর্থ ব্যয় করে মেশিন কেনা হলেও সাধারণ মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর এ ঘটনাকে কেন্দ্র করের রোগীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে।



ভবিষ্যতের মহামারি

• **ছয়ের পাতার পর** করে। আবার এমন কিছু ভাইরাসও পাওয়া গেছে যারা সক্রিয় হয়ে মানুষকে সংক্রমণ করতে পারে। আবের্গেলের মতে, ডিএনএ ভাইরাসগুলোই সবচেয়ে উৎকণ্ঠার বিষয়। আরএনএ ভাইরাসের জেনেটিক উপাদান আরএনএ হওয়ায় সেগুলো অস্থায়ী ও দীর্ঘ সময় নিষ্ক্রিয় থাকার পর আর কাজ করতে পারে না। সে তুলনায় ডিএনএ ভাইরাসগুলো রাসায়নিকভাবে অনেক বেশি স্থায়ী হয়। তাই উত্তর আলাস্কার একটি বরফে ঢাকা সমাধিস্থলে ১৯১৮ সালের স্প্যানিশ ফ্রু ভাইরাসের আরএনএ পাওয়া গেলেও তা সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা কম বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। ডিএনএ ভাইরাসজনিত রোগ, যেমন গুটিবসস্ত নতুন করে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলেও ভ্যাক্সিনেশনের কারণে তা প্রভাব ফেলতে পারবে না। তাই ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগগুলোই হয়তো এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপজ্জনক হতে পারে এবং মহামারি আকার ধারণ করতে পারে। ২০১৫ সালে নাসার গবেষকেরা ৩২ হাজার বছরের পুরোনো ব্যাকটেরিয়াকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম হন। এগুলো আলাস্কায় একটি বরফে ঢাকা পুকুরে পাওয়া গিয়েছিল। এ ব্যাকটেরিয়া হলো কারনোব্যাকটেরিয়াম প্লাইস্টোসিনিয়াম। এগুলো প্লাইস্টোসিন—যুগ থেকে সেখানে ছিল। যখন এই স্থানের বরফ গলে যায়, তখন এরা সক্রিয় হয় এবং পানিতে সাঁতার কাটতে শুরু করে। এর প্রায় দুই বছর পর ২০১৭ সালে অ্যান্টার্কটিকার বেকন মূলিন ভ্যালির একটি ত্যারখণ্ডের নিচে গবেষকেরা ৮০ লাখ বছরের পুরোনো একটি ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পান। যদিও সব নিষ্ক্রি: ব্যাকটেরিয়া পুনরায় সক্রিয় হতে পারে না, বেশ কিছু ব্যাকটেরিয়া যেমন ব্যাসিলাস অ্যানপ্রাসিস ও ক্লস্টিডিয়াম বটুলিনাম পুনরায় সক্রিয় হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। শুধু ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াই নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়ার ফলে প্রোটোজোয়া পরজীবীরও সংক্রমণ বাড়তে পারে। ২০১৬ সালে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা শিকার করা একটা বেলুগা তিমি থেকে টক্সোপ্লাজমা গভির সন্ধান পান। এটি টক্সোপ্লাজমোসিস নামের সংক্রমণ সৃষ্টি করে, যা গর্ভস্থ শিশু ও পূর্ণবয়স্ক মানুষের শারীরিক অনক্রম্যতাকে দুর্বল করে ফেলে। নিম্ন তাপমাত্রায় এই পরজীবী সাধারণত নিষ্ক্রিয় থাকে। কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে মেরু অঞ্চলের তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানেও এই পরজীবীর অস্তিত্ব ও সংক্রমণ সম্ভব হয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে শুধু যে মেরু অঞ্চলের বরফাচ্ছাদিত এলাকা, পার্মাফ্রস্ট বা অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের বিস্তীর্ণ বরফ গলে এসব জীবাণু সংক্রমিত হবে, তা নয়। এ প্রক্রিয়ার আরও সুগভীর প্রভাব রয়েছে। ক্ল্যাভেরির মতে, পার্মাফ্রস্টের বরফ গলে যেসব ভাইরাস মুক্ত হবে, সেগুলো প্রথমে নদীতে আসবে। ভাইরাসগুলো অক্সিজেন ও আলোর সংস্পর্শে আসবে, যা তাদের জন্য ক্ষতিকর। ফলে এগুলো যদি উপযুক্ত বাহক না পায়, তাহলে বেশি সময় সক্রিয় থাকতে পারবে না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জীবজগতে আমাদের অগোচরেই পরিযান ঘটছে। উত্তর দিকে শস্য বেশি। যেমন হরিণ ও খরগোশ সেদিকে অভিপ্রয়াণ করছে। এ ধরনের পরিযানের ফলে আগে যে এলাকায় কোনো জীবাণু ছিল না, সেখানেও সংক্রমণ হতে পারে এবং ক্রমে তা মহামারির রূপ নিতে পারে। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্তী জনগোষ্ঠীও ঝুঁকিতে রয়েছে। সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হতে পারে। ফলে দক্ষিণ অঞ্চল থেকে উত্তর অঞ্চলের দিকে বিপুলসংখ্যক মানুষের অভিপ্রয়াণ ঘটতে পারে। সেখানে জনবসতির ঘনত্ব বেড়ে যাবে এবং জীবনযাত্রার নিম্নমানের কারণে হতে পারে মারাত্মক সংক্রোমক রোগ, যা মহামারির আকার ধারণ করতে পারে। মেরু অঞ্চলের বরফ গলার ফলে তাই এখন বৈশ্বিক সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে। গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে, তা কমিয়ে আনা এখন সময়ের দাবি। তা না হলে ভবিষ্যতে হয়তো করোনার চেয়েও একাধিক ভয়াবহ মহামারির মুখোমুখি হতে পারে মানবসভ্যতা।

বিএড চাইলো দফতর

• আটের পাতার পর - বা বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। ৮ বছর চাকরি করার পর ডিএলএড বা বিএড'র কথা বলা হয়েছে। এটা রীতিমতো অযৌক্তিক ব্যাপার। এই ধরনের সিদ্ধান্তে রীতিমতো হতাশ বঞ্চিত শিক্ষকরা। তারা উচ্চ আদালতে মামলা করতে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি নিয়েছেন। ২০১২ সালে নিযুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষকদের উচ্চ আদালতের নির্দেশে রাজ্য সরকার নিয়মিত করেছে। আদালতের খোঁচায় সর্বশিক্ষার বেশ কিছু শিক্ষক নিয়মিত বেতনক্রম পাচ্ছেন। অথচ সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে নিযুক্ত শিক্ষকদের বঞ্চনা নিয়ে কারোর কোনও বক্তব্য নেই। ৮ বছর চাকরি করার পরও এখনও ফিক্সড পে'তে আছেন কয়েকজন শিক্ষক। তাদের আদৌ কোনও দিন নিয়মিত করা হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই শিক্ষকদের এখন বলা হচ্ছে নিয়মিত হতে গোলে বিএড করতে হবে। অথচ ৮ বছরে তাদের এই কথাটি কেউ বলেননি। শুধু তাই নয়, এই শিক্ষকদের বিএড করানোর জন্য কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। বাম আমলে এই শিক্ষকদের নিযুক্তি দেওয়া হয়েছিল। তখনও এই শিক্ষকদের বিএড করানোর উপর নজর দেওয়া হয়নি। ৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এই শিক্ষকদের ২০১৮ সালেই। কিন্তু তাদের এখনও পর্যন্ত নিয়মিত করার কোনও ধরনের উদ্যোগ নেই। আদৌ তারা নিয়মিত হবেন কিনা তা নিয়ে এখন সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

চোরের মৃত্যু

• আটের পাতার পর - চিকিৎসাধীন। এই ঘটনা একদিকে সীমান্তের নিরাপতা ব্যবস্থা নিয়ে যেমন প্রশ্ন তুলেছে, ঠিক তেমনি মানবাধিকার লঙ্খনের বিষয়টিও অস্বীকার করার উপায় নেই। এভাবে এর আগেও অভিযুক্ত চোরকে গণ পিটুনিতে হত্যা করা হয়েছে। একটি ঘটনার ক্ষেত্রেও পুলিশ হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা প্রহণ করেনি। এলাকাবাসী জানিয়েছেন, শুক্রবার মধ্য রাতে বাংলাদেশি তিন চোর লিটন পাল এবং বাবুল পালের বাড়িতে আসে। তারা বাবুল পালের গোয়াল ঘরের দরজা ভাঙার চেষ্টা করে। কিন্তু মালিকের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি বাইরে এসে চোর বলে চিৎকার করতেই এলাকাবাসী তড়িঘড়ি ছুটে আসে। ততক্ষণে লিটন পালও ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। একজন চোর দা হাতে নিয়ে লিটন পালের উপর চড়াও হয়। এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে আসার পর তিনজনের মধ্যে একজনকে তারা আটক করতে পারেন। বাকি দু'জন পালিয়ে যায়। সেই আটককৃত অভিযুক্তকে গণপিটুনি দেওয়া হয়। যার ফলে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। আহত লিটন পাল বাবুল পালের ছোঁট ভাই বলে জানা গেছে। দুই ভাই মিলে চোরদের সাথে প্রথমে ধস্তাধন্তি করেছিলো বলে পরিবারের সদস্যরা জানান। নিহত চোরের কাছ থেকে বাংলাদেশি ৫০ টাকার দুটি নোট, একটি বাংলাদেশি সিম-সহ মোবাইল ফোন এবং ধারালো দা পাওয়া গেছে। এলাকাবাসীর ধারণা, অভিযুক্ত চোরের বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার জামবাড়ি এলাকায়। শনিবার সকালে মৃত চোরকে দেখার জন্য প্রচুর মানুয ঘটনাস্থলে ভিড় জমান। বর্তমানে অভিযুক্ত চোরের মৃতদেহ সোনামুড়া হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। পরবর্তী সময় তার পরিবারের লোকজন যদি মৃতদেহ নিতে আসে তাহলে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মৃতদেহ হস্তান্তর করা হবে বলে জানা গেছে।

উদ্বিগ্ন সিপিএম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর ।। আগরতলা পুর নিগমের বিভিন্ন জায়গায় দুর্ব্তদের আস্ফালনে উদ্বিগ্ন সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি। বাম প্রার্থীদের প্রচারে বাধা, প্রার্থীদের বাড়িঘরে হামলা, বাম সমর্থকদের সম্পদ নস্ট করার ঘটনা উল্লেখ করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি। বামফ্রন্ট মনোনীত আগরতলা পুর নিগমের ৪৯নং ওয়ার্ডের প্রার্থী ধনমণি সিংহের বাড়িতেও দুর্ব্তরা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। এদিকে, সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, শুক্রবার রাত ১টা নাগাদ আগরতলা পুর নিগমের ২৯ নং ওয়ার্ড এলাকার আদর্শ কলোনিতে সিপিআইএম কর্মী সুরেন্দ্র দেবনাথের মুরগি বিক্রির দোকানঘর কুপিয়ে ভেঙে ফেলে কতিপয় বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্ত। এই খবর পেয়ে শনিবার সকাল ৮ টার পর সিপিআইএম সমর্থক লক্ষ্ণ আচার্য্য সুরেন্দ্র দেবনাথের বাড়িতে যান। সেখান থেকে তিনি যখন বেড়িয়ে আসেন তখন বিজেপি দুর্বূত্তরা তাকে ঘিরে ধরে এবং কেন সেখানে গেছেন তা জানতে চায়। তিনি কথা বলতে চাইলেও তা না শুনেই তাকে মারধর করে বলে সিপিএম'র তরফে অভিযোগ করা হয়। দলের তরফে আরও বলা হয়েছে, এদিন সকাল ৭-৩০ মিনিট নাগাদ আগরতলা পুর নিগমের ৩৫নং ওয়ার্ডের বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিআইএম প্রার্থী সূভাষ দাস বাড়ি বাড়ি নির্বাচনি প্রচার করার সময় বাধাপ্রাপ্ত হন। জনৈক বিজেপি আশ্রিত দুস্কৃতি প্রার্থী সুভাষ দাসকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং বাডি বাডি নির্বাচনি প্রচার করলে পরিণতি ভয়ঙ্কর হবে বলে হুমকি দেয়। তখন প্রার্থী সূভাষ দাস প্রচার কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। এদিন বিকাল ৪টা নাগাদ বিজেপি দৃষ্কৃতিরা নির্বাচনি প্রচারের গাডীতে এসে আগরতলা পুর নিগমের ৪৫নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সিপিআই(এম) অরুন্ধ তিনগর লোকাল কমিটির সদস্য নিতাই ভৌমিকের বাড়িতে ঢুকে নির্বাচনি কাজে অংশ নেওয়া যাবে না বলে হুমকি দিয়ে তাকে প্রচন্ড মারধর করে। তার স্ত্রী ও কয়েকজন প্রতিবেশী চিৎকার করে এগিয়ে এলে मूर्व्ख्वा था ठाव गाण्गेरा राज्य राज्य । अमिरक, সিপিআই(এম) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পাদকমন্ডলী পুর নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করতে বিজেপি দুষ্কৃতিদের দ্বারা সংঘটিত এই ধরনের আক্রমণ ও সন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা করছে। নির্বাচন কমিশনের প্রতি আক্রমণকারী ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছে। জেলা সম্পদকমন্ডলী বলেছে পুর নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে প্রতিদিন বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্তরা একের পর এক আক্রমণ সংঘটিত করলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হচ্ছে না। এরফলে একদিকে দুষ্কৃতিরা যেমন বেপরোয়া হচ্ছে অন্যদিকে গণতান্ত্রিক নির্বাচকমন্ডলী উদ্বিগ্নবোধ করছেন। এই অবস্থায় অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে হবে বলে দাবি করেছে সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি। এদিকে রাতে বিভিন্ন জায়গায় বাম প্রার্থীদের বাড়িতে ইট পাটকেল ছোড়ার অভিযোগও করা হয়েছে সিপিএম'র তরফে।

তিপ্রা ফুটবল প্রতিযোগিতা

• সাতের পাতার পর উমাশংকর দেববর্মা, এডিসি-র অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক উষারঞ্জন দেববর্মা, সিআর পিএফ -র ৭১ নং ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট রামপ্ল্যাল্ট। স্থাগত ভাষণ পেশ করেন মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সি কে জমাতিয়া।

শেষ ম্যাচে জয়ী মেয়েরা

• সাতের পাতার পর ইনিংসকে টেনে নিয়ে যায় রিজু সাহা। দুর্দান্ত ৫২ রানের ইনিংস খেলে ত্রিপুরার জয়ের পথ মসৃণ করে দেয়। বল হাতে সাফল্যের পর ব্যাট হাতেও দলের জয়ে অবদান রাখলো নিকিতা। ২০ রানের একটি মূল্যবান ইনিংস বেরিয়ে এলো তার ব্যাট থেকে। ৩ উইকেটে জয় তুলে নেয় রাজ্য দল। বলা যায়, একটি সাস্ত্বনার জয় নিয়েই ঘরে ফিরছে ত্রিপুরার মেয়েরা।

বিপর্যস্ত ওয়েস্ট ইভিজ

• সাতের পাতার পর

ইউনিভার্সাল বস' গেইল। ২০১৬ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের এবার শুরু থেকেই বেশ ফ্যাকাসে দেখিয়েছে। সুপার ১২-র পাঁচ ম্যাচে চারটিতেই হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একমাত্র বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এসেছিল জয়। তাই এদিন একপ্রকার নিয়মরক্ষার ম্যাচেই নেমেছিলেন ক্যারিবিয়ানরা। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপারটা একেবারে উল্টো। শেষ চারে ওঠার জন্য আজকের ম্যাচটা জিততেই হত ওয়ার্নারদের। ব্যাটিটোও সেভাবেই করলেন ওপেনার ওয়ার্নার। ৫৬ বলে ৮৯ রানে অপরাজিত থেকে ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়লেন তিনি। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন মিচেল মার্শ।করেন ৫৩ রান। আর সেই সৌজন্যেই ৮ উইকেটে আসে জয়। এদিকে হাত ঘুরিয়ে শুরুতেই ক্যারিবিয়ান ব্যাটিং অর্জরে ধস নামান হ্যাজলউড। তুলে নেন চারটি উইকেট। অধিনায়ক পোলার্ডের ৪৪ রানের দৌলতেই ইনিংস শেষে সম্মানজনক স্কোরে পৌছয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে তা যে যথেষ্ট ছিল না, সেটাই বুঝিয়ে দিলেন ওয়ার্নার। অস্ট্রেলিয়া সেমিফাইনালের টিকিট পাকা হবে কি না, তা চূড়ান্ড হবে দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচ শেষে।

ভ্যাট কম করেনি

• ছয়ের পাতার পর অধ্বলের নাম, যারা এখনও পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। শুক্রবার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর তরফে জারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে," কেন্দ্রের পাশাপাশি ২২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অধ্বল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কমানোই সাধারণ মানুষের উপর চাপ অনেকটাই কমানো গিয়েছে।" কেন্দ্র জানিয়েছে পেট্রোলের দাম সবচেয়ে বেশি কমিয়েছে কর্ণাচক সরকার। সেরাজ্যে দাম কমেছে ১৩ টাকা ৩৫ পয়সা। কর্ণাটিকের পরেই তালিকায় রয়েছে পুদুচেরি এবং মিজোরাম। কর্ণাটকে ডিজেলের দাম কমেছে ১৯ টাকা ৪৯ পয়সা। এখনও পর্যন্ত যে ১৪টি রাজ্য জ্বালানির দামে বাড়তি ভ্যাট কমানো নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি সেগুলি হল, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড্ব, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মেঘালয়, কেরল, আন্দামান ও নিকোবর, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছন্তিশগড়, পাঞ্জাব এবং রাজস্থান। এই তালিকায় মেঘালয় ছাড়া বাকি সবগুলিই ছিল বিরোধী শাসিত রাজ্য। ঘটনাচক্রে আজ সকালে মেঘালয় সরকারও পেট্রোল ও ডিজেলে ভ্যাট কমানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। বিরোধীদের দখলে থাকা কোনও রাজ্য এখনও তা ঘোষণা করতে পারেনি।

মৃত্যুর সংখ্যা ১১২

• আটের পাতার পর - শাশানে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে যান জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির সদস্যরা। কমিটির সদস্য বিজয় কৃষ্ণ সাহা, কমল দেব, চিরঞ্জিত পাল এবং কিশোর চক্রবর্তী এই শিক্ষকদের বক্তব্য, আমরা চাই সরকার মানবিক দিক থেকে দ্রুত আমাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিক। না হলে এই শিক্ষকরা দিনে দিনে মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়বেন।

শিক্ষা অধিকর্তার চক্ষু চড়কগাছ

• প্রথম পাতার পর শীঘ্রই জিরানিয়ার বিদ্যালয় পরিদর্শক সহ যে সমস্ত কর্মচারীরা আগাম হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেছেন তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কমলপুরে চাঞ্চল্য

• প্রথম পাতার পর প্রদান করে। এতেই ধরা পড়ে যায় দুটো চা বাগানের হিসেবের গরমিল। যেহেতু এই দুটো বাগানের ম্যানেজার রাহুল ঘোষ তাই অবধারিতভাবেই তার দিকেই যাবতীয় কেলেঙ্কারির আঙুল উঠে এবং মামলাও তার বিরুদ্ধেই হয়। অনেকেরই বক্তব্য, রাহুল ঘোষকে গ্রেফ্তার করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে আর কে কে যুক্ত রয়েছেন? তখনই বেরিয়ে আসবে তার আশ্রয়দাতাদের নাম। অভিযোগ, রাহুল ঘোষের মতো করেই এভাবে বিভিন্ন দফতরে লুকিয়ে রয়েছে বামেদের কট্টর লোকজনেরা। মূলত তাদের কারণেই সরকারকে বিভিন্নসময়ে চূড়ান্ত অপদস্থ হতে হয়েছে। কিন্তু ছলে বলে কৌশলে বেঁচে গিয়েছেন তারা।

ভাবনায় কমিউনিস্ট্রা

• প্রথম পাতার পর খেয়েছেন। কারণ, কমিউনিস্টরা সাধারণত পিগুদান, অস্থি দান এগুলোতে বিশ্বাস করে না কোনওদিন। বহু কমিউনিস্ট নেতা নিজের পিতা-মাতার মৃত্যুতে শ্রাদ্ধ করেননি। শ্রদ্ধা জানিয়ে মানুষজনকে নেমন্তর খাইয়েছেন মাত্র। কোনওকালেই তারা পিগুদানে ভরসা রাখেননি। কিন্তু শুধুমাত্র ভোটের জন্য অস্থি নিয়ে রাজনীতি করার জন্য শেষ পর্যন্ত তাদেরকেও অস্থি ভর্তি পাতিল নিয়ে মাঠে নামতে হয়েছে। যে জিনিস কোনওদিন নিজেরাই বিশ্বাস করেন না, নিজেদের জীবনাচরণে প্রয়োগ করেন না, এটাকে শুধুই বুজরুকি কিংবা আফিমের নেশা বলে মনে করেন। ভোট রাজনীতিতে নেমে মানুষের বিশ্বাস পেতে এবং সমীহ আদায় করতে এবার অস্থির কলসি নিয়ে সিপিএম নেতারা জেলায় জেলায় ঘুরবেন। ভোটকেন্দ্রিক রাজনীতি কত নিচে নামতে পারে এবং আজীবন লালন করা বিশ্বাসকে মুহুর্তেই চুরমার করে দিতে পারে, এই ঘটনাই একমাত্র চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে অত্যন্ত সাবলীলভাবে।

প্রার্থীরা বহির্রাজ্যে

• প্রথম পাতার পর ১৯৯৩ সালে জোট সরকারকে ফেলে সিপিআই(এম) ক্ষমতায় আসে, সেই আমলের হিংসাত্মক ঘটনা, সন্ত্রাস এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে। বিরোধী বামফ্রন্ট জোট জমানায় লোকসভা ভোটে প্রার্থী তুলে নিয়েছিল সন্ত্রাসের কারণে। এডিসি ভোটের দিনে ব্যাপক সন্ত্রাস হয়েছিল, কিন্তু সেই আমল শেষে মাত্র দুই বছরের মধ্যেই ত্রিপুরায় নগর নির্বাচন হয়। সেই ভোটেও কংগ্রেস বুক ফুলিয়েই লড়েছিল, এমনকী আগরতলায় পুরসভা জিতেও নিয়েছিল। কোনও প্রার্থীকেই পালিয়ে যেতে হয়নি। কর্ণাটকে, রাজস্থানে কংগ্রেস ও তার সহযোগীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও দল ভাঙানোর খেলা এড়াতে বিধায়কদের অন্য রাজ্যে সরিয়ে নিয়েছিল। মন্ত্রীদের শপথ নেওয়ার আগে তাদের ফিরিয়ে আনা হয়। গোয়ায়, মণিপুরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও সরকার গঠন করতে না পেরে কংগ্রেস বিধায়কদের সরিয়ে নিয়ে কার্যত বন্দি করে রেখেছিল যেন তারা বিক্রি না হয়ে যান। ভারতীয় রাজনীতিতে এই এক অদ্ভুত, অসুস্থ পরিবেশ তৈরি হয়েছে ইদানীংকালে।

তন্ময় স্বপ্লের আরেক নাম

 প্রথম পাতার পর যদি সংভাবে অর্থ উপার্জন করা যায়, তাহলে সম্মানের'। তন্ময় প্রতিদিন কাঁয়ে বিভিন্ন খাবারের ব্যাগ নিয়ে শহরে বেরিয়ে পড়ে। কোনও বাড়িতে বিরিয়ানি, কোনও বাড়িতে চিকেন মোগলাই তো কোনও বাড়িতে বাহারি আইসক্রিম। নিজে চাইলেই সেসব খাবার না কিনতে পারা তন্ময়, ঠিক সময়ে মানুষের বাড়িতে খাবার পৌছে দিয়েই কিছু টাকা 'কমিশন' হিসাবে পায়। এই করে করে প্রতিমাসে, নিজের পড়াশোনা এবং বই কেনা সহ যাবতীয় খাবার জোগাড় করতে হয় তন্ময়ের। শহরে বা রাজ্যের নানা জায়গাতেই খাবার বিলি করা যুবক-তরুণদের দেখলে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ভাবনা তৈরি হয়, তন্ময় সেই ভাবনার গায়ে জল ঢেলে নিজের স্বপ্ন পুরণ করে চলেছে। তন্ময়ের বন্ধুরা কয়েকজন এই পেশায় রয়েছে, যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ পর্যন্ত করেছে। তন্ময়ের বক্তব্য — 'আমরা কয়েকজন বন্ধরাই ডেলিভারি বয় হিসাবে কাজ করি। এটাতে কোনও লজ্জা নেই। যারা ভাবেন এই কাজ লজ্জার, উনারা কেউই আমার অ্যাডমিশন ফি বা প্রয়োজনীয় বই-পত্র কিনে দেবেন না। নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হয়'। ভবিষ্যতে স্নাতকোত্তর পাশ করার পর বহির্রাজ্যে গিয়ে বায়োস্ট্যাটিসস্টিক্স নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় তন্ময়। এমবিবি কলেজ থেকে স্ট্যাটিসস্টিক্স-এ প্রায় ৭০ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্নাতক বিভাগে সফলতার পরিচয় রাখে তন্ময়। বাবার দিন-রাতের পরিশ্রম এবং মায়ের কঠোর ত্যাগকে যেভাবে নিজের জীবনে রূপদান করেছে তন্ময় তা সত্যি অর্থেই রাজ্যের হাজারো ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এক সখকর বিষয়। সাধারণত মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশ জনের তালিকায় থাকলেই, এমন তন্ময়দের কথা সংবাদমাধ্যমের দৌলতে জানা যায়। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে, বহু তন্ময়রা প্রদীপের তলায় অন্ধকার হয়ে নিজেদের চারপাশকে আলোকিত করে রাখে। তন্ময় এক রূপক চরিত্রের নাম মাত্র। রাজ্যে যেসব যুবক-তরুণরা প্রতিদিন এখন বিভিন্ন পথ ঘুরে খাদ্য রসিকদের বাড়িতে খাবার পৌছে দেয়, তাদের মধ্যে অনেকেই তন্ময়দের মতো পড়াশোনা এবং স্বপ্ন বুনতে পারায় সফল। এভাবে জীবনের বোধ বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে তন্ময়দের স্বপ্ন। আগামী দিনে এই খবরটি হয়তো-বা পাঠকদের মন থেকে মুছে যাবে। কিন্তু তন্ময়'রা থেকে যাবে নিজেদের শক্তি আর বিশ্বাসের কাছে, অপরাজেয়। প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হয় তন্ময়কে। নিজের সঙ্গে নিজের লড়াইটা খুব একটা সহজ নয়। তবুও তার বিশ্বাস, জয় হবেই হবে

চোখ গেলো শুল্রজ্যোতির

• প্রথম পাতার পর 'আমার ছেলের একটা চোখ শেষ হয়ে গেলো। আমি মা হয়ে এই যন্ত্রণা কাকে বুঝাবো? আমার জীবনটাই তো শেষ।' খবর এটাই, পুলিশ মাঠে বাজি পোড়ানো দেখতে আসার অভিজ্ঞতা নিতে এসে একটি চোখ হারাতে বসা শুল্রজ্যোতির খোঁজখবর করেনি রাজ্য পুলিশের তরফে কেউই। গাড়ি চালক বাবার পক্ষে শুল্রজ্যোতির চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা রীতিমতো অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, যেখানে শব্দবাজি পোড়ানো নিষিদ্ধ, সেখানে রাজ্য পুলিশের তরফেই প্রতি বছর বাজি পোড়ানোর আয়োজন হয়ে থাকে। এবারও তাই হয়েছে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, বাজি পোড়ানোর বন্দোবস্ত থাকলেও, শহরের পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে কোনওবারই অ্যাম্বুলেসের যথাযথ ব্যবস্থা থাকে না। শুধু তাই নয়, এ যাবতীয় বিপদ-ঘটনা ঘটে গেলে পুলিশের তরফে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্যও কাউকে তখন খুঁজে পাওয়া যায় না। শুল্রজ্যোতির চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করুক রাজ্য পুলিশ। এই দাবি এখন সংশ্লিষ্টিই প্রত্যেকটি মহলেই। উক্ত মাঠে উপস্থিত থাকা কয়েকজন দর্শকদের মতে, বিষয়টিতে শুল্রজ্যোতির কোনও দোষ নেই এবং আয়োজক যেহেতু সরকারের অন্যতম প্রধান একটি দফতর, তাই অনায়াসে এই ঘটনার পূর্ণ দায়িত্ব নিতে পারে রাজ্য পুলিশ। শুল্রজ্যোতিকে সঠিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা এবং সর্বোচ্চভাবে দেবব্রতবাবুর পরিবারের পাশে দাঁড়ানো এখন রাজ্য পুলিশের অন্যতম প্রধান মানবিক দায়িত্ব হওয়া উচিত। আগামী এক দু'দিনের মধ্যে যদি শুল্রজ্যোতিকে সঠিক চিকিৎসার জন্য পূর্ণ সহযোগিতা না করা হয়, তাহলে অবস্থা যে আরও অবনতির দিকে যেতে পারে এনিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দেখার, রাজ্য পুলিশ বিষয়টি নিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করে কিনা?

ক্রমাগত ভুমকি

• প্রথম পাতার পর ভূমিকাও যদি শুধুই চেয়ে থাকা হয়, তাহলে ভোট না করে একতরফাভাবে শাসক দলের প্রার্থীদের জয় ঘোষণা করে দিলেই হয়। এতে নির্বাচনের খরচ বাঁচবে। রাজনৈতিক হানাহানি বন্ধ হয়ে যাবে। প্রার্থীদেরকেও আর লড়াই লড়াই খেলা খেলতে হবে না। বিরোধীরা প্রার্থী দিতে না পারার কারণে বিশালগড়, মোহনপুর, জিরানিয়া, রানিরবাজার, ঊদয়পুর সহ আরও বেশ কয়েকটি স্থানে বিনা প্রতিবন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে গিয়েছে শাসক দল। আরও বেশ কিছু পুরসভা এবং নগর পঞ্চায়েতে ভোট হওয়ার কথা। কিন্তু বেছে বেছে বাম প্রার্থীদের মোবাইল নম্বরে আসছে হুমকি ফোন। বলা হচ্ছে, বাঁচতে হলে শীঘ্রই প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিতে হবে। অন্যথায় চূড়ান্ত পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এমনকী অপহরণেরও হুমকি দিয়েছে দুষ্কৃতিকারীরা। সবচেয়ে বেশি হুমকি আসছে ধর্মনগর থেকে। খবর অনুযায়ী, ধর্মনগর পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থী নেহেরুননেছা বেগম এক নং ওয়ার্ডের তপশিলি জাতি প্রার্থী সঞ্চিতা দাস তালুকদারদের পরিবারে টানা হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তারা যেন প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেন। শনিবার পুর পরিষদের প্রাক্তন কাউন্সিলার বর্তমানে ২৩ নং ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থী বিমল কৃষ্ণ দাসকে ফোন করে তার প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য ছমকি দেয় দুষ্কৃতিকারীরা। এমনকী তার ২১ বছর বয়সি ছেলেকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ারও ছমকি দেওয়া হয়। গোটা বিষয়টি জানিয়ে ধর্মনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বিমল কৃষ্ণ দাস। এক্ষেত্রে তিনি অপরাধীদের অনেকের নামধামও পুলিশকে জানিয়েছেন। তার বক্তব্য, যদি নির্বাচনে প্রতিবন্দ্বিতাই না করা যায় তাহলে নির্বাচন ঘোষণা করা হলো কেন। সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিয়ে বৈঠক করে শাক্তিগুঙ্খলা রক্ষার আরেদন জানানো হলো কেন? প্রথমে প্রার্থী না হওয়ার জন্য হুমকি, পরে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য হুমকি, একের পর এক হুমকিতে অতিষ্ঠ মানুষ এখন আর ভোটেই দাঁডাতে চাইছেন না। এতে তাদের জীবনসম্পত্তি নষ্ট হতে পারে। গোটা বিষয়টিতে পুলিশ মহানির্দেশাকের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন বিমলকৃষ্ণবাবু।

স্বর্ণিম বিজয় মশাল

প্রথম পাতার পর কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাতৃতান্ত্রিক ভারতে মহিলাদের অবস্থান সম্মানজনক। পুরুষদের মতো মহিলাদেরও সমস্ত ক্ষেত্রে সমানাধিকার, নিরাপদ, যথোপযুক্ত পরিবেশ ও স্থনির্ভর ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা প্রদানে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। মহিলাদের স্বাধীনতা প্রদানে সেনা পরিবারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভারতের গৌরবময় বিজয় স্মরণ স্বরূপ এই স্বর্ণিম বিজয় মশাল যাত্রার সূচনা হয়েছে। ২০২০ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে নয়াদিল্লি থেকে স্বর্ণিম বিজয় মশাল রাজ্যে এসে পৌছেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নানা সময়ে ভারতীয় সেনারা নিজেদের দক্ষতা, রাষ্ট্রপ্রেম এবং সাহসিকতার নজির রেখেছেন। এসবের মধ্যে কার্গিল যুদ্ধ বা সার্জিকাল স্টাইক হচ্ছে অন্যতম দৃষ্টান্ত। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন স্বর্ণিম বিজয় মশাল স্বাগত সমারোহ অনুষ্ঠান নবপ্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম জাগরণে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। তিনি বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি হলো বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের সমারোহ। এই সংস্কৃতি সবাইকে একস্কৃত্রে বেঁধে রেখেছে। অনুষ্ঠান শেষে রবীন্দ্র ভবন চত্বরে আয়োজিত সমরাস্ত্র প্রন্দর্শনি পরিন্দর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্তরেটাধুরী সহ অন্যান্য তেথিগাণ। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ৫৭ মাউন্টেন আর্টিলারি ব্রিগেডের কমান্তর ব্রিগেডিয়ার নীলেশ চৌধুরী।

কমিশনকে কড়া প্রশ্ন

• প্রথম পাতার পর প্রার্থী ভোলা দাস'র বাড়িতে চড়াও হয়। ভোলা দাস এবং তার পরিবারের লোকজন পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে বাঁচেন। দুস্কৃতিকারীরা তার বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় এবং দামী জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। শনিবারে ভোলা দাসের স্ত্রী মণিকা দাসকে মা মোহিনী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ডেকে নেওয়া হয়। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান যে যারা রাতে তার বাড়িতে আক্রমণ করেছিল, তারাই বসে আছে। তিনি ভয় পেয়ে যান। মণিকা দাস একজন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। তার কাছ থেকে কাগজে লিখিয়ে নেওয়া হয় যে তিনি এই কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন। ২৯ অক্টোবরেও একবার তার বাড়িতে আক্রমণ হয়েছিল বলে সিপিআই(এম) অভিযোগ করেছে। নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিয়ে সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন যে শুধু বিলোনিয়া নয়, খোয়াই, আগরতলা, ধর্মনগর ইত্যাদি নানা জায়গায় আক্রমণ, ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। "২১ অক্টোবরের সর্ব দলীয় বৈঠকে আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অবাধ, নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে সম্ভাব্য সব ব্যবস্থাই নেওয়া হবে। এটাই কি আপনার অবাধ, নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের নমুনা ? শুধুমাত্র বিরোধী দলের প্রার্থী হওয়ার 'দোষে' কি ভোলা দাসের এই সম্পত্তিহানি কিংবা মানসিক অশান্তি প্রাপ্য ?" প্রশ্ন রেখেছেন তিনি। একই ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী দোলন দাসের বাবা শ্যামল দাসকে তার বাডি থেকে তুলে নিয়ে আটকে রাখা হয়। ছেলে যেন মনোনয়ন তুলে নেয়, সেটা বাবাকে নিশ্চিত করতে হবে। যদি তা না হয়, তবে তার দুই ছেলে এবং তার প্রাণনাশের হুমকি-সহ তার স্ত্রীকেও দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শ্যামল দাস বলেছেন, বিজেপি'র লোকেরাই তাকে আটকে রেখেছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে প্রশান্ত সেন থানায় সঞ্জু নম:, বাদল নম:, মানিক দাস, বিশ্বজিৎ মিত্র, এই চারজনের নামে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন। ধর্মনগরে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআই(এম) প্রার্থী বিমল কৃষ্ণ দাস অভিযোগ করেছেন, তার ফোনে হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে যদি তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তবে তার ২১ বছরের ছেলেকে অপহরণ করা হবে এবং তাকে মেরে ফেলা হবে। তিনি আরও বলেছেন যে ২৮ অক্টোবরেও কিছু লোক তার বাড়িতে এসে তাকে হুমকি দিয়ে গেছে। বিমল দাস দশ বছর যাবৎ এই ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। ৮২৪৫১২৪৬ নম্বর থেকে তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন পুলিশের কাছে। খোয়াইয়ে সিপিআই(এম) বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস অভিযোগ করেছেন, স্ক্রটিনিতে প্রার্থী অথবা তার প্রস্তাবক উপস্থিত থাকার কথা, অথচ সেখানে বিজেপি'র নেতারা, এমনকী যাদের বাড়ি খোয়াই পুর এলাকায় নয়, তারাও স্ক্রটিনিতে উপস্থিত ছিলেন। তাদের প্রার্থীদের বাড়িতে আক্রমণ চলছে, প্রস্তাবকদের ভয় দেখানো চলছে। সাঁত নম্বর কেন্দ্রের প্রার্থী পূর্ণিমা দাসকে জোর করে তুলে নিয়ে শুক্রবারে তাকে দিয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিয়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, নজিরবিহীন সন্ত্রাস চলছে খোয়াইয়ে। অকল্পনীয় ব্যাপার চলছে।

ভাইফোঁটায় অংশ নিলেন মুখ্য

প্রেস রিলিজ

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে ভাইফোঁটা রূপে বোনেদের আশীর্বাদ ও স্নেহ, মানুষের জন্য কাজ করার লক্ষ্যে আরও বেশি করে শক্তি সঞ্চারিত করে। নারী শক্তির উন্মেষ, স্বশক্তিকরণ ও নারীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এই ভাবনায় সরকার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাসে শনিবার আয়োজিত ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রাস্ত থেকে বোনেরা মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করে ভাইফোঁটা দেন। মুখ্যমন্ত্রী এই পুণ্যক্ষণে সমস্ত বোনেদের মঙ্গল কামনা করে শুভেচ্ছা জানান। মুখ্যমন্ত্রী সবার হাতে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের ছবি ও উপহার স্বরূপ মিষ্টি তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেবও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।



প্রতিবাদে মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছডা, ৬ নভেম্বর।। আকাশভোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও ধারাবাহিক পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে শনিবার সিপিআইএম তৈচাকমা লোকাল কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়। এদিন বিক্ষোভ মিছিলটি তৈচাকমা বাজার এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শেষে মধ্যবাজারে এক সভায় মিলিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম গভাছড়া সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ,পার্টি মহকুমা নেতৃত্ব চারু কুমার চাকমা প্রমুখ। বক্তারা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। এদিনের বিক্ষোভ মিছিলে প্রচুর সংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল

ফসল নম্ভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, **৬ নভেম্বর।।** রাতের আঁধারে কৃষকের ফসল নম্ভ করল দুস্কৃতিকারীরা। অমানবিক এই ঘটনা ঘটলো চডিলাম আরডি ব্লকের অন্তর্গত উত্তর চডিলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিমল চৌমুহনির ফকিরামডা এলাকায়।জানা যায়, ওঁ এলাকার কৃষক ফজলু মিয়ার কৃষি জমিতে শুক্রবার রাতে দুস্কৃতিকারীরা তাণ্ডব চালিয়ে উনার মূলা ক্ষেত ধ্বংস করে দেয়। কিছুদিন আগেও দুস্কৃতিকারীরা উনার কচুক্ষেত ধ্বংস করে দিয়েছিল। অসহায় এই কৃষক বুঝতে পারছেন না কি কারণে একের পর এক উনার ফসল ক্ষেত নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। বিগত ৩৫ বছর ধরে চাষবাস করে সংসার প্রতিপালন করছেন তিনি বলে জানান। সেই সঙ্গে গতকাল রাতে দুস্কৃতিকারীরা উনার ট্রাক্টরটির উপরও হামলা চালায়। ক্তিগ্ৰস্ত এই কৃষক প্রশাসনের কাছে দুষ্কৃতিকারীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবি রাখেন।

রাজ্যেও ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সমীক্ষা

স্কুলে ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সমীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিচালিত এই সমীক্ষা সর্বশেষ সম্পন্ন হয়েছিলো ২০১৭ সালে। শনিবার সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর অফিস কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, রাজ্যে মোট ৩৮.৭৬০ জন ছাত্রছাত্রী এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। যে শ্রেণিগুলির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সমীক্ষা করা হবে সেগুলি হলো তৃতীয় শ্রেণি, পঞ্চম শ্রেণি, অস্টম শ্রেণি ও নবম শ্রেণি। এই সমীক্ষার দায়িত্বে রয়েছে এসসিইআরটি। তিনি জানান, সমীক্ষার জন্য যে সমস্ত বিদ্যালয়গুলিকে বাছাই করা হয়েছে সেগুলি নির্বাচন করেছে সিবিএসই। শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যে এই সমীক্ষা। সফল করে তোলার জন্য এসসিইআরটি'র উদ্যোগে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের আটটি জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ১৯৭৯ জনকে ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর নিযুক্ত করা হয়েছে। এসসিইআরটির অধিকর্তা রাজ্যের স্টেট আটটি জেলায় তদারকির দায়িত্বে থাকবেন। এছাড়াও সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানান।

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। আগামী ১২ সমীক্ষার দিন প্রতিটি জেলায় একজন করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নভেম্বর, ২০২১ সারা দেশের সাথে রাজ্যেও ৮৯৮টি অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে। তারা সার্বিক ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখবেন। তিনি জানান, ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর হিসেবে যাদের নিযুক্ত করা হয়েছে তারা সকলেই রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি ডিআইইটি, সিটিই, আইএএসইতে পড়ুয়া বিএড ও ডিএলএড পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী। সমীক্ষা শুরু হবে সকাল সাড়ে দশটায়। শিক্ষামন্ত্রী জানান, এই সমীক্ষাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই এসসিইআরটির উদ্যোগে দুটি মক টেস্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। যাতে ছাত্রছাত্রীরা ওএমআর শিটের ব্যবহারে দক্ষ হয়। শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যের বর্তমান সরকার ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার পরিমাপের মান যাচাই করার জন্য একটি বেইসলাইন সার্ভে করেছিলো ও নতুন দিশা নামে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। যাতে সমীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণির উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যায়। তিনি জানান, কোভিড অতিমারিজনিত কারণে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকটা ক্ষতির সম্মখীন হতে হয়েছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে শিখন ফলাফল কোন পর্যায়ে রয়েছে তা অনধাবন করার জন্য এই জাতীয় সমীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিক নোডাল অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন। দু'জন সম্মেলনের মাধ্যমে এই সমীক্ষাকে সফল করার জন্য অ্যাডিশন্যাল ডাইরেক্টর এবং দ'জন জয়েন্ট ডাইরেক্টর রাজ্যের অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের

হাসপাতালে বিদ্যুৎ বিপর্যস্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ৬ নভেম্বর।। হাসপাতালে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় বিপাকে রোগী-সহ পরিজনেরা। ঘটনা খোয়াই জেলা হাসপাতালে। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিকদের খামখেয়ালীপনার খেসারত দিতে হচ্ছে রোগীসহ আত্মীয়-পরিজনদের। জানা যায়, বিগত দু'দিন যাবত খোয়াই জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগ তথা আউটডোরে সাধারণ মানুষ বহু দূর দূরান্ত থেকে এসে পরিষেবা না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছে।



পাশাপাশি এক্সরে পরিষেবা বিদ্যুৎ না থাকার দরুন মুখথুবড়ে পড়েছে। বিদ্যুৎ না থাকার ফলে জলের

ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে দ্র-দ্রাস্ত থেকে আসা রোগীদেরকে। এ বিষয় নিয়ে পরিষেবা বন্ধ রয়েছে ফলে খোয়াই 🛮 এরপর দুইয়ের পাতায়

মণ্ডল সভাপতির সিপিএম প্রেম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর ।। ভাগ্নে

মণ্ডল সভাপতি। মামা আবার

গেরুয়া দলের প্রার্থী পদ জোগাড়

করে নিলেন। খয়েরপর মণ্ডলে

মামা-ভাগ্নের এই মিলেই এখন

হতাশায় ভুগছেন পুর নিগমের

৯নং ওয়ার্ডের গেরুয়া শিবির। যে কারণে বাড়তি সুবিধা নিচ্ছে এখন তৃণমূল কংগ্রেস। খয়েরপুর ৯নং ওয়ার্ডে তৃণমূলের সঙ্গে এখন লড়াই নাকি বিজেপি, সিপিএম অ্যালায়েন্স। জানা গেছে, খয়েরপুর ৯নং ওয়ার্ডে সিপিএম প্রার্থী হয়েছেন নারায়ণ মজুমদার। তারই ভাগ্নে অমিত নন্দী এই ওয়ার্ডে মণ্ডল সভাপতি। অমিত মামার বাড়িতে থেকেই বড় হয়েছেন। রাজনৈতিক পরিচয় বেশিদিন হয়নি তাদের আলাদা হয়েছে। মামা নারায়ণের দেখানো পথেই চলতেন অমিত। গোটা এলাকাবাসী মামা-ভাগ্নের যৌথ কাজের কথা জানেন। কথায় কথায় ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দারা বলে থাকেন মামা-ভাগ্নে এক সঙ্গে থাকলে বিপদ হয় না। সব জায়গায়ই সিপিএম প্রার্থীরা নাকি আতঙ্কে রয়েছে। অথচ ভাগ্নের আশ্বাসে মামা নারায়ণ অনায়াসেই প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। বিজেপি দলের কর্মীরা নাকি ভাগ্নের কথামতোই নারায়ণের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় না। অভিযোগ, খয়েরপুরে ৯নং ওয়ার্ডে গত ২৫ বছর ধরে দাপট চালিয়ে গেছেন নারায়ণ। তার ক্যাডার বাহিনীর দাপটে অনেকেই ভয়ে থাকতেন। কিন্তু একই বাড়িতে থেকে ভাগ্নে যখন মণ্ডল সভাপতি এই বাড়ির একজন সিপিএম প্রার্থী হওয়া ঘিরেই চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। বিজেপি কর্মীদের মধ্যেও হতাশা তৈরি হয়েছে এই ঘটনার পর। এই সুযোগটা এখন কাজে লাগাচ্ছেন ৯নং ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী বাপ্টু চক্রবতী। তিনি শাসকদলের ভেতরের ঝগড়ার কথা তুলে ধরছেন ভোটারদের কাছে। বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে ইতিমধ্যে যোগাযোগ বাপ্ট্ করে নিয়েছেন। একটা সময় বিজেপির এই কর্মীরাই নাকি কংগ্রেসে ছিলেন। তখন তারা বাপ্টুর ঘনিষ্ট ছিলেন। এই সূত্র ধরেই বাপ্টু এখন পুরোনো সহকর্মীদের পাশে চাইছেন। ৯নং ওয়ার্ডে বিজেপির প্রার্থী তালিকার দাবিদার ছিলেন প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি প্রণজিৎ বণিক। এছাড়া আরও কয়েকজনের নাম উঠে এসেছিল। কিন্তু স্থানীয় বিধায়কের পরামর্শে উত্তম কুমার ঘোষকে টিকিট দেওয়া হয়। এরপর থেকেই সমস্যা নতুন করে দানা বেঁধেছে। অন্যদিকে, মামা-ভাগ্নের যুগলবন্দিতে বহু বিজেপি কর্মী ঘরে বসে গেছেন। অনেক বিজেপি কর্মী নাকি বুঝতে পারছেন না তারা সিপিএম'র সঙ্গে যৌথভাবে প্রচারে নামবেন কিনা। কারণ মণ্ডল সভাপতি নিজেই তার মামার সমর্থনে দাঁড়াচ্ছেন।

১০২ অ্যাকডিন্টের বিরুদ্ধে মামলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ঝাডাই-বাছাই করে ১০২ তিনি সেসব জায়গায় যেতে **আগরতলা, ৬ নভেম্বর।।** ট্যুইটার, ফেসবুক এবং ইউটিউব'র ১০২ অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে মামলা নিল ত্রিপুরা পুলিশ। পুলিশের বক্তব্য, সেসব অ্যাকাউন্ট থেকে সম্প্রতি ত্রিপুরায় হওয়া ঘটনা ধরে মিথ্যে, আপত্তিকর বক্তব্য ছড়ানো হয়েছে। যে বক্তব্য দুই ধর্মীয় গোষ্ঠীতে শত্রুতা তৈরি করতে পারে, ইত্যাদি। ইউএপিএ'র ধারায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমগুলি যারা চালান, তাদের কাছে পুলিশ চিঠি লিখে অ্যাকাউন্ট বন্ধও করে দিতে বলেছে। জানতে চেয়েছে, সেসব অ্যাকাউন্টের বিবরণ। মোটামটি ১৫০ অ্যাকাউন্ট

আকাউন্টের বিরুদ্ধে মামলা নেওয়া হয়েছে। দুই আইনজীবীর বিরুদ্ধে আগেই একই রকম মামলা নেওয়া হয়েছে। ১০২ জনের তালিকায় শিক্ষক, সাংবাদিক, সমাজকর্মী প্রমুখ রয়েছেন। শাসক বিজেপি ও বিরোধী দলগুলি এই ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান বীরজিৎ সিনহা বলেছেন, সাম্প্রদায়িক প্রচার হলে পুলিশ অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে পারে, তবে এখানে আইনের অপব্যবহার হচেছ। তৃণমূলের সাংসদ সস্মিতা দেব বলেছেন. এটাকেই বিজেপি গুজরাট মডেল বলে। তিনি অভিযোগ করেছেন যে

পারেননি। আগরতলা থেকে বের হলেই তারা আমাকে মারবে। সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী বলেছেন, পলিশের কাজ অসাংবিধানিক, অনৈতিক। সংবিধানে দেওয়া অধিকারের পরিপন্থী। শান্তি রক্ষায় বিজেপি সরকারের ব্যর্থতা ঢাকতেই পুলিশের এইসব কাজ। পুলিশ যা করছে, তা হিতে বিপরীত হবে, আরও উ ত্তেজনা বাড়াবে।এক সাংবাদিক মামলার তালিকায় যার নামও আছে, তিনি ট্যুইট করেছেন, তিনি মোদির জেলকে ভয় পান না।

ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৬ এবং দেরিতে হলেও আরক্ষা **নভেম্বর** ।। রাজ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী-সহ চলতি পর ও নগর সংস্থা সমূহের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে শাসক বিজেপি দল দ্বারা সংগঠিত চরম অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী বলেছে— বিগত দূর্গাপুজোর সময় প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে সংগঠিত কিছু অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা রাজ্যে শাসক বিজেপি দলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে কিছু সংগঠন দারা রাজ্যের ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে চরম উস্কানিমূলক কার্যকলাপ সংগঠিত করার ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই ঘটনাবলীতে সাময়িকের জন্য হলেও সংখ্যালঘ জনগণের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ দেখা গেছে। এই ঘটনায় শত প্ররোচনা সত্ত্বেও দল, মত ও ধর্ম বিশ্বাস নির্বিশেষে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সতর্ক থাকায়

প্রশাসন সক্রিয় হওয়ার কারণে বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ব্যতিরেকে ঘটনা বেশি দর গড়াতে পারেনি। রাজ্য প্রশাসন প্রথম থেকেই সতর্ক হলে পানিসাগর, বিশালগড, উদয়পুর, কুমারঘাট, কৈলাসহর এবং সদরে যে দঃখজনক ঘটনাগুলি ঘটেছে তা এডানো যেত। এই ঘটনা চলাকালীন সময়ে এবং পরে সংহতি বিরোধী এই ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করার জন্য বহিঃরাজ্য থেকে বেশ কিছু সংগঠন এবং ব্যক্তি রাজ্য সফর করেছেন। তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পাশাপাশি স্থানীয় জনসাধারণ এবং আরক্ষা প্রশাসনের সাথে কথা বলেছে। রাজধানীতে এসে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন এবং কেউ কেউ রাজ্য সরকারের কাছেও বক্তব্য তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু দেখা গেছে, রাজ্য সরকার তাদের বক্তব্য না শুনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রণীত দানবীয় দেশদ্রোহী আইনে মামলা রুজু করেছে।বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য

অনুযায়ী এখন পর্যন্ত ১০২ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছেন বিশিষ্ট আইনজীবী, সমাজকর্মী, সাংবাদিক এবং অন্যান্য সংগঠনের সদস্যরা। সিপিআইএম রাজ্য সরকারের এই ভমিকাকে চরম অসহিষ্ণতামূলক, ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ এবং সংবিধান বিরোধী বলে আখ্যা দিয়েছে। কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনের ভূমিকা যদি সংহতি বিরোধী হয়ে থাকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে প্রচলিত আইনেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যেত। কিন্তু সরকার সেটা না করে এক তরফা পদক্ষেপ গ্রহণ করলো। সিপিআইএম দাবি জানাচ্ছে, এলাকাগুলিতে প্রশাসনের উদ্যোগে নাগরিকদের নিয়ে শান্তি কমিটি গঠনও শান্তিসভা সংগঠিত করার জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপুরণ প্রদানের জন্য। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী এক বিবতিতে এই সংবাদ জানান।

ভোট প্রচার তুঙ্গে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ নভেম্বর।। আসন্ন পর সংস্থার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার অভিযান তুঙ্গে। এরই মধ্যে নির্বাচনি উৎসবের মেজাজকে নম্ভ করার ঘটনা ঘটল। বিলোনিয়া পুর পরিষদের অন্তর্গত ৩ এবং ৪ নং ওয়ার্ডে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের প্রচার সজ্জা শুক্রবার রাতে কে বা কাহারা নম্ট করে দিয়েছে বলে অভিযোগ। শনিবার সকালে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় জনগণ। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়। আসন্ন পুর পরিষদ নির্বাচনের আগে কেনই-বা অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করা হচ্ছে এটা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মহলে। বিজেপি সমর্থকরা অভিযোগ করছেন সিপিআইএম সমর্থিত কর্মীরাই এই কাজের সাথে যুক্ত। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার। তিনি বলেন, বিরোধীরা হতাশাগ্রস্ত হয়েই রাতের অন্ধকারে এধরনের কার্যকলাপ সংঘঠিত করছে। এই ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানান তিনি। সন্ত্রাস সৃষ্টি না করার বার্তা দিয়ে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে সকলকে শামিল হওয়ার আহ্বান রাখেন তিনি।

থানার কামাই ভালা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ৬ নভেম্বর।। শ্যামা মায়ের পুজোকে কেন্দ্র করে কুপথে মোটা অঙ্কের টাকা কামাই করলো মধুপুর থানা। আরক্ষা কর্মীদের এই অধঃপতনে ছি ছি রব এলাকাবাসীর। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনদিন যাবত গোটা এলাকায় তোলপাড় চলছে। জানা যায়, কমলাসাগর বিধানসভার একমাত্র থানা মধুপুর এলাকায় রয়েছে। এবছর গোটা সিপাহিজলা জেলার মধ্যে সর্ববৃহৎ কালী পুজোর আয়োজন করে সকলের নজর কেড়েছে এই থানা। গত ১৫ দিন যাবত গোটা কমলাসাগর বিধানসভা অধীন মধুপুর থানার মধ্যে যত ধরনের দুনম্বরী কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা রয়েছে তাদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করে এবছর কালী পুজোয় মত্ত হয়েছে মধুপুর থানা বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। এদিকে মধুপুর থানার অন্তর্গত এগারোটি পঞ্চায়েত প্রধান এবং উপপ্রধানকে তার পাশাপাশি রাজ্য কমিটির এক নেতা এবং মন্ডল নেতাকে দেয়া হয়েছিল প্রত্যেক পঞ্চায়েত থেকে পারিবারিক টাকা আদায় করার জন্য। মধুপুর থানার টাকার প্রয়োজনের 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে শনিবারও চোখের ছানি-সহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রোপচার সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে।শনিবার ৬ নভেম্বর ২০২১ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে ৫৯ জনের চোখের ছানি, টেরিজিয়াম, নেত্রনালী ও সিস্টের অস্ত্রোপচার করেছেন চক্ষু বিভাগের প্রধান, চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. ফণী সরকারের নেতৃত্বে মেডিক্যাল টিম। উল্লেখ্য, জিবিপি হাসপাতালে ধারাবাহিকভাবে চোখের রোগীদের বিভিন্ন অস্ত্রোপচার চলছে, যার সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের চোখের সমস্যায় ভুগতে থাকা রোগীরা। স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

ডেঙ্গতে কাবু প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ৬ নভেম্বর।। ডেঙ্গু

আক্রান্ত হয়ে রোগীর ভিড় বাড়ছে

হাসপাতালে। কিন্তু এসবের খোঁজ

নেওয়ার প্রয়োজন মনে করছেন না সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তরা। সেই কারণেই তো এখনও পর্যন্ত কুমারঘাট পুর পরিষদ এলাকায় ডিডিটি স্পে করা হয়নি বলে অভিযোগ। অথচ এক মাস আগেই জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিস থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পুর পরিষদ কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কি কারণে এখনো পুর এলাকায় স্প্রে করা হয়নি তা বলতে পারছেন না কেউই। নিন্দুকেরা বলছেন দায়িত্বপ্রাপ্তরা নাগরিকদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা না করে ভোট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তাদের তো অনেক আগেই এ বিষয়ে ভাবার কথা ছিল। গত ২ অক্টোবর প্রথম কুমারঘাট হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছিলেন। এরপর ধীরে ধীরে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কুমারঘাট মহকুমার তিনটি পঞ্চায়েত এলাকায় প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। যথাক্রমে সুকান্তনগর, রতিয়াবাড়ি ও দারচৈ। কুমারঘাট মহকুমায় ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৬৯ জন। সম্প্রতি কুমারঘাট পুরপরিষদ এলাকাতেও ডেঙ্গু আক্রান্তের হদিশ মিলেছে। পঞ্চায়েত এলাকার নাগরিকদের অভিযোগ গত দুই বছর ধরে ডিডিটি স্প্রে করা হয়নি। মাত্র চার/পাঁচ দিন আগে ওই সব এলাকায় ডিডিটি স্পে করা হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিমত, গত দুই বছরে চারবার ডিডিটি স্পে করা হলে ডেঙ্গুর জীবাণু বহনকারী এডিস মশার বংশবিস্তার রোখা যেতো। এখন পুর এলাকায় কেন স্প্রে করা হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নাগরিকরা। কুমারঘাট হাসপাতালের এমওআই সি হরেন্দ্র রিয়াং জানান, গত মাসেই কৈলাসহর সিএমও অফিস থেকে কুমারঘাট পুরপরিষদকে মশক নিধনের লার্ভাকিলার লিকুইড সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু পুর পরিষদ এখনো পর্যন্ত কোনো কাজের কাজ করেনি। তাই নাগরিকদের আশঙ্কা, আগামীদিনে পঞ্চায়েত এলাকার মত পরিস্থিতি শহরেও দেখা যেতে পারে।

বীরচন্দ্রনগরের একলব্য স্কুলে বিরুদ্ধে অর্থ হাপিসের অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্ব।। বীরচন্দ্রনগর একলব্য মডেল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ব্রিফিং মিটিং-র টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠছে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুবীর সেন-র বিরুদ্ধে। এর আগেও তার বিরুদ্ধে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটা অংশের অর্থ হাপিস করার অভিযোগ উঠেছিলো। এবার পুরো অর্থই হাপিস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা। কারণ, সেপ্টেম্বর মাসের টাকা এখনও তারা পাননি। পাশাপাশি কুমারঘাট একলব্য মডেল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সমস্ত টাকা পেয়ে গিয়েছেন। উল্লেখ্য, গত ১৯ সেপ্টেম্বর বীরচন্দ্রনগর একলব্য মডেল স্কুলে টিএসআর নিয়োগের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই পরীক্ষায় যুক্ত করা হয় ২৮ শিক্ষক-শিক্ষিকাকে৷ কিন্তু যুক্ত করার আগে ১৫ সেপ্টেম্বর এই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে



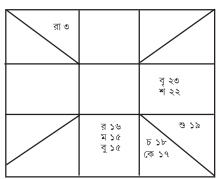
বিদ্যালয়েই একটি ব্রিফিং মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। ওই মিটিংয়ে উপস্থিত সমস্ত ইনভিজিলেটরদের ফি বাবদ ৮০০ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু ব্রিফিং মিটিং অনুষ্ঠিত হওয়ার দেড় মাস চলে গেলেও বীরচন্দ্রনগর একলব্য মডেল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সেই টাকা পাননি। অভিযোগ, এর পেছনে কলকাঠি নাড়ছেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুবীর সেন। ব্রিফিং মিটিংয়ে উপস্থিত ২৮ জনের ফি ৮০০ টাকা করে ধরলে দাঁড়ায় ২২ হাজার ৪০০ টাকা। এক্ষেত্রে ফি হাপিসের

missibility & One for ever Two for ever 50% invigila incl for media REMUNERA Authority Althe payr Sri Matil Sri Bidha Sri Gouta Sri Gouta Sri Gouta	B. Remuneration of invigilators: In Remuneration of invigilators: In 10 candidates in every room: In 20 candidates in every room:	entre one day be in 50%) will be er R unt of the payee dire VYA MODEL MARGHAT, I	fore the examination for the examination for the examination for some set of the examination for the exami	CHOOL, REAL PLANTS OF THE PROPERTY OF THE PRO
missibility & Commission of the Commission of Commis	B. Remuneration of invigilators: In Remuneration of invigilators: In 10 candidates in every room: In 20 candidates in every room:	entre one day bein 50%) will be er R R R R R R R R R R R R R R R R R R	SIGN tions the examination is the examination in t	ATURE OF THE CENTRASHIER OF THE CONTROL OF THE CENTRASHIER OF THE CONTROL OF THE
missibility & Commission of the Commission of Commis	B. Remuneration of invigilators: In Remuneration of invigilators: In 10 candidates in every room: In 20 candidates in every room:	entre one day bein 50%) will be er R R R R R R R R R R R R R R R R R R	tore the examination is stated to Rs.800.00. 8.000- (for Single set of the Control of the Contr	ATURE OF THE CENTRA-SHEETER Proced State of the Central Centra
One for ever Two for ever 50% invigile led for meeli REMUNERA clustee of Co te: All the payor Sri Matili Sri Bidha Sri Rathir Sri Georg Sri Pawi I	In 10 candidates in every room ye 20 candidates in every room ye 20 candidates in every room alons be called for attending the c- ing on previous day (not more that ATION FOR INVIGILATORS ments be made electronically in the acco- EKLAN KUI Briefing Mec Name of the Staff	entre one day be in 50%) will be er R. S.	tore the examination is stated to Rs.800.00. 8.000- (for Single set of the Control of the Contr	Proceedings of the Control of the Co
One for ever Two for ever 50% invigile led for meeli REMUNERA clustee of Co te: All the payor Sri Matili Sri Bidha Sri Rathir Sri Georg Sri Pawi I	In 10 candidates in every room ye 20 candidates in every room ye 20 candidates in every room alons be called for attending the c- ing on previous day (not more that ATION FOR INVIGILATORS ments be made electronically in the acco- EKLAN KUI Briefing Mec Name of the Staff	entre one day be in 50%) will be er R. S.	tore the examination is stated to Rs.800.00. 8.000- (for Single set of the Control of the Contr	Proceedings of the Control of the Co
One for ever Two for ever 50% invigile led for meeli REMUNEAC Luster of Co te: All the payor Sri Matili Sri Bidha Sri Rathir Sri Georg Sri Pawi I	In 10 candidates in every room ye 20 candidates in every room ye 20 candidates in every room alons be called for attending the c- ing on previous day (not more that ATION FOR INVIGILATORS ments be made electronically in the acco- EKLAN KUI Briefing Mec Name of the Staff	entre one day be in 50%) will be er R. S.	utiled for Rs 800.00. s. 800/c (for Single ses ctty. CE OF THE RESIDENTIAL SC UNAKOTI, TRIPE (2021 of TST(IR)	runwight, thatald, from a runwight, thatald, from a runwight or briefing meeting For those or briefing meeting For those examination in a day) CHOOL, JRA. Examination
One for ever Two for ever 50% invigile led for meeli REMUNEAC Luster of Co te: All the payor Sri Matili Sri Bidha Sri Rathir Sri Georg Sri Pawi I	In 10 candidates in every room ye 20 candidates in every room ye 20 candidates in every room alons be called for attending the c- ing on previous day (not more that ATION FOR INVIGILATORS ments be made electronically in the acco- EKLAN KUI Briefing Mec Name of the Staff	entre one day be in 50%) will be er R. S.	utiled for Rs 800.00. s. 800/c (for Single ses ctty. CE OF THE RESIDENTIAL SC UNAKOTI, TRIPE (2021 of TST(IR)	CRES 45 No. 7000001 Gain No or briefing meeting For those sisten examination in a day) CHOOL, JRA. Examination
Two for ever 50% inveigle led for meeli REMUNERA, Clusive of Co te: All the payn Sri Mattil Sri Bidha Sri Rottal Sri Rottal Sri Goorg Sri Pawi I	in 20 candidates in every room alous be called for attending the citizen to the control of the c	unt of the payce dire OFFI VYA MODEL MARGHAT, 1 eting on 18/09.	utiled for Rs 800.00. s. 800/c (for Single ses ctty. CE OF THE RESIDENTIAL SC UNAKOTI, TRIPE (2021 of TST(IR)	CHOOL, URA. Examination
50% Invigilation Soft Mattil Sri Mattil Sri Mattil Sri Gotta Sri Rathir Sri Goorg Sri Pavil Sri David	alors be called for attending the congress of	unt of the payce dire OFFI VYA MODEL MARGHAT, 1 eting on 18/09.	utiled for Rs 800.00. s. 800/c (for Single ses ctty. CE OF THE RESIDENTIAL SC UNAKOTI, TRIPE (2021 of TST(IR)	CHOOL, URA. Examination
ed for meetic REMUNERA Clusive of Cote : Sri Matili Sri Bidha Sri Gouta Sri Rathir Sri Grorg Sri Pavil I Sri Pavid	ing on previous day (not move that IVON FOR INVISIOLATORS mentals be made electronically in the acco EKLAN KUI Bricfing Mee Name of the Staff	unt of the payce dire OFFI VYA MODEL MARGHAT, 1 eting on 18/09.	utiled for Rs 800.00. s. 800/c (for Single ses ctty. CE OF THE RESIDENTIAL SC UNAKOTI, TRIPE (2021 of TST(IR)	CHOOL, URA. Examination
Sri Matili Sri Bidha Sri Gouta Sri Rathir Sri Goorg Sri Pavil I Sri David	ments be made electronically in the acco EKLAN KUI Briefing Mee Name of the Staff	OFFII VYA MODEL MARGHAT, 1 eting on 18/09:	CE OF THE RESIDENTIAL SC UNAKOTI, TRIPU	CHOOL, URA. Examination
Sri Matil Sri Bidha Sri Gouta Sri Gouta Sri Grawl Sri Pawl	EKLAV KUI Briefing Med Name of the Staff	OFFI VYA MODEL MARGHAT, I	CE OF THE RESIDENTIAL SO UNAKOTI, TRIPU (2021 of TSTR(IR)	URA. Examination
Sri Matil Sri Bidha Sri Gouta Sri Rathir Sri Georg Sri Pawl 1 Sri David	EKLAV KUI Briefing Med Name of the Staff	OFFI VYA MODEL MARGHAT, I	CE OF THE RESIDENTIAL SO UNAKOTI, TRIPU (2021 of TSTR(IR)	URA. Examination
Sri Matil Sri Bidha Sri Gouta Sri Rathir Sri Georg Sri Pawl 1 Sri David	EKLAV KUI Briefing Med Name of the Staff	OFFI VYA MODEL MARGHAT, I	CE OF THE RESIDENTIAL SO UNAKOTI, TRIPO (2021 of TSTR(IR)	URA. Examination
Sri Matil Sri Bidha Sri Gouta Sri Rathir Sri Georg Sri Pawl 1 Sri David	Briefing Mee	VYA MODEL MARGHAT, I eting on 18/09.	RESIDENTIAL SO UNAKOTI, TRIPO (2021 of TSTE(IR)	URA. Examination
Sri Matil Sri Bidha Sri Gouta Sri Rathir Sri Georg Sri Pawl 1 Sri David	Briefing Mee	VYA MODEL MARGHAT, I eting on 18/09.	RESIDENTIAL SO UNAKOTI, TRIPO (2021 of TSTE(IR)	URA. Examination
Sri Matil Sri Bidha Sri Gouta Sri Rathir Sri Georg Sri Pawl 1 Sri David	Briefing Mee	MARGHAT, I	UNAKOTI, TRIPE	URA. Examination
Sri Matil Sri Bidha Sri Gouta Sri Rathir Sri Georg Sri Pawl 1 Sri David	Briefing Med	Performing	2021 of TST(IR)	Examination
Sri Matil Sri Bidha Sri Gouta Sri Rathir Sri Georg Sri Pawl 1 Sri David	Name of the Staff	Performing		
Sri Matil Sri Bidha Sri Gouta Sri Rathir Sri Georg Sri Pawl 1 Sri David	Name of the Staff	Performing		
Sri Matil Sri Bidha Sri Gouta Sri Rathir Sri Georg Sri Pawl 1 Sri David			Amount in (₹	Signature
Sri Bidha Sri Gouta Sri Rathir Sri Georg Sri Pawl 1 Sri David				Oignature
Sri Gouta Sri Rathir Sri Georg Sri Pawl I Sri David		Invigilator	₹ 800/-	Malicas Pal
Sri Rathir Sri Georg Sri Pawl I Sri David		Invigilator	₹ 800/	Bishow Dus
Sri Georg Sri Pawl I Sri David	am Debnath, PGT	Invigilator	₹ 800/	Exordan Delan
Sri Pawl 1 Sri David	ndra Ch. Nath, Craft Teacher ge Darlong, PGT	Invigilator	₹ 800/	Returning Che North
Sri David		Invigilator	₹ 800/	George Outy.
		Invigilator	₹ 800/	Paul Lalditsanga po
		Reliever	₹ 800/	Sould Kahrunganta Kan
Sout Inc Ci	howdhury, Music Teacher	Invigilator	₹ 800/	Tonaki Deman
Miss Grac	e Darlong, PGT	Invigilator	₹ 800/	3 Tachoudinery
	pani Pal, GT	Invigilator	₹ 800/	Cirace Barlons
	ily L. Darlong, PGT	Invigilator	₹ 800/	Birapani Par
		Invigilator	₹ 800/	Prairy my mini Do
	la Deb Roy, PGT	Invigitator	₹ 800/	Kentala Deb Roy
	ine Nuii Darlong	Invigilator	₹ 800/	Angline mis Doolong.
Sri Pintu M	Aalakar, LDC	Clerk	₹ 800/	Pinte MACKEN
	Sub-Total		₹ 12,000/-	TIME MAINE
		100		
-	antilized that the	- above ?	mentioned.	teachers were allendo
C	Pro- Fire III	necting o	n 1019121 8	regarding discussion payment to be ma
		31 6	-toma	Carting of the ba ma
	on the briding ?		we amoun	Le Andre 48 BE WA

তারা। বীরচন্দ্রনগর একলব্য মডেল স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুবীর সেন-র বিরুদ্ধে এর আগেও টিএসআর নিয়োগের পরীক্ষার ইনভিজিলেটরদের ফি হাপিসের অভিযোগ উঠেছে। তখন ইনভিজিলেটরদের ফি ছিলো ৮৫০ টাকা। কিন্তু মাত্র ৭০০ টাকা দিয়ে সমস্ত কাজ সম্পাদন করছেন তারা। জানা গেছে, ইনভিজিলেটরদের ব্রিফিং মিটিংয়ের ২২ হাজার ৪০০ টাকার কোনও খোঁজ নেই। অথচ কুমারঘাট একলব্য মডেল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা, যারা ইনভিজিলেটর হিসেবে ব্রিফিং মিটিংয়ে ছিলেন তারা প্রত্যেকেই ৮০০ টাকা করে পেয়েছেন। কিন্তু বীরচন্দ্রনগর একলব্য মডেল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছেন। এবার উপজাতি কল্যাণ দফতর কোন্ জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় এবং সুবীর সেন-র বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়, তা

নিয়েই জল্পনা শুরু হয়েছে।

৭ই নভেম্বর হতে ১৩ই নভেম্বর



বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ও ড: নির্মল চন্দ্র লাহিড়ীর অ্যাফিমেরিস অনুসারে আলোচ্য সপ্তাহে সৌরমন্ডলে গ্রহ সমাবেশ এরূপ বৃষে সর্বগ্রাসী রাহু কৃত্তিকা নক্ষত্রে। তুলায় দেব সেনাপতি মঙ্গল ও বালকগ্রহ বধ স্বাতী নক্ষত্রে এবং গ্রহরাজ রবি বিশাখা নক্ষত্রে। বৃশ্চিকে রহস্যময় কেতু অনুরাধা নক্ষত্রে এবং চন্দ্র জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে শুক্লা তৃতীয়ায় অবস্থানরত। ধনুতে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য মূলা নক্ষত্রে। মকরে ক্লীব শনি শ্রবণা নক্ষত্রে এবং দেবগুরু বৃহস্পতি ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে অবস্থান নিয়ে শুরু হয়েছে ৭ই নভেম্বর ইতে ১৩ই নভেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহটি। অধ্যক্ষ ডঃ সুনীল শাস্ত্রী (আগরতলা), মোবাইল ৯৪৩৬৪৫৪৯৯৫/

ษาษา 888 มออ Email ID - sunildasbaran 4995 @gmail.com.

মেষ রাশি ঃ রবিবার — শুভ অপেক্ষা অশুভ ফলের মাত্রা অধিক ভারি হয়ে থাকবে। দিনটিতে লটারী, ফাটকা, জুয়া, ব্রোকারী ও কন্টাকটরীতে অর্থ বিনিযোগ না করাই ভাল হবে। সোম ও উৎকট উৎকট ঝামেলা ও মঙ্গলবার— ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার অপ্রীতিকর ঘটনা লেগেই থাকতে কাছে এসে ধরা দেবে। যে কাজেই পারে। সহকর্মীদের সাথে সৎভাব হাত দেবেন কমবেশি সফলতা বোধ হবে। যারা রাজনীতির সাথে জড়িত তাদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ কল্পিত সুযোগ অপেক্ষা করবে। তাদের হবে। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ। বুধ ও বৃহস্পতিবার— বেকার যুবক-যুবতিরা কর্মপ্রাপ্তির সন্ধান পাবেন। কর্মস্থলে শাস্তি বিরাজ করবে। কর্মে শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহার হবে। মামলা মোকদ্দমার রায় পক্ষে আসতে শুরু করবে। শিক্ষার্থীদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করবে। শুক্র ও রাজনৈতিক কাজের সাথে যুক্ত শনিবার— আটকে থাকা সকল বাধা দূরীভূত হবে। হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়ার সুযোগ আসবে। যোগ্যদের বিবাহের কথাবার্তা প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম বিবাহের মাধ্যমে স্বীকৃত হবে। ভাগ্যের মান জোড়া লাগবে। সপিবারে ৬৫ শতাংশ।

বৃষ রাশি ঃ রবিবার— গৃহে কলহকারী পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। জীবনসাথীর শরীর স্বাস্থ্য বিশেষ খারাপ হয়ে উঠতে পারে। সোম ও মঙ্গলবার— শুভাশুভ মিশ্র ফল প্রদান করবে। ভ্রমণকালীণ সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্চনীয়। প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে। মন তথাপি ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও পরোপকারের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। আক স্ট থাক বে। বৃধ ও প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ বৃহস্পতিবার— ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার ও সুদূর প্রসারী হবে। বুধ ও সাথে থাকবে। দীর্ঘদিনের কোন বৃহস্পতিবার— শিক্ষার্থীদের জন্যে প্ল্যান বাস্তবায়নের সুযোগ আসবে। সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করবে। কর্ম গৃহবাড়ি, ভূসম্পত্তি বা যানবাহন ও ব্যবসায় শুভ ফলের আশা করতে ক্রয়ের সুযোগ আসবে। প্রেম, পারেন। আপনি আপনার সততা, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ। শুক্র নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যের পূর্ণ ফল পাবেন। জাগবে। কর্মক্ষেত্রে শুভাবস্তা অনুভূত হবে। মামলা মোকদ্দমার রায় পক্ষে আসতে শুরু করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করবে। ভাগ্যের মান ৭০

ভাল না থাকায় কোনো কাজেই মন ফাটকা, জুয়া, দালালী বা বসবে না। চর্ম, এলার্জি বা যৌন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। তাদের জন্যে দিনটি শুভ। শরীর সোম ও মঙ্গলবার --- বিবাহ স্বাস্থ্যের প্রতি তীক্ষ্ম নজর রাখতে যোগ্যদের বিবাহের দিনক্ষণ হবে। সোম ও মঙ্গলবার গৃহে স্থিরিকৃত হবে। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম বিবাহের মাধ্যমে স্থিরিকৃত হবে। গৃহে অতিথি সমাগম হতে আত্মীয়পরিজনদের সাথে প্রীতির পারে। ভাঙ্গা প্রেম ও বন্ধত্ব জোডা বন্ধন রচিত হতে পারে। যারা গান লাগানো সম্ভব হবে। বুধ ও বাজনা, আকাঁ লেখার সাথে জড়িত বৃহস্পতিবার— শুভাশুভ মিশ্রফল তাদের জন্য শুভ। কর্মে সুনাম যশ প্রদান করবে। লটারী, ফাটকা, জুয়া, ব্রোকারী, দালালী বা কন্টাকটরীতে দাম্পত্য জীবনে অশাস্তি কোন শুভ ফল পাবেন। শুক্র ও বয়স্ক লোকের সাহার্যে মিটে যাবে। শনিবার— ভাগ্যলক্ষ্মীর কুপা বর্ষিত ভাঙ্গা প্রেম বা ভাঙ্গা বন্ধুত্ব জোড়া হবে। যে কাজেই হাত দেবেন লাগানো সম্ভব হবে। সপরিবারে কমবেশী সফলতা বোধ হবে। কাছেপিঠে ভ্রমণ হতে পারে। শুক্র বাণিজ্যিক সফর লাভদায়ক হবে। ও শনিবার— পিতামাতার শরীর গুহে নতুন আসবাবপত্র, বস্ত্রালঙ্কার স্বাস্থ্য ভালোর দিকে যাবে। বা ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয় হতে শিক্ষার্থীদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ পারে। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ। আসবে। বেকারদের জন্য শুভ খবর কর্কট রাশি ঃ রবিবার --- আসতে পারে। নতুন ব্যবসায় শুভ শিক্ষার্থীদের মন ফেইসবুক, ফল পাবেন। ভাগ্যের মান ৭০ ইউটিউব, প্রেম প্রসঙ্গ বা অনুচিত কাজের প্রতি মনোযোগ থাকায় . বৃশ্চিক রাশিঃ রবিবার— মনোবল লেখাপড়ায় ঘাটতি দেখা দিতে অর্থবলের সাথে সুনাম-যশ বাড়বে। পারে। সোম ও মঙ্গলবার---আপনার সুনাম, যশ, প্রতিপত্তি সোম ও মঙ্গলবার --- অর্থ বাড়বে। যারা আকাঁ লেখা, গান উপার্জনের সুবর্ণ সুযোগ আসতে বাজনা বা নাচের সাথে জড়িত পারে। নতুন প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হতে আছেন তাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ পারে। রাজনীতিবিদদের জন্যে আশা করতে পারেন। অসুস্থ যারা নতুন সুযোগ আসবে। চিকিৎসায় সাড়া পাবেন। বুধ ও প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম বিবাহের বৃহস্পতিবার— বিবাহ যোগ্যদের মাধ্যমে স্বীকৃতি পাবে। বুধ ও বিবাহের দিনক্ষণ স্থিরিকৃত হবে। বৃহস্পতিবার— কর্মে সুনাম-যশ বা শ্বশুরালয় হতে ভরপুর সাহার্য মনমতো স্থানে বদলি হতে পারেন।

বিনিযোগ না করাই ভাল হবে। মামলা মোকদ্দমা শ্রম ও অর্থ দুটোই ব্যয় হবে কোন প্রকার অগ্রগতি হবে

না। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ। সিংহ রাশি ঃ রবিবার— কলহ বিবাদ বজায় রাখতে হবে। সোম ও মঙ্গলবার— শিক্ষার্থীদের জন্যে সুবর্ণ উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলবে। পিতামাতার কাছ থেকে ভরপুর সাহার্য সহযোগিতা পাবেন। কর্মক্ষেত্রে বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হবে। দীর্ঘদিন থেকে যারা অসুস্থ আছেন তাদের আরোগ্য লাভের রাস্তা পাবেন। ব্যবসায় শুভ ফলের আশা করতে পারেন। যারা আছেন তাদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ আসবে। শুক্র ও শনিবার— বিবাহ এগিয়ে যাবে। ভাঙ্গা প্রেম ও বন্ধুত্ব কাছেপিঠে ভ্রমণ হতে পারে। গৃহে অতিথি সমাগম হতে পারে। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ।

কন্যা রাশি ঃ ররিবার— গুহে অতিথি সমাগম হতে পারে।ভাই-বোনদের সাথে প্রীতির বন্ধন রচিত হবে। ব্যবসায় শুভ ফল পাবেন। সোম ও মঙ্গলবার— গুহে কলহ বিবাদ মিটে প্রেমিক - প্রেমিকা, আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবগণ শনিবার --- বেকার শুক্র ও শনিবার — যারা দীর্ঘদিন ইলেকট্রনিক সামগ্রী, জলের কল ও আসবাবপত্র মেরামতিতে নাজেহাল অবস্থা হতে পারে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

> কভাকটরীর কাজে জড়িত আছেন **কুম্ভ রাশি ঃ** রবিবার— আকস্মিক কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হতে পারে। ভাই - বোন, বাড়বে। বুধ ও বৃহস্পতিবার—

গুহে অতিথি সমাগম হতে পারে. ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয় হতে সহযোগিতা প্রাপ্ত হবেন। বিদেশ শনিবার— খরচ, দুশ্চিন্তা, সুখ-দুঃখ পারে। সপরিবারে কাছেপিঠে ভ্রমণ গমন ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শুভ ফল ও দুর্দশা সমানতালে সংগঠিত হতে হতে পারে। শুক্র ও শনিবার— প্রদান করবে। শুক্র ও শনিবার— যেমন আয় তেমন ব্যয় সম্পদের যাবে। সহকর্মী ও অংশীদারদের মেরামতে নাজেহাল অবস্থা হতে খাতে থাকবে শূন্য। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। পারে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

দূর থেকে কোনো শুভ সংবাদ শ্রবণ হতে পারে। গুহে অতিথির আগমন

ধনু রাশি ঃ ররিবার — খরচ, দশ্চিন্তা, সখ দঃখ দর্দশা সমানতালে সংগঠিত হতে পারে। পরিবারের কোন বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়তে পারে। সোম ও মঙ্গলবার— প্রেমে ফাটল, বন্ধত্বে বিচ্ছেদ, আত্মীয়স্বজনদের সাথে মনোমালিন্য, অংশীদারদের সাথে মতবিরোধ সব কিছুই মীমাংসার দিকে যাবে। সপরিবারে কাছেপিঠে ভ্ৰমণ হতে পারে। বুধ ও বৃহস্পতিবার চতুর্দিক থেকেই আয়ের মুখ দেখবেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা সফলতার সিঁড়ি পার হওয়ার লক্ষণ দেখছি। শত্রুরা আপনার সুখের সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দিতে সচেষ্ট থাকবে। শুক্র ও শনিবার— গৃহে কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হতে পারে।ভাই-বোনদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যে সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করবে। কর্ম ও ব্যবসায় শুভ ফল পাবেন। কর্ম ও ব্যবসায় বাড়তি দায়িত্ব ও পালন করতে হতে পারে। ভাগ্যের মান

মকর রাশি ঃ ররিবার— আপনি ক্রমান্নয়ে উন্নতি করেই চলবেন। লটারী, ফাটকা, জুয়া, ব্রোকারী, দালালী ও কন্টাকটরীতে আপনার স্বপ্নপূরণ হবে। সোম ও মঙ্গলবার— খরচ, দুশ্চিন্তা, সুখ, দুঃখ, দুর্দশা সমানতালে সংগঠিত হতে পারে। সহকর্মী বা অংশীদারদের সাথে কারণে অকারণে ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে। বুধ ও বৃহস্পতিবার আপনার সমস্ত বাধাই কেটে যাওয়ার সুযোগ আসবে। যে কাজেই হাত দেবেন কমবেশি সফলতা বোধ হবে। শিক্ষার্থীদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ রোগ মুক্তির পথ প্রশস্ত হরে।ব্যবসায় আসবে। মন কিন্তু ধর্ম আধ্যাত্মিকতা - শুভ ফল পেতে পারে। বাড়িতে ও পরোপকারে নিবেশ থাকবে। শুক্র ও শনিবার— অর্থ উপার্জনের রুদ্ধ পথ খুলে যাবে। দীর্ঘ দিনের আটকে থাকা কাজে সফলতা বোধ হবে। নতুন গৃহবাড়ি ও যানবাহন ক্রয়ের মিথুন রাশিঃ ররিবার—শরীর স্বাস্থ্য তুলা রাশিঃ রবিবার— যারা লটারী, সুযোগ আসতে পারে। ভাগ্যের মান

কর্মপ্রাপ্তি বা কর্মের উদ্দেশ্যে দূর ভ্রমণ হতে পারে। মামলা মোকদ্দমার রায় পক্ষে আসতে শুরু করবে। শিক্ষার্থীদের জন্যে শুভ ফলের আশা করতে পারেন। সোম ও মঙ্গলবার— আপনার উন্নতি চোখে পডার মত থাকতে পারে। প্রেম, বিবাহ, বন্ধত্ব, রোমাঞ্চ, বিনোদন সব কিছুতেই শুভ ফল পাবেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জন্যে শুভ ফলের আশা করতে পারেন। বুধ ও বৃহস্পতিবার— বাড়িতে কোন বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। দূর যাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করুন। ধর্ম প্রচার ও প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারলে শুভ ফল পাবেন।শুক্র ও শনিবার— মনোরম, অর্থবল ও সুনাম-যশ বাড়বে। বাণিজ্যিক ভ্রমণ লাভদায়ক হবে। সন্তানদের সাফল্য গৌরবান্বিত হবেন। নতুন গৃহবাড়ি বা যানবাহন ক্রয়ে সুযোগ আসবে ভাগ্যের মান ৭৫ শতাংশ।

মীন রাশি ঃ রবিবার— ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। লটারী, ফাটকা, জুয়া, ব্রোকারী ও দালালীতে আকস্মিক অর্থ উপার্জন হতে পারে। সোম ও মঙ্গলবার— বেকার যুবক-যুবতিগণ কর্মপ্রাপ্তির সন্ধান পাবেন। কর্ম, অর্থ, সুনাম-যশ প্রতিষ্ঠা অনেকগুণ বাড়বে। নতুন প্রেম ও বন্ধুত্ব শুভ ও সুদূরপ্রসারী হবে। বুধ ও বৃহস্পতিবার— আটকে থাকা কাজে সফলতা পাবেন। পাওনা টাকা আদায় হবে। বিদেশ গমন ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শুভ ফল সহযোগিতা পাবেন। গুহে নতুন গুহে কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হতে দেবে। নিঃসম্ভান দম্পতিরা শুভ আসবাবপত্র, বস্ত্রালঙ্কার বা পারে। ভাই-বোনদের থেকে পূর্ণ সংবাদ প্রাপ্ত হবেন। শুক্র ও পারে। বাড়িতে আসবাবপত্র, জলের শুভাশুভ মিশ্রফল প্রদান করবে। দাম্পত্য ও পারিবারিক কলহ মিটে কল বা ইলেকট্রনিক সামগ্রী

সাপ্তাহিক রাশিফল বাম প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার

প্রার্থীর বাড়িতে হামলা, নিন্দা বামফ্রন্টের

ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী সোমা ঘোষ দেব তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। শনিবারই রিটার্নিং অফিসার তথা সদর মহকুমাশাসকের কাছে তিনি তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন। সদর মহকুমাশাসক জানিয়েছেন, সোমা ঘোষ দেবের আবেদন তিনি গ্রহণ করেছেন। এদিনই তা গৃহীত হয়েছে। আগরতলা পুর নিগমের নির্বাচনে বাম প্রার্থীর এই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের বিষয়টি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে প্রার্থী সোমা ঘোষ দেব বলেছেন, তিনি অসুস্থ। তাই নির্বাচনে লড়তে পারবেন না। নিজের অসস্থতার কারণেই তিনি তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এদিকে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী, ফরোয়ার্ড ব্লক রাজ্য নেতৃত্ব সরাসরি বলেছেন, বাম প্রার্থীদের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিতে শাসক দলের নেতারা সরাসরি ময়দানে নেমেছে। সোমা ঘোষ দেবের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের বিষয়টিও সেই ধরনের চাপের ফল বলে মনে করছে বামফ্রন্ট নেতৃত্ব। এদিকে, আগরতলা পুর নিগমের ৪৯নং আসনের সিপিআই'র প্রার্থী ধনমণি সিংহের বাড়িতে আক্রমণ করেছে দুর্বৃত্ত বাহিনী। আগরতলা ছাড়াও

রাজ্যের আরও কয়েকটি জায়গায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৬ নভেম্বর ।।

আগরতলা পুরনিগমের ২০নং

ওয়ার্ডের বামফ্রন্ট মনোনীত সারা



ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী সোমা ঘোষ দেব মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন।

বাম প্রার্থীদের বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। আগরতলা পুর নিগমের বাম প্রার্থী বাড়ির বাউন্ডারি ভাঙার ঘটনাও ঘটেছে এদিন। তাছাড়া প্রার্থীদের প্রচারে বাধা দানের অভিযোগও করা হয়েছে বামফ্রন্টের তরফে। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধরী সামগ্রিক ঘটনাবলী নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি লিখেছেন। তিনি তার চিঠিতে বর্তমান পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধরী অবশ্য বলেছেন, বিভিন্ন জায়গায় বাম প্রার্থীদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই ঘটনার উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী সেই চাপের কারণেই কাউকে না জানিয়ে তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার জন্য রিটার্নিং অফিসারের কাছে আবেদন করেছেন। জিতেন চৌধুরী তার বক্তব্যে আরও বলেছেন, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে চরম ব্যর্থতা, রাজ্য

পুলিশ ও প্রশাসনের ধারাবাহিক নির্লিপ্ততা এবং শাসক বিজেপি দলের দ্বারা সংগঠিত বল্গাহীন সম্ভাসের কারণে ৭টি নগর সংস্থায় সিপিআইএম-সহ অন্যান্য বিরোধী দল সমহও মনোনয়ন জমা দিতে পারেনি। সেখানে ইতিমধ্যে নির্বাচকমভলীর সাংবিধানিক অধিকার কেডে নেয়া হয়েছে। অন্য ১৩টি নগর সংস্থায় ৫ নভেম্বর মনোনয়ন পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখন সে সকল নগরগুলিতেও শাসক দল আশ্রিত সমাজ বিরোধীর দ্বারা লাগামহীন সন্ত্রাস সংগঠিত করা হচ্ছে। বাড়িঘরে আগুন লাগানো, ভাঙচুর করা, সম্পত্তি ধবংস করা থেকে শুরু করে টেলিফোনে প্রাণহানি ঘটানোর জন্য হুমকি ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। এদিকে সিপিআই প্রার্থী ধনমণি সিংহের বাড়িতেও দুর্বৃত্ত বাহিনী হামলা চালিয়েছে। শনিবার তার বাড়িতে দুৰ্বৃত্ত বাহিনী হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতি করেছে বলে জানানো



সিপিআই প্রার্থী ধনমণি সিংহের বাড়িতে রাতে দুর্বত্তদের হানা।

নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছে সস্থ এবং ভয়মক্ত পরিবেশে নির্বাচন সম্পাদন করার স্বার্থে প্রার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা কর্রুন। সমস্ত রাজনৈতিক দল যাতে অবাধে নির্বাচনি প্রচার সংগঠিত করতে পারে তার উদ্যোগ নিন। সন্ত্রাসী কাজের রাজ্য কমিটি এই ধরনের গর্হিত সাথে যক্ত সমাজবিরোধীদের কাজের তীব্র ভাষায় নিন্দা বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এই দাবি বামফ্র ন্টের। নির্বাচনি বাতাবরণ তৈরি হোক এদিকে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক এই আশা ব্যক্ত করেছে ফরোয়ার্ড জিতেন চৌধুরী বিলোনিয়া, বুক। তার পাশাপাশি রাজ্যের ধর্মনগর-সহ বিভিন্ন জায়গায় সমস্ত বিরোধী দলের প্রার্থীদের যেসব ঘটনা ঘটেছে সেসব নিরাপত্তা বিষয়টি সুনিশ্চিত বিষয় গুলো রাজ্য নির্বাচন করতে নির্বাচন কমিশনের কাছে কমিশনারকে অবগত করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এদিকে সারা ভারত ৪৯নং ওয়ার্ডের সিপিআই প্রার্থী ফরোয়ার্ড ব্লুকের রাজ্য কমিটির তরফে জানানো হয়েছে আগরতলা পুর নিগমের ২০নং আসনের বামফ্রন্ট মনোনীত

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের বিষয়টি সম্পর্কে তারা অবগত। ফরোয়ার্ড ব্লক রাজ্য কমিটি মনে করছে, কোনও এক অদৃশ্য শক্তির চাপে এবং অঙ্গলিহেলনে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের বিষয়টি সম্পাদন হয়েছে। ফরোয়ার্ড রক জানাচেছ। রাজ্যে একটি সুষ্ঠ আবেদন জানাচ্ছে সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক। এদিকে, বামফ্রন্ট মনোনীত আগরতলা পুর নিগমের ধনমণি সিংহের বাড়িতে দুর্বত্তরা হামলা চালিয়েছে। এই বিষয়টি দলের তরফে তুলে ধরে পুলিশের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে।

আগরতলা, ৬ নভেম্বর ।। ইতিমধ্যে লখিমপুর কৃষক শহিদদের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবার পর তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাদের 'অস্থি কলস' দেশের সমস্ত জেলাতে গুরুত্বপূর্ণ নদীর মোহনায় ভাসিয়ে দেবার সংযুক্ত কিষান মোর্চার কর্মসূচি চলছে। ত্রিপুরাতেও এই কর্মসূচি এই, 'অস্থি কলস' পৌঁছেছে। রাজ্যের আট জেলার সংযুক্ত কিষান মোর্চা ত্রিপুরার নেতৃত্বের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এরপর তারা তাদের নিজস্ব কর্মসূচির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ নদীতে বিসর্জন করবেন। এদিকে এই কর্মসূচি উত্তরাখণ্ড, উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাডু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানার বিভিন্ন জেলায় চলছে। ত্রিপুরা-সহ অন্যান্য রাজ্যেও এদিন থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এদিনের কর্মসূচির শুরুতে সাংবাদিক সম্মেলনে সংযুক্ত কিষান মোর্চার অন্যান্যদের মধ্যে ডা. যুধিষ্ঠির দাস, গোপাল দাস, সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ। সংযুক্ত কিষান মোর্চার আহ্বায়ক পবিত্র কর বলেন, সংযুক্ত কিষান মোর্চার নেতৃত্বে গত প্রায় এক বছর ধরে তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে আন্দোলন চলছে। এই বিভিন্ন ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে বলে জানান পবিত্র কর। কুৎসা, মিথ্যে রটনা, আন্দোলন হিরো হবার নিদান দিয়েছিলেন।

ও বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া পরিশেষে কষকদের শারীরিক আক্রমণ ও খুন উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এসব আন্দোলনকে বানচাল করতে ব্যর্থ হবার পর সরকার আরও বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে সভ্যতার আশংকা এই ধরনের ঘটনা আরও পালন করা হবে।ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় চালাবে। সমস্ত নৃশংসতাকে শনিবার এই অস্থির বিভাজিত অংশ উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরির নৃশংস কৃষক হত্যার ঘটনা। যে ঘটনাকে সংযুক্ত কিষান মোর্চা, কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব পরিকল্পিত চক্রান্তের অঙ্গ বলে মনে করে। কারণ ওই ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনি সরাসরি জড়িত। তার উস্কানি মূলক বক্তব্য ও তার ছেলে আশিস মিশ্র টেনি ও তার স্যাঙ্গাত বাহিনী গাড়ি চালিয়ে চারজন সংযুক্ত কিষান মোর্চার কিষান নেতাকে খুন করে। কর্তব্যরত একজন সাংবাদিকও শহিদ হন। এই নৃশংসতা ছাপিয়ে গেছে সমস্ত সভ্যতাকে। যা সভ্যতার ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের উপস্থিত ছিলেন মতিলাল সরকার, স্পৃষ্টি করেছে। এর আগের ক্রোনোলজি মিলিয়ে নিলে দেখা যাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে মিলিতভাবে হরিয়ানা সরকার ও উত্তরপ্রদেশ সরকার সংযুক্ত কিষান মোর্চার আন্দোলনকে নানাভাবে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। যেমন গত ২৮ আগস্ট হরিয়ানার আন্দোলনকে বানচাল করতে - কারনালে, যেখানে ২৬ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর নিজে কৃষকদের লাঠি মারার জন্য মানুষকে এই চেষ্টার মধ্যে অপপ্রচার, কুৎসিত 💍 উস্কেছেন। এরপর জেলে গিয়ে



সাংবাদিক সম্মেলনে পবিত্র কর সহ অন্যান্যরা।

আজ রাতের ওষুধের দোকান শংকর মেডিকেল স্টোর ৯৭৭৪১৪৫১৯২

— ছবি নিজস্ব।

নির্দেশে পুলিশ কারনালের কৃষকদের পূর্বঘোষিত আন্দোলনে লাঠি চালায়। সেখানে কৃষক নেতা সুশীল কাজলকে মহকুমাশাসকের নির্দেশ অনুযায়ী মাথায় লাঠি মেরে ফেলে দেয় পুলিশ। তীব্ৰ কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটিয়েছে। আন্দোলনের চাপের মুখে মুখ্যমন্ত্রী ওই মহকুমাশাসকের পাশে দাঁডিয়ে ছিলেন। পরে বদলি হলেও তার সেপ্টেম্বর আসামের দরং জেলার ধোলপুরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার উৎসাহে সেখানকার পুলিশ সুপারের (তার ছোট ভাই) নির্দেশে দুজন কৃষক সাদ্ধাম হোসেন ও শেখ ফরিদকে পুলিশ নৃশংসভাবে খুন করে। এরও কোনও মামলা হয়নি এরপর ঘটে লখিমপুরের ঘটনা যেখানে শহিদ হন কৃষক আন্দোলনকারী গুরবিন্দার সিং(১৯), লভপ্রিত সিং (২০), দলজিৎ সিং (৩৫), নাছাত্তার সিং (৬০) কর্তব্যরত সাংবাদিক রমন কাশ্যপ। এই শহিদদের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবার আগেই সংযুক্ত কিষান মোর্চা সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে। তীব্র আন্দোলনের ফলে সরকারকে বাধ্য করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ছেলেকে গ্রেফতার করতে। এখন সংযুক্ত কিষান মোর্চার দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির অপসারণ ও গ্রেফতার সরকার তাকে বাঁচাতে সচেষ্ট বলে পবিত্র কর দাবি করেন। যেটা সংযুক্ত কিষান মোর্চা মেনে নেবে না আগরতলা-সহ গোটা রাজ্যেই আগামীদিন আন্দোলন সংগঠিত হবে বলে জানান পবিত্র কর।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শুরু হবে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত

আগরতলা, ৬ নভেম্বর ।। আগামী ৯ নভেম্বর ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে প্ৰশিক্ষণ কর্মসচি। কংগ্রেস কো-অর্ডিনেটর এবং মোটিভেটরদের একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মসচি অনষ্ঠিত হবে। ৯ নভেম্বর সকাল ১০টায় এই কর্মসূচি

থাকবেন এআইসিসি'র অন্যতম নেতা তথা ত্রিপুরা ইনচার্জ ড. অজয় কমার। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিন্হা এই বিষয়গুলো জানিয়ে বলেছেন, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য, জেলা সভাপতি, ব্লক সভাপতি, বিভিন্ন সাংগঠনিক পদাধিকারীরা এই কর্মসূচিতে অংশ নেবে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর ।। রাজ্যে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে চলছে মতুয়া মহাসমাবেশ। রবিবার বিকাল ৩টায় মুক্তধারায় অনুষ্ঠিত হবে মহাসমাবেশ ও সংবর্ধনা সভা। ৮ নভেম্বর অনুরূপ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে কমলপুর নন্দকিশোর স্কুল ময়দানে। মতুয়া ভক্তবৃন্দের তরফে জানানো হয়েছে এই মহাসমাবেশ ও সংবর্ধনাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন অল ইভিয়া মতুয়া মহাসংঘের মহাসংঘাধিপতি সুব্রত ঠাকুর, সংঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুর, সাধারণ সম্পাদক মহীতোষ বৈদ্য, ছাত্র যুব মতুয়া মহাসংঘের সভাপতি তন্ময় বিশ্বাস-সহ অন্যান্যরা। রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় আগরতলা বিমানবন্দরে মতুয়া মহাসংঘের তরফে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হবে। আগরতলা মুক্তধারা ও কমলপুর ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি আয়োজনে উপস্থিত থাকবেন মতুয়া মহাসংঘের মহাসংঘাধিপতি-সহ অন্যান্যরা। রাজ্যে প্রথমবারের মতো এই আয়োজন ঘিরে ব্যাপক প্রচার চলছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলায় বাড়ি ফিরছিলেন এই **আগরতলা**, ৬ **নভেম্বর** ।। বেহাল অবস্থা অসম- আগরতলা জাতীয় সডক। জিরানিয়া মহকমা এলাকায় রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ। প্রতিনিয়তই এই রাস্তায় যান থেকে পাঠানো হয় জিবিপি দুর্ঘটনা হচ্ছে। শনিবারও সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ যান দুর্ঘটনা হয়েছে। এবার বাস দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন এক বৃদ্ধ। তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। কোনও উদ্যোগ নেই।এই কারণেই

বৃদ্ধ। কোবরাপাড়ায় খারাপ রাস্তার কারণে দর্ঘটনায় পডে গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে নেওয়া হয় জিরানিয়া হাসপাতালে। সেখান হাসপাতালে। এই ঘটনায় ক্ষোভ জানিয়েছেন বাস যাত্রীরা। তাদের বক্তব্য, রাস্তার অবস্থা দিনদিন খারাপ হলেও এগুলি মেরামতের জিরানিয়ার দিক থেকেই প্রত্যেকদিন যান দুর্ঘটনা হচ্ছে।

বাধাাট সমাধান করতে প্রাতাট								
ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ <u>ক্র</u> মিক								
সং	খ্যা	ব্য	বহা	র	কর	<u>ে</u>	२ (ব।
প্রা	তি	গৈ স	ারি	এ	त ९ व	কল	মে	>
						এক		
						নয়া		
						ই ব্		
						` চই		
						, এই		
যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার								
প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।								
সংখ্যা ৩৪৪ এর উত্তর								
1	6	2	3	9	4	8	5	7
7	5	8	1	6	2	4	9	3
9	3	4	5	7	8	1	6	2
8	1	6	9	4	7	2	3	5
3	9	5	2	1	6	7	4	8
2	4	7	8	5	3	9	1	6
6	2	9	4	8	5	3	7	1
_								
4	7	3	6	2	1	5	8	9

	ক্রমিক সংখ্যা — ৩৪৫								
				4	8	2		7	6
	1	7		6					
	6	8			7	1	5		2
	5	2						1	
	4		6		2	7		5	3
	8		7	5	3		2		4
				2	1			8	
		4	1			8		2	5
		6	8	7				4	1

যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ৬ নভেম্বর।। দয়াল দেবনাথ (২২) নামে এক যুবকের ঝুলস্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এলাকাবাসীর ধারণা শুক্রবার রাতে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন ওই যুবক। তবে আত্মহত্যার পেছনে মূল রহস্য কি তা রয়েছে প্রাথমিকভাবে জানা যায়নি। এলাকায় এই ঘটনায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছডিয়ে পডে। শনিবার কাঁঠালিয়া ব্লক সংলগ্ন উত্তর মহেশপুর পঞ্চায়েত এলাকার পলাশ ক্ষেতের পাশে একটি কাঁঠাল গাছে যুবককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় এক ব্যক্তি। এরপরই যাত্রাপুর থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে প্রত্যক্ষ করে যুবকের বাবা রাখাল দেবনাথকে খবর দিয়ে ঝুলস্ত মৃতদেহটি নিয়ে আসে কাঁঠালিয়া হাসপাতালে। অত্যন্ত হতদরিদ্র পরিবারের ছেলে ছিল দয়াল দেবনাথ। তার ছোট ভাই ও মা-বাবা নিয়ে ৪ জনের সংসার। শুক্রবার ওই যুবক বাড়ি থেকে অর্কেস্ট্রা দেখার জন্য গ্রামের মলঢেপা কলোনিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাতে আর বাড়ি ফিরে আসেননি। যুবকটির মতু ্তে পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন।

আক্ৰান্ত নামলো ৭-এ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর ।। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নামলো। একই সঙ্গে নামলো করোনা সংক্রমণের হারও। রাজ্যে বাড়ানো হয়েছে সোয়াব পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার রাজ্যে ৭জন নতুন আক্ৰান্ত শনাক্ হয়েছে। এরা সবাই পশ্চিম জেলার। তবে পরীক্ষার সংখ্যাও এক লাফে বাড়ানো হয়েছে ৫ হাজার ৩৩ জনে। সংক্রমণের হার ছিল .১৪ শতাংশে। করোনামুক্ত হয়েছেন আরও ১৬জন। শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজ্যে ১২৩জন পজিটিভ রোগী চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। এদিকে দেশে বেশ কয়েক মাস পর ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত নামলো ১০ হাজারে। তবে আগের দিনের তুলনায় বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যা। ৩৯২ জন করোনা আক্রান্ত

মারা গেছেন ২৪ ঘণ্টায়।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর ।। বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম দুই যুবক। এই ঘটনা আমতলি থানার রানিরখামার আচার্য পাড়ায়। বাইক নিয়ে দুই যুবক রামগতি এলাকা থেকে নাছিরনগরে বাড়ি ফিরছিল। রাস্তায় বাইক দুর্ঘটনায় শিকার হন তারা। আহত যুবকরা মদমত্ত অবস্থায় ছিলেন বলে জানা গেছে। তাদের গুরুতর অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শহরে ফের চার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর ।। শহরে চুরি কিছুতেই থামছে না। এবার যোগেন্দ্রনগর বর্মণটিলায় বিষ্ণুপদ পালের বাড়িতে চোরচক্র হানা দেয়। এই বাড়ি থেকে নগদ টাকা-সহ স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে নিয়ে যায় চোররা। ঘরে কেউ না থাকার অজুহাতে এই চুরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত, ঘটনায় অতিষ্ঠ শহরবাসীরা।

পরাজয় নিশ্চিত জেনেই বিজেপির সন্ত্রাস ঃ সিপিএম

খোয়াই, ৬ নভেম্বর।। নিশ্চিত পরাজয় জেনেই পুর নির্বাচনে শাসক দলের হামলা, হজ্জুতি, শারীরিক নিথহ ও বাড়িঘর ভাঙচুর-সহ পরিকল্পিত সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। বিরোধী দলকে নির্বাচনি প্রক্রিয়া থেকে দূরে রেখে গায়ের জোরে একতরফাভাবে পুর পরিষদ দখলের জন্যই তারা বিরোধী দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারে বাধ্য করেছে। প্রস্তাবকদের কাছ থেকে জোর করে স্বাক্ষর আদায় করছে। এই অভিযোগ করেছেন সিপিআইএমের খোয়াই মহকুমা কমিটির নেতৃবৃন্দ। শনিবার বিকেলে পার্টির জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ এই অভিমত ব্যক্ত করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম'র খোয়াই মহকুমা সম্পাদক পদ্মকুমার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

চড়িলাম, ৬ নভেম্বর।। জম্পুইজলার

বিভিন্ন অংশের নাগরিকদের নিয়ে

গঠিত হয়েছে নাগরিক অধিকার

মঞ্চ। শনিবার জম্পুইজলা মহকুমার

মসজিদ এলাকা থেকে ৫ জন

প্রতিনিধি নিয়ে প্রমোদনগর

সিনিয়র মাদ্রাসায় এক গুরুত্বপূর্ণ

আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায়

প্রতিটি এলাকার সব অংশের

প্রতিনিধিরা মহকুমার বিভিন্ন

সমস্যার কথা বক্তব্যের মাধ্যমে

উত্থাপন করেন। সভায় দীর্ঘসময়

আলোচনা ও পর্যালোচনা করে

জম্পুইজলা মহকুমার প্রতিটি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

বিশালগড, ৬ নভেম্বর।। মোবাইল

টাওয়ার কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে

রাস্তা মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে।

গোলাঘাঁটি বিধানসভা কেন্দ্রের

কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১নং



দেববর্মা ও পার্টির জেলা সম্পাদকমগুলীর সদস্য নির্মল বিশ্বাস। এছাডাও উপস্থিত ছিলেন মহকুমা সম্পাদকমগুলীর সদস্য পলাশ ভৌমিক। সিপিআইএম'র মহকুমা সম্পাদক পদাকুমার দেববর্মা সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে গিয়ে জানান, পুর নির্বাচনে বিজেপি খোয়াইয়ে বামফ্রন্ট-সহ বিরোধী দলের ওপর ভয়াবহ সন্ত্রাস নামিয়ে এনেছে। কারণ, ২০১৮

সমাজ থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি

নিয়ে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট একটি

কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সর্বসম্মতিক্রমে কমিটির সভাপতি

মরণ ফাঁদে পরিণত রাস্তার পাশের ড্রেন

ওয়াডের মাধবটিলা পাডার

নারায়ণ দাসের বাড়ির পাশে

মোবাইল টাওয়ার আছে। গত ছয়

সাত মাস আগে মোবাইল টাওয়ার

থেকে মাটির নিচ দিয়ে

পাইপলাইন বসানো হয়েছিল।

দেওয়া গালভরা প্রতিশ্রুতির বিন্দুমাত্রও পুরণ করতে পারেনি জোট সরকার। তাই ভোট হলে তাদের ভরাড়বি নিশ্চিত। এ জন্যই গায়ের জোরে ভোট ছাডাই পর সংস্থা দখল নিতে চায় তারা। বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের সময় এখন পর্যন্ত যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, সেগুলোও শাসক দল একই কায়দায় নির্বাচন করেছে। তারা সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় জানে, সুষ্ঠু ভোট হলে তারা

নিৰ্বাচিত হন মফিজ মিয়া।

সহ-সভাপতি বিল্লাল মিয়া, টিটন

আলী, খলিল মিয়া, দিদার হোসেন,

শাহ আলম, সম্পাদক মাওলানা

মাধবটিলা পাড়ার সম্পূর্ণ রাস্তার

পাশে ডেন করে পাইপলাইন

সম্প্রসারণের পর নামমাত্র কিছু

মাটি দিয়ে ড্রেন ভরাট করা হয়।

তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই

বৃষ্টির জলে সেই ড্রেনের মাটি সরে

গেছে। যার ফলে সেই আগের মত

৫ ফুট গভীর ড্রেনের সৃষ্টি হয়েছে।

পাডার লোকজন টাওযার

কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানালেও

এখনো পর্যন্ত কাজের কাজ কিছই

হয়নি। তাই পাডার লোকজন

রাস্তার পাশের এই ড্রেনের

কারণে আতক্ষে দিন কাটাচ্ছে।

এই পাড়ায় মূলত ১৫ পরিবারের

বসবাস। বেশিরভাগ বাড়িঘরেই

শিশু আছে। এলাকাবাসীর

আশঙ্কা যেকোন সময় শিশুরা

ড্রেনে পড়ে যেতে পারে।

রিক আধকার মঞ্চ

জিতবে না। মানুষ ঘণাভরে প্রত্যাখ্যান করবেন তাদের। তাই বামফ্রন্ট প্রার্থী-সহ তাদের প্রস্তাবক এমনকি বিরোধী দলের নেতা কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা করছে তারা। মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ দিয়ে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন করার সৎ সাহস নেই তাদের। ইতিমধ্যে একজন প্রার্থীকে জোর করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের কাগজ জমা দিতে বাধ্য করা হয়েছে। যা চলছে এটা গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়। একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বামফ্রন্টের প্রার্থী হয়েছেন। তার বাড়িতে রাতের অন্ধকারে হামলা হলো অথচ আবার শাসক দলের মেকি শিক্ষক দরদি নেতারাই শিক্ষক দিবসে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পা ধুয়ে দিচ্ছে। তারা মেকি শিক্ষক দরদি বলে কটাক্ষ করেছেন সিপিএম নেতৃত্ব

জাকির হোসাইন সহ-সম্পাদক

রিয়াদ হোসেন, সহিদ মিয়া, হানিফ

মিয়া, কোষাধ্যক্ষ দুলাল মিয়া।

সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত

সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়- জম্পুইজলা

মহকুমার প্রতিটি মসজিদ এলাকার

রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক

সংগঠন সমূহের সমন্বয় সাধনে

সর্বসম্মতিক্রমে 'জম্পুইজলা

নাগরিক অধিকার মঞ্চ' নামকরণ

করে নতুন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ

হয়। আগামী ১৯ নভেম্বর

'জম্পুইজলা নাগরিক অধিকার

মঞ্চের প্রমোদনগর সিনিয়র

মাদ্রাসায় এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর

ছবি নম্ভ

মামলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৬ নভেম্বর ।। শহরে

মুখ্যমন্ত্রীর ছবি নম্ট করার অভিযাগ

উঠলো। এই ঘটনায় পূর্ব থানায়

শনিবার একটি মামলাও জমা

পড়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে

এই মামলাটি করা হয়। তাদের

দাবি, চিত্তরঞ্জন রোড এলাকায়

মুখ্যমন্ত্রীর ছবি-সহ বেশ কিছু

প্রচার সজ্জা করা হয়েছিল।

রাতের অন্ধকারে কে বা কারা

মুখ্যমন্ত্রীর ফটো এবং বিজেপির

প্রচার সজ্জা নম্ভ করেছে। এই

ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে

মামলা দায়ের হয়েছে পূর্ব থানায়।

শিক্ষিকার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

ধর্মনগর, ৬ নভেম্বর।। ব্যাক্ষ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় গ্রাহকদের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। ধর্মনগরের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক শাখার কাজকর্ম নিয়ে অনেক দিন ধরে স্থানীয় গ্রাহকরা ক্ষুব্ধ। সর্বশেষ একজন শিক্ষিকা ব্যাঙ্কের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। শিক্ষিকার কথা অনুযায়ী মাসের শুরুতেই তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বেতনের টাকা এসেছিল। ২ নভেম্বর হঠাৎ তার মোবাইলে মেসেজ আসে ১৮,৩১৯ টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি জানান, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের ভুল হয়েছে। পুনরায় সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিকার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যায়। আবার ৩ নভেম্বর শিক্ষিকার মোবাইলে মেসেজ আসে ১১,৬০৪ টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে। ফের একবার শিক্ষিকা ব্যাঙ্কে গিয়ে ম্যানেজারের সাথে জানতে চান কি কারণে পুনরায় টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ম্যানেজার কোনো উত্তর দেননি। পরে আবার সেই টাকা শিক্ষিকার অ্যাকাউন্টে চলে আসে। ৫ নভেম্বর পুনরায় শিক্ষিকার মোবাইলে মেসেজ আসে ১১,৬০৪ টাকা পুনরায় কেটে নেওয়া হয়েছে। ওই দিন তিনি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে পারেননি। পরদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকায় কর্তৃপক্ষের সাথে তিনি আর যোগাযোগ করে উঠতে পারেননি। আগামী সোমবারের আগে তিনি আর জানতে পারবেন কি কারণে তার অ্যাকাউন্ট থেকে বার বার টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। ওই শিক্ষিকা এ নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন।অভিযোগ, এর আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কখনও অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে। কখনও আবার অতিরিক্ত টাকা অ্যাকাউন্টে চলে আসছে। এর জন্য গ্রাহকরা মূলত ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকেই দায়ী করছেন। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলেও সঠিক কোনো উত্তর তারা গ্রাহকদের দিতে পারছেন না। যার ফলে ক্রমশ ক্ষোভ বেডেই চলেছে।

মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পালন প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

কৈলাসহর, ৬ নভেম্বর।। কৈলাসহর আরকেআই মাঠ সংলগ্ন চেকপোস্টে বাংলাদেশের মক্তিয়দ্ধের স্বর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদ্যাপন করলো বিএসএফ ২০ নং ব্যাটেলিয়ন। টিলাবাজার বিওপি'র জওয়ানরা এদিনের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মক্তিয়দ্ধে শহিদদের শ্রদ্ধা জানান। এদিন এক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। সেই প্রদর্শনী দেখার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে পড়ুয়াদের নিয়ে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাদের আমন্ত্রণে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা শনিবার সাক্ষী হল এক ঐতিহাসিক মুহুর্তের।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি, আহত তিন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগর্তলার দিকে আস্ছিল। ফটিকরায়, ৬ নভেম্বর।। কুমারঘাট রতিয়াবাড়ি এসবিআই শাখার পাশে শনিবার ভোরে একটি স্করপিউ গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। যার ফলে গাড়িতে থাকা তিনজন আহত হন। ঘটনার খবর পেয়ে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তারা আহতদের উদ্ধার করে কুমারঘাট হাসপাতালে নিয়ে আসেন। জানা গেছে, আহতদের বাড়ি আগরতলায়। স্করপিউ গাড়িটি কুমারঘাট থেকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

কোনো কারণে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। যার ফলে রাস্তার পাশে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে গিয়ে ধাক্কা দেয় গাড়িটি। দুর্ঘটনায় গাড়ির বেশকিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় লোকজন বিকট আওয়াজ শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। তারা দেখতে পান গাড়িতে তিনজন যাত্ৰী আহত হয়েছেন। এরপরই খবর দেওয়া হয় অগ্নি নির্বাপক বাহিনীকে। তারা এসে এমএল০৫এইচ২০১২ নম্বরের আহতদের উদ্ধার করে

কংগ্রেসের প্রচার সজ্জা নম্ভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ নভেম্বর।। কৈলাসহর পর পরিষদের ১৭ নং ওয়ার্ডে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী চন্দ্রশেখর সিনহার প্রচারে লাগানো ফ্রেক্স ও দলীয় পতাকা নম্ভ করার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছডিয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। দেখা দেয় রাজনৈতিক উত্তেজনা। কৈলাসহর পর পরিষদের ১৭ নং ওয়ার্ড এলাকায় বিদ্যানগর প্রবেশের মথে প্রার্থীর সমর্থনে লাগানো দটি বড ফ্রেক্স ও অসংখ্য ফ্র্যাগ রাতের আঁধারে দুষ্কৃতিরা পাশের নর্দমায় ফেলে দেয়। সকালবেলা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ হতেই প্রার্থী-সহ কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন শেষে প্রার্থী চন্দ্রশেখর সিনহা সমস্ত বিষয়টি কৈলাসহর থানার নজরে এনে এই ঘটনার সন্ঠ তদন্ত দাবি করেন। একই সাথে এ ধরনের ঘটনার বিচারভার তিনি জনগণের উপর ছেড়ে দেন। তিনি প্রতিক্রিয়ায় বলেন, এ বছর কৈলাসহর পূর পরিষদের ১৭ টি ওয়ার্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৭টি ওয়ার্ডের প্রার্থী দিয়েছে কংগ্রেস দল। যেহেতু কৈলাসহরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বাড়ি তাই পুর পরিষদ নির্বাচনে অন্যান্য জায়গার তুলনায় বাড়তি গুরুত্ব দেবে কংগ্রেস।এক্ষেত্রে কৈলাসহর পুর পরিষদের ১৭ নং ওয়ার্ডে শাসক দলের প্রার্থীর সাথে জোর প্রতিযোগিতা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কংগ্রেস দলের প্রার্থী চন্দ্রশেখর সিনহার। স্বাভাবিকভাবেই প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

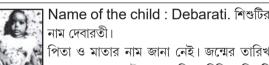
বিজ্ঞপ্তি কোভিড ভ্যাক্সিন বিষয়ক

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হবার পরও ঊনকোটি জেলায় এখনো যারা কোভিড ভ্যাক্সিনের ২-য় ডোজ নেননি, অথবা এখনো ১-ম ডোজ নেননি তারা যেন অতিসত্বর নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে/টিকাকরণ কেন্দ্রে গিয়ে টিকাকরণ সম্পূর্ণ করেন।

নিবেদক জেলাশাসক ও সমাহর্তা,

ICA-D-1194-21

উনকোটি, ত্রিপুরা



🌭 🛪 🔊 পিতা ও মাতার নাম জানা নেই। জন্মের তারিখ ২৯-০৮-২০২১। উপরের ছবিতে চিহ্নিত শিশুটি

🛮 বর্তমানে আগরতলা বিশেষ শিশু দত্তক গুহে রয়েছে। এই শিশুটির প্রতি তার পিতা/মাতার কোন দাবি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি

প্রকাশের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে খোয়াই জেলা শিশু সুরক্ষা কমিটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় এই শিশুটিকে পরিত্যক্ত শিশু হিসেবে গণ্য করা হবে। যোগাযোগ ঠিকানা - শিশু সুরক্ষা কমিটি, খোয়াই জেলা, ফোন-

জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক জেলা সমাজ শিক্ষা পরিদর্শকের কার্যালয় খোয়াই জেলা, ত্রিপুরা।

ICA/D-1201-21

উদয়পুর, ৬ নভেম্বর।। স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ করলেন এক শিক্ষিকা। ঘটনা উদয়পুর আরকেপুর থানাধীন জগন্নাথ দিঘির পশ্চিমপাড় এলাকায়। ২০১৮ সালে শিক্ষিকার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের সময় বর পক্ষের দাবি অনুযায়ী স্বর্ণালঙ্কার - সহ যাবতীয়

নেওয়ার জন্য শিক্ষিকার উপর বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি নির্যাতন শুরু হয় বলে অভিযোগ। করানো হয়েছিল। কিন্তু অভিযুক্ত স্বামী, শৃশুর এবং শাশুড়ি মিলে স্বামী কিংবা তার পরিবারের শিক্ষিকা পুত্রবধূর উপর নির্যাতন লোকজন চিকিৎসার খরচ দেয়নি চালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। বলে অভিযোগ। যার ফলে লোকলজ্জার ভয়ে এতদিন পর্যস্ত শিক্ষিকা তার বাপের বাড়িতে চলে শিক্ষিকা সবকিছু চেপে আসেন। পরে অবশ্য এলাকার গিয়েছিলেন। তিনি তাদের দাবি মাতব্বর দের মত ব্যাঙ্কের পাসবুক, চেকবুক,

মধ্যস্ততায় শিক্ষিকাকে স্বামীর বাড়িতে

<mark>প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,</mark> এবং এটিএম কার্ড হাতিয়ে হয়ে পড়েন।তাকে আগরতলার অভিযোগ।এমনকী নির্যাতনও চলতে থাকে। গত বৃহস্পতিবার শিক্ষিকাকে টাকার জন্য প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছিল বলে তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। এমনকী শিক্ষিকাকে বাপের বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য তার মা এবং বড় ভাই শ্বশুরবাড়িতে গেলে তাদেরকেও মারধর করা হয়। তাই নির্যাতিতা শিক্ষিকা আরকেপুর মহিলা থানায় তার স্বামী এবং শ্রুরবাড়ির

এটিএম কার্ড সবকিছুই স্বামীর ফিরিয়ে আনা হয়। পুত্রসন্তানের আসবাবপত্র দেওয়া হয় পাত্রী পক্ষের তরফে। কিন্তু বিয়ের আগরতলায় ব্যাপক হারে চুরি হাতে তুলে দেন। কিছুদিন পর জন্মের ৬ মাস পর থেকেই আবার তিন-চার মাস পর থেকেই শিক্ষিকার এক পুত্রসন্তানের জন্ম শিক্ষিকার উ পর টাকা এনে অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে লিখিত বেড়েছে। একের পর এক চুরির শিক্ষিকার বেতনের টাকা, চেক বই হয়। কিন্তু শিক্ষিকা ওই সময় অসুস্থ দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ দায়ের করেছেন। শুর প্রাণ রক্ষায় বাবা-মায়ের ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ নভেম্বর।। দেড় বছরের শিশু কৃষ্ণ দেবনাথ জন্মের পর থেকে অসুস্থ। প্রথমে তার পরিবারের সদস্যরা অসুস্থতার কারণ বুঝতে পারেননি। পরে চিকিৎসক শিশুটিকে দেখে জানিয়ে দেন তার শরীরে খাদ্যনালী নেই। যার ফলে শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন। বিশালগড় জাঙ্গালিয়া এলাকার উত্তম দেবনাথ এখনও পর্যন্ত তার সন্তানের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেননি। উত্তম দেবনাথ



অন্যের দোকানে কাজ করেন এই অবস্থায় শিশুটির উন্নত পেশায় একজন স্বর্ণকার। তিনি। পরিবারটি খুবই গরিব। চিকিৎসা করানো তার পক্ষে

করে উত্তম দেবনাথ এবং তার স্ত্রী কাকুলি দেবনাথ শিশুপুত্রকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে শিশুর চিকিৎসা হয়। তখনই হাসপাতালের চিকিৎসক জানিয়েছিলেন, দেড় বছর বয়সে শিশুর অপারেশন করা হলে তাকে সুস্থ করে তোলা যাবে। যেহেতু এখন শিশুর বয়স দেড় বছর হয়েছে তাই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এখনই অপারেশন করা প্রয়োজন। কিন্তু শিশুর বাবার পক্ষে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তার অপারেশন করানো সম্ভব

সম্ভব নয়। তার পরও ধার-দেনা নয়। তাই সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্ত হয়ে উত্তম দেবনাথ তার দুধের শিশুটির প্রাণ রক্ষার জন্য সবার উদ্দেশে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি জানান, সাহায্য চেয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েতের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। কিন্তু নেতাদের তরফ থেকে কোনো সাহায্য করা হয়নি। তার কথা অনুযায়ী অপারেশন করাতে কমপক্ষে ৫ লক্ষ টাকা প্রযোজন। এই অবস্থায় শিশুকে সুস্থ করে তোলা তার পক্ষে অসম্ভব। তাই তারা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শিশুর প্রাণ রক্ষায় আর্থিক সাহায্য করার জন্য।

PRESS NIeT. NO. 55/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22 Dated, 25/10/2021

The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / P&T / Other State PWD / Central & State Sector undertaking and also having experience certificate (Not below the rank of Executive Engineer) to completed such type of works successfully with good credential certificates (along with work order copy for SI.No. 7, 8 &11) and also having trade license & having work shop with 3-Phase connection (for SI. No.9 &10) for the following works :-

SI. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT. No. 252/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 47,66,646.00	Rs. 47,666.00
2	DNIeT. No. 253/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 49,17,151.05	Rs. 49,172.00
3	DNIeT. No. 254/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 49,68,846.70	Rs. 49,688.00
4	DNIeT. No. 255/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 33,69,698.45	Rs. 33,697.00
5	DNIeT. No. 256/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 46,89,219.36	Rs. 46,892.00
6	DNIeT. No. 257/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 13,80,532.00	Rs. 13,805.00
7	DNIeT. No. 258/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 15,58,527.00	Rs. 15,585.00
8	DNIeT. No. 259/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 15,58,527.00	Rs. 15,585.00
9	DNIeT. No. 260/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 9,70,625.00	Rs. 9,706.00
10	DNIeT. No. 261/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 9,70,625.00	Rs. 9,706.00
11	DNIeT. No. 262/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 46,04,550.00	Rs. 46,046.00

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 16-11-2021

Place, Time and date of opening of online bid: O/o the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 P.M. on 16-11.2021 if possible

Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No-I/II, Udaipur / Kakraban/ Killa/Rig/Amarpur/ Karbook/Ompi and the website https://www.tripuratenders.gov.in

(ER. S.H Jamatia) **Executive Engineer DWS Division Udaipur** Gomati District, Tripura

ICA/C-2585-21

জানা এজানা

জলবায়ু পরিবর্তন ও ভবিষ্যতের মহামারি

বর্তমান করোনা মহামারিতে থমকে গেছে পৃথিবী। ইতিমধ্যে লাখ লাখ মানুষ মারা গেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত প্রায় ৩৫ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অনেকেই ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন, অনেকে শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত ও ফুসফুসের নানা সমস্যায় ভুগছেন। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ যেভাবে বিপর্যস্ত করেছে জনজীবনকে, তা দেখে অনেক অসহায়বোধ বেড়েছে মানুষের মনে। যদিও একাধিক ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রম শেষ হয়েছে এবং বেশ কিছু ভ্যাকসিন ট্রায়াল এখনো চালু রয়েছে, তা সত্ত্বেও স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে না। এ মহামারি চলে যাওয়ার পরও এর প্রভাব দীর্ঘদিন ভোগাবে মানবসভ্যতাকে। প্রশ্ন হলো, এটাই কি শেষ? নাকি অদূর ভবিষ্যতে আরও কোনো বিড় বিপদ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য? জলবায়ু পরিবর্তন একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সমস্যা। মানুষের অনিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ডের কারণে পরিবেশ ও জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলে প্রাণী ও উদ্ভিদের অভূতপূর্ব ক্ষতি হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এটিকে 'মানবজাতির জন্য সতর্কবার্তা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন শুর<u>ু</u>

উন্মক্ত হয়ে পডে এবং প্রচর পরিমাণে কার্বন ডাই—অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস বাতাসে নির্গত করে; যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে আরও ত্বরাম্বিত করে। কানাডার উত্তরে যেখানে তাপমাত্রা সচরাচর ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সেখানেও বরফ গলা শুরু হয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে যে স্থান বরফ দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল, তা আর এখন আগের অবস্থায় ফিরছে না। রোমানোভস্কি আরও উল্লেখ করেন, পার্মাফ্রস্টের এই বরফ গলার ঘটনা পুরোনো নয়। ১৯৯০ সালের দিকে এ প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি ত্বরান্বিত হচ্ছে। আগামী দশকে এই বরফ গলার হার সবেচ্চি মানে পৌঁছাতে পারে বলেও তিনি মনে করেন। আর এর ফলেই বরফের নিচে আটকে পড়া ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স, মস্কোর আবহাওয়া বিভাগের দুজন গবেষক বোরিস রেভিচ ও মারিনা পডলনায়ার ২০১১ সালের গবেষণাপত্র অনুসারে, পার্মাফ্রস্টের বরফ গলার কারণে আঠারো ও ঊনিশ শতকের অনেক প্রাণঘাতী রোগ আবার ফিরে আসতে পারে। বিশেষ করে এসব রোগের বিস্তার হতে পারে সেসব এলাকায়, যেখানে রোগে



মৃত ব্যক্তিদের সমাহিত করা

সাইবেরিয়ায় গুটিবসন্ত মহামারি

হয়েছিল। ১৮৯০ সালে

বেড়ে যাচ্ছে এবং মেরু ও অ্যান্টার্কটিকা অঞ্চলের বরফ গলা শুরু হয়েছে। এতে যে শুধু সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষের ক্ষতি হবে তা নয়, পুরো মানবজাতির জন্যই তা মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে নতুন নতুন মহামারির আবির্ভাব হতে পারে, এ বিষয়কে মানুষ এ পর্যন্ত তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এ বিষয়ে যে ঘটনা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেটি হলো ২০১৬ সালে মেরু অঞ্চলে হঠাৎ অ্যানথ্রাক্স রোগের প্রাদুর্ভাব। ২০১৬ সালের আগস্টে রাশিয়ার সাইবেরিয়ান তুন্দ্রা অঞ্চলের প্রত্যন্ত ইয়ামাল উপদ্বীপে ১২ বছরের এক কিশোর অ্যানথ্রাক্সে মারা যায় এবং কমপক্ষে ২০ জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। এর কারণ অনুসন্ধান করে জানা যায়, ৭৫ বছর আগে এ এলাকায় একটি বল্গা হরিণ অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এবং এর মৃতদেহ বরফে চাপা পড়ে। বরফে ঢাকা পড়া এসব ভূমিকে বলা হয় পার্মাফ্রস্ট'। ২০১৬ সালের তীব্র দাবদাহে এই ভূগর্ভস্থ হিমায়িত অঞ্চল গলতে শুরু করে। ফলে বল্ধা হরিণের মৃতদেহটি বাইরের পরিবেশের সংস্পর্শে আসে এবং আশপাশের মাটি, পানি ও খাদ্যশৃঙ্খলে অ্যানথ্ৰাক্স ছড়িয়ে পড়ে। দুই হাজারের বেশি বল্গা হরিণ এবং বেশ কিছু মানুষও তখন অ্যানথ্যক্সে আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু এটিই একমাত্র ঘটনা নয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে আরও বেশি পার্মাফ্রস্টের বরফ গলতে শুরু করেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রীষ্মকালে যেখানে প্রায় ৫০ সেন্টিমিটার গভীরতার বরফ গলে, এখন উষ্ণায়নের কারণে এই হার কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। আর এর ফলেই প্রাদুর্ভাব হতে পারে নতুন রোগের, হতে পারে ভয়ংকর মহামারি। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূপদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও পার্মাফ্রস্ট বিশেষজ্ঞ ভ্লাদিমির রোমানোভস্কি বলেন, পার্মাফ্রস্টে জমে থাকা বরফ দ্রবীভূত হলে এর ভেতরে আবৃত থাকা ভূমি

হয়েছে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা

হয়েছিল। এই মহামারিতে সেখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ লোক মারা গিয়েছিল। তাদের মৃতদেহগুলো কলিমা নদীর তীরের পার্মাফ্রস্টের ওপরের স্তরে সমাহিত করা হয়েছিল। প্রায় ১২০ বছর পর পানিস্তর বৃদ্ধির ফলে কলিমার পানি—তীরবর্তী পার্মাফ্রস্টগুলোকে প্লাবিত করেছে এবং গুটিবসন্তের জীবাণু আশপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৯০ সালে একটি প্রকল্পের অধীন স্টেট রিসার্চ সেন্টার অব ভাইরোলজি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজির গবেষকেরা দক্ষিণ সাইবেরিয়ার গর্বি অল্টাই এলাকায় প্রস্তরযুগের কিছু মানুষের দেহাবশেষ পরীক্ষা করেন। এ ছাড়া তাঁরা ঊনিশ শতকে ভাইরাসজনিত মহামারিতে মারা যাওয়া রাশিয়ান পার্মাফ্রস্টে পাওয়া কিছু দেহাবশেষের নমুনাও পরীক্ষা করেন। দেখা যায়, দুই ধরনের নমুনাতেই গুটিবসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। যদিও তাঁরা কোনো জীবাণু পাননি, কিন্তু তাঁরা গুটিবসন্ত ভাইরাসের ডিএনএর খণ্ডাংশ পেয়েছিলেন। ফ্রান্সের এক্সোমার্শেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজিস্ট জিন মাইকেল ক্ল্যাভেরি ও তাঁর স্ত্রী চান্তাল আবের্গেল ২০১৪ সালে উত্তর—পূর্ব সাইবেরিয়ার কলিমা নদীর তীরবর্তী পার্মাফ্রস্ট থেকে সংগৃহীত নমুনা থেকে ৩০ হাজার বছরের পুরোনো দুটি ভাইরাসকে সক্রিয় করতে সক্ষম হন। ভাইরাস দুটি হলো, পিথোভাইরাস সাইবেরিকাম ও মলিভাইরাস সাইবেরিকাম। উভয়েই 'জায়ান্ট ভাইরাস'। কারণ, সাধারণত ভাইরাস অতি আণুবীক্ষণিক হলেও এরা আণুবীক্ষণিক। তুন্দ্রা তীরবর্তী অঞ্চলের ১০০ ফুট গভীরে তাদের পাওয়া গেছে। এই ভাইরাসগুলো একবার সক্রিয় হয়ে গেলে দ্রুত সংক্রমণক্ষম হয়ে

ওঠে। যদিও উল্লিখিত ভাইরাস

দুটি শুধু অ্যামিবাকে আক্রমণ

এরপর দুইয়ের পাতায়

মূল্যে রেশন প্রকল্প বন্ধ কেন্দ্রের



নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর।। করোনা নামক মহামারী যখন বহু মানুষের হাতের কাজ আর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল, তখন সরকারের দেওয়া বিনামূল্যে রেশনই তাঁদের দু'বেলা অন্ন জুটিয়েছে। লকডাউন মিটে করোনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতেই সেই প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা বন্ধ করার ইঙ্গিত দিল কেন্দ্র। মোদি সরকারের বক্তব্য, দেশের আর্থিক পরিস্থিতি আগের থেকে এখন অনেকটাই ভাল। তাই বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। শুক্রবার কেন্দ্রের খাদ্যসচিব সুধাংশু পাণ্ডে জানিয়েছেন, ৩০ নভেম্বরের পরও বিনামূল্যে রেশন প্রকল্প চালিয়ে যাওয়ার জন্য কেন্দ্রের কাছে কোনও প্রস্তাব নেই। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং কেন্দ্রের খোলা বাজারে বিক্রয় প্রকল্প নীতির জন্য খোলাবাজারে খাদ্যশস্য ভাল বিক্রির কারণে প্রধানমন্ত্রীর গরিব কল্যাণ যোজনায় আর বিনামূল্যে রেশন বিতরণের প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে আসেনি। এদিন পাণ্ডে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "দেশে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ভালভাবেই হচ্ছে। তাছাড়া আমাদের ওএমএসএস নীতিতে এবার খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রিও ব্যতিক্রমীভাবে ভাল। সে কারণে প্রধানমন্ত্রীর গরিব কল্যাণ যোজনার মেয়াদ বাডানোর কোনও প্রস্তাব আমাদের কাছে নেই।"কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশজুড়ে লকডাউনের জেরে বিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে গতবছর মার্চে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা ঘোষণা করে। প্রাথমিকভাবে এপ্রিল থেকে জুন মাসের জন্য এই প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল। পরে ধাপে ধাপে এই প্রকল্প ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। কেন্দ্রের দাবি, জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশনের অধীনে থাকা ৮০ কোটি মানুষ এই প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে রেশন পেয়েছেন। লকডাউনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে বারবার এই প্রকল্পের সুখ্যাতি শোনা গিয়েছে। এমনকী রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে একাধিক আন্তর্জাতিক সমাবেশেও এই প্রকল্পের কথা বুক বাজিয়ে বলেছেন মোদি। কিন্তু বড় কোনও মত পরিবর্তন না হলে এই প্রকল্প এবার বন্ধ হতে চলেছে।

দিল্লিতে আরও ৬ মাস বিনামূল্যে রেশনের মেয়াদ বৃদ্ধির ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর।। রাজধানীতে বিনামূল্যে রেশন প্রকল্পের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাডিয়ে দিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি জানিয়েছেন, দেশে মুদ্রাস্ফীতি এখন সর্বোচ্চ শিখরে রয়েছে। অনেকেরই পেটে দুই বেলার খাবার জুটছে না। করোনা অতিমারির কারণে কাজ হারিয়েছেন অনেকে। এই সব দিক বিবেচনা করে বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতিতে বিনামূল্যে রেশন প্রকল্পের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়িয়ে দিয়েছে দিল্লি সরকার। এর পাশপাশি, গোটা দেশের জন্য যে বিনামূল্যে রেশন প্রকল্প কেন্দ্রের তরফে চালু করা হয়েছে, সেটিরও মেয়াদ যাতে আরও ছয় মাস বাডানো হয়, সেই অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠিও পাঠিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। উল্লেখ্য গতকালই কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিব সুধাংশু পাণ্ডে এক সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছিলেন, আপাতত প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার (পিএমজিকেএওয়াই) মেয়াদ নতুন করে বাড়ানোর কোনও পরিকল্পনা নেই কেন্দ্রের। তার পরেই কেজরিওয়ালের দিল্লিতে ৬ মাসের জন্য বিনামূল্যে রেশন প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিবের বক্তব্য ছিল, দেশের অর্থনীতি এখন অনেকটাই চাঙ্গা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার মেয়াদ বাডানোর কোনও প্রস্তাব নেই। এর আগে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ অবশ্য ঘোষণা করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার মেয়াদ হোলি পর্যন্ত বাড়ানো হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিবের কথায় তেমন কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। উল্লেখ্য, করোনা পরিস্থিতিতে মুখথুবড়ে পড়া অর্থনীতিতে দেশবাসীর পাশে দাঁড়াতে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন।



এই প্রকল্পের আওতায় জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের অধীনে যে যে উপভোক্তা রয়েছেন, তাদের প্রত্যেককে প্রতি জন পিছু পাঁচ কেজি অতিরিক্ত খাদ্যশস্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিকে রাজনৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এখন নজর দিয়েছেন ভোটমুখী পাঞ্জাবে। পাঞ্জাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনি ময়দানে নামবে 'কেজরি অ্যান্ড কোং'। কিছুদিন আগেই পাঞ্জাবে গিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল ঘোষণা করে এসেছেন, ক্ষমতায় এলে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেবেন তিনি। একই সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি, পাঞ্জাবে ক্ষমতায় এলে পুরানো আইন সংশোধন করা হবে এবং অপ্রয়োজনীয় সমস্ত আইন বাতিল করা হবে। আম আদমির সরকার গঠন হলে, এমন এক সিস্টেম তৈরি করা হবে যেখানে শিল্পগুলিকে সরকারের পিছনে ঘুরে ঘুরে সময় নষ্ট করার দরকার পড়বে না। সেই সময়টা ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারবেন। এই পরিস্থিতিতে পাঞ্জাববাসীর অবশ্যই নজর থাকছে কেজরির গতিবিধির উপর। আর দিল্লিতে এই বিনামূল্যে রেশন প্রকল্পের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়িয়ে দেওয়ায় পাঞ্জাবে অনেকটাই সুবিধা পেতে পারেন কেজরিওয়াল।

জামশেদপুরে প্রতিমা নিরঞ্জনের পর শিশুদের 'তল্লাশি' শুরু। কোভিড ওয়ার্ডে ভয়াবহ

অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মৃত ১১

মুম্বই, ৬ নভেম্বর।। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড মহারাষ্ট্রের হাসপাতালে। শনিবার রাজ্যের আহমেদনগরের এক হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন ১১ জন। দমকলকর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন নেভানো গিয়েছে। কী করে আগুন লাগলো তা এখনও জানা যায়নি। তবে প্রাথমিক অনুমান থেকে মনে করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে। জানা গিয়েছে, ওই কোভিড ওয়ার্ডে মোট ১৭ জন রোগী ভর্তি ছিলেন। বাকিদের দ্রুত অন্য হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জেলাশাসক ড. রাজেন্দ্র ভোঁসলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন. হাসপাতালটির কাঠামোর 'ফায়ার অডিট' করা হবে। কী কারণে আগুন লাগলো তা খতিয়ে দেখা হবে। আহমেদনগরের বিধায়ক এনসিপি নেতা সংগ্রাম জগতাপ এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে দোষীদের শাস্তির আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি নিহতদের আর্থিক সহায়তার কথাও জানিয়েছেন সংগ্রাম। তিনি জানিয়েছেন, "শনিবার আহমেদনগরের হাসপাতালের অগ্নিকাণ্ডে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। অবশই পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। কিন্তু তা করা হবে রাজ্য সরকারের কমিটির তরফে। স্থানীয় জেলা কমিটির তরফে নয়। আমাদের বের করতেই হবে কী করে আগুন লাগলো। দোষীদের অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে।" অগ্নিকাণ্ডের যে ভিডিও পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা গিয়েছে, হাসপাতালের নীচতলা থেকে আগুনের শিখা বেরোচ্ছে। সেই সঙ্গে এও দেখা গিয়েছে. কীভাবে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে রোগীদের বের করে আনা হচেছ।

দেশমুখের ১৪ দিন বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ

মুস্বই, ৬ নভেম্বর।। আর্থিক তছরুপ মামলায় মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নিৰ্দেশ দিল বিশেষ আদালত।তাঁকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত সোমবার এনসিপি নেতা দেশমুখকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডায়রেক্টরেট (ইডি)। ১২ ঘণ্টা জেরার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দেশমুখের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সিবিআই তদন্ত শুরু করেছে। মুম্বই পুলিশের কমিশনার পরম বীর সিংহ দেশমুখের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, পুলিশ আধিকারিক শচীন ওয়াজেকে প্রতি মাসে হোটেল এবং বারগুলি থেকে ১০০ কোটি টাকা তোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে দেশমুখ সেই অভিযোগ সরাসরি খারিজ করেন। অন্য অভিযুক্ত শচীন ওয়াজেকেও আর্থিক তছরুপের মামলায় গত শনিবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নিৰ্দেশ দিয়েছে আদালত।

'মদমুক্ত' বিহারে বিষমদ কাণ্ডে

মৃত্যু বেড়ে ৬৮

পাটনা, ৬ নভেম্বর।। বিহারের বিষমদ কাণ্ডে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। শনিবার সমস্তিপুর থেকে আরও চারজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। অসুস্থ বহু। এনিয়ে টানা তিনদিন মৃত্যুর খবর মিলল নীতীশ কুমারের রাজ্য থেকে। বিষমদ খেয়ে বিহারে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬৮। উল্লেখ্য, ২০১৬ সাল থেকে বিহারে নিষিদ্ধ মদ। তার পরেও একাধিকবার সে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মৃত্যুর খবর মিলেছে। দেখা গিয়েছে, নেশার টানে বিষমদেই চুমুক দেয় মদ্যপেয়ীরা। আর তার জেরেই প্রতি বছরই একাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিহারে মদ নিষিদ্ধ। অথচ উৎসবের আবহে মদ্যপেয়ীদের নেশা প্রয়োজন। যার জেরে মদের নামে বিষ মদই তাদের পেটে ঢুকেছে। বৃহস্পতিবার থেকে মুজফফরপুর, গোপালগঞ্জ ও চম্পারণ এলাকা থেকে একের পর এক মৃত্যুর খবর আসছে। এই তিনটি এলাকাতেই এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৬৮ জনের।মুজফফরপুরের মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩। পশ্চিম চম্পারণে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি আরও সাতজন। গোপালগঞ্জে মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের। বিষ মদ কাণ্ডে যুক্তদের ধরতে অভিযান শুরু করেছে বিহার প্রশাসন।এদিকে বিষমদ কাণ্ড নিয়ে বিহারের চাপানউতোরও তুঙ্গে। সে রাজ্যের

রাজনৈতিক প্রধান বিরোধী দল আরজেডির নেতা তেজস্বী যাদব অভিযোগ করেছেন, বিহারে মদ নিষিদ্ধ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ নীতীশ সরকার। রাতের অন্ধকার রমরমিয়ে চলছে মদের ব্যবসা। এদিকে সেই অভিযোগ অস্বীকার করে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের দাবি, "এই ঘটনার তদন্ত চলছে। যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি মদবিরোধী প্রচারও চলবে।"

পেট্রোল-ডিজেলে ভ্যাট কম বাংলা-সহ ১৪ রাজ্য!

ধরে পেট্রোল ও ডিজেলের উপর ভ্যাট কমিয়েছে ২২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকা। এখনও ১৪টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত এলাকা এ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। ঘটনাচক্রে যে ক'টি রাজ্য এখনও জ্বালানি তেলের উপর ভ্যাট কমায়নি, সেই সবকটিই বিরোধী শাসিত রাজ্য। শুক্রবার রাতে নজিরবিহীনভাবে আলাদা করে এই রাজ্যগুলির তালিকা প্রকাশ করেছে কিনা আসলে চাপ বাড়ানোরই টাকা এবং পেট্রোলের দাম কৌশল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। গত কয়েক সপ্তাহে পেটোল এবং ডিজেলের

উঠছিল আম আদমির। দেশের অধিকাংশ রাজ্যে পেট্রোল ১১০টাকা এবং ডিজেল ১০০ টাকার গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছিল। যার ফলে চাপ বাড়ছিল কেন্দ্রের উপরও। সম্প্রতি ১৩ রাজ্যের উপনির্বাচনেও এর প্রভাব পড়েছে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে দিওয়ালির ঠিক আগে আগে জ্বালানি তেলের শুল্কে বডসড ছাড ঘোষণা করে মোদি সরকার। একধাক্কায় কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক। যা ডিজেলের দাম লিটারপ্রতি ১০ লিটারপ্রতি পাঁচ টাকা করে কমিয়ে দেওয়া হয়। এর পরই এনডিএ তথা বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি একে

লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির ফলে নাভিশ্বাস একে পেট্রোল ও ডিজেলে শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। একধাক্কায় বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পেট্রোল-ডিজেলের দাম অনেকটা কমে যাওয়ায় বিরোধীদের উপর চাপ যে অনেকটাই বেড়ে যায়, তা বলাই বাহুল্য। এবার কেন্দ্র সরকারিভাবে ওই রাজ্যগুলির তালিকা প্রকাশ করে চাপ আরও বাড়ালো।যে ২২টি রাজ্য কেন্দ্রের পথ ধরে পেট্রোল ও ডিজেলে ভ্যাট কমিয়েছে, সেই রাজ্যগুলির আলাদা করে প্রশস্তি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে নজিরবিহীন ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলা-সহ সেই ১৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এরপর দুইয়ের পাতায়

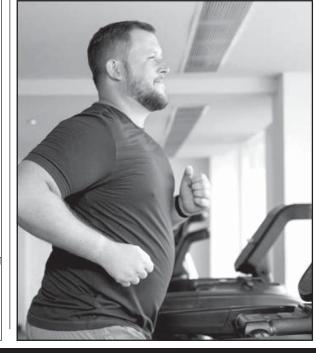
পাল্টে যেতেপারে পুরার

ভূবনেশ্বর, ৬ নভেম্বর।। জগন্নাথ দেবের ধাম পুরী। শোনা গিয়েছে, বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পুরীর পুরী নাম দু'টি। এ বিষয়ে এক সর্বভারতীয় সূচনা'র সেক্রেটারি রাজেশ কুমার মোহান্তি জানান, কোনও প্রয়োজন নেই বলেই মত তাঁর।

অনেক জায়গাতেই পুরীকে জগন্নাথ পুরী হিসেবে উল্লেখ বাঙালির অন্যতম প্রিয় স্থান। সময় পেলেই কেউ চলে করা হয়। একাধিক পুরাণেও জগন্নাথ পুরীর কথা লেখা যান বেড়াতে, কেউ যান জগন্নাথ দেবের দর্শন করতে। হয়েছে। কিছুদিন আগে পুরী গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই পুরীর নাম পাল্টানোর দাবি উঠল। আর তা নিয়েই । ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনিও নাকি পুরী ধামের নাম বদলের। জোর চর্চা ওডিশার রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক মহলে। পক্ষে। অবশ্য, পরীর নাম না পাল্টানোর পক্ষেও অনেকে মত দিয়েছে। পুরীর গোবর্ধন মঠের শংকরাচার্য নাম পাল্টানোর দাবি জানানো হয়েছে। শ্রী জগন্নাথ স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মতে, পুরীর নাম বদলানোর মন্দির ম্যানেজমেন্ট কমিটির বৈঠকেও বিষয়টি তোলা । কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ সারা বিশ্বে পুরী মানেই হয়েছিল। সেখানে প্রায় ৩০টি সংগঠন উপস্থিত ছিল। জগন্নাথ দেবের ধাম। তিনি জানান, দ্বারকা পুরী, মথুরা অনেকেই নাকি পুরীর নাম বদলানোর দাবি জানান। পুরী বা অযোধ্যা পুরীর মতো ধামের সঙ্গে পুরী শব্দটি অনেক নামের প্রস্তাব দেওয়া হয়। যার মধ্যে সবচেয়ে । এমনিতেই জড়িত। শুধুমাত্র জগন্নাথ দেবের ধামের ক্ষেত্রে বেশি দাবি জানানো হয় জগন্নাথ ধাম পুরী এবং জগন্নাথ শুধু পুরী শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আর পুরী নামটির সঙ্গে স্বয়ং জগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য জড়িয়ে রয়েছে। সেটিই সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শ্রী শ্রীক্ষেত্র সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই পুরীর পরিচয় বদলানোর

লাইফ স্টাইল

ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে নিলেই কমবে ওজন



বাজার কাঁপিয়ে বিক্রি হচ্ছে ওই ওযুধ! ওজন কমতে পারে বলে দাবি পেয়েছে। উল্লেখ্য, মার্কিন বছরের মধ্যে প্যাকেজিং ও

লো ক্যালোরি ডায়েট। কম খাওয়া দাওয়া। কিন্তু খিদে যে মেটে না! সেই সমস্যারই সুরাহা এনেছিল এক সংস্থা। অত্যন্ত ওই সংস্থার তরফে এমন দাবি করা হয়েছে। ওই সংস্থার দাবি, ওষুধ নিলেই কমবে খিদে। ফলে কমবে ওজন। আর সেই লোভেই হু হু করে বিক্রি হচ্ছে ডেনমার্কের সংস্থা-এর ওয়েট লসের ওষুধ। ওষুধটির নাম উইগোভি। ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে নিতে হয়। সপ্তাহে একটি করে নিলেই হবে।

ফলে প্রায় ১৫ কেজি পর্যন্ত

প্রস্তুতকারকদের। এই একটি ওযুধের প্রভাবেই প্রস্তুতকারক সংস্থার আয় প্রায় ৪১গুণ বৃদ্ধি সংস্থার সিইও লার্স ফ্রুয়ারগার্ড জর্গেনসেন বুধবার বলেন, অতিরিক্ত ওজন থাকলে কোভিড-১৯ রোগীদের জটিলতা আরও বাড়তে পারে। ফলে মহামারীতে অনেকে ওজন কমানোতে আরও বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। এই ওষুধটিই প্রথম প্রেসক্রাইবড তাতেই কমে যাবে খিদে। এর স্লিমিং ওষুধ যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

৭ বছরের জন্য ছাড়পত্র

মুলুকেই প্রাপ্তবয়স্কদের বেশিরভাগেরই ওজন বেশি। খারাপ জীবনযাত্রার কারণে অনেকেই ওজন কমাতে স্ট্রাগেল করেন। আর সেই কারণেই সেদেশে তুঙ্গে এই ওযুধের চাহিদা। অবস্থা এমনই যে, দোকানে গিয়েও কিনতে পারছেন না অনেকে। সংস্থার সিইও এ প্রসঙ্গে বলেন, "এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে আমরা সমস্ত রোগীদের সাহায্য করতে পারছি না।" তিনি জানান, এই সমস্যার সুরাহার চেস্টা করা হচ্ছে। আগামী

উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। নভো নরডিস্ক সংস্থা মূলক ডায়াবেটিস সংক্রান্ত ওষুধ প্রস্তুতের জন্য পরিচিত। ওজন কমানোর ওষুধ এই প্রথম আনল সংস্থাটি। আর তাতেই বাজিমাত। ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে

আনুমানিক ১০০ কোটি ব্যক্তি স্থূলকায় হয়ে যাবেন। এর ফলে আগামীদিনে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়বে প্রায় সব দেশেই। স্বাস্থ্য খাতে খরচও বেশি হবে।



ওয়ার্নার ঝড়ে বিপর্যস্ত ওয়েস্ট ইভিজ

বিশ্বকাপের বিদায়ী ম্যাচেই অবসর ব্রাভোর

দুবাই, ৬ নভেম্বর।। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের তারকাদের তালিকা তৈরি করলে ডোয়েন ব্রাভোর নাম উপরের দিকেই থাকবে। কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপ দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন সেই ব্রাভো। তবে দু'বার টি-২০ বিশ্বজয়ী দলের সদস্যের

আজ হ্যান্ডবলের নির্বাচনি শিবির

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর ঃ ৫০-তম জাতীয় সিনিয়র পুরুষদের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলায় অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে, ৫০-তম জাতীয় মহিলা হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৭ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত। আসর হবে হরিয়ানার সিরসাতে। আসরে পরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগে অংশগ্রহণ করবে ত্রিপরা। এই লক্ষ্যে আগামীকাল সকাল ১১টায় উমাকান্ত হ্যান্ডবল মাঠে একটি নির্বাচনি শিবির অনুষ্ঠিত হবে। হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব লিটন

তিপ্ৰা ফুটবল প্রতিযোগিতা নিয়ে বৈঠক

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

রায় এই সংবাদ জানিয়েছেন।

আগরতলা, ৬ নভেম্বর ঃ খুমুলুঙ-র প্রধান প্রশাসনিক নতুন ভবনের মিলনায়তনে এডিসি-র উদ্যোগে তিপ্রা ফুটবল প্রতিযোগিতা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী ২২ ও ২৪ নভেম্বর প্রতিযোগিতার দুইটি কোয়ার্টার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। ২৬ ও ২৭ নভেম্বর হবে সেমিফাইনাল। এছাডা ৩০ নভেম্বর খুমুলুঙ-এ হবে ফাইনাল ম্যাচ। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক পর্বের খেলা শেষ হয়েছে। প্রতিটি জোনালের চ্যাম্পিয়ন দল কোয়ার্টার ফাইনালে অংশগ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতাকে সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এদিনের বৈঠকে একটি উচ্চ পর্যায়ের উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন ক্রীড়া ও যুব কর্মসূচি দফতরের নির্বাহী সদস্য সোহেল দেববর্মা। এছাড়া মুখ্য নির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া সহ অন্যান্য নির্বাহী সদস্যরা এই কমিটিতে রয়েছেন। এছাড়া মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সি কে জমাতিয়া, সিআরপিএফ-র ৭১ নং ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট রামপ্ল্যাল্ট এই কমিটিতে রয়েছেন। এদিনের বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন উপ-মুখ্য নির্বাহী সদস্য অনিমেষ দেববর্মা। এছাড়া ছিলেন পূর্ত্ত দফতরের নির্বাহী সদস্য চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, ক্রীড়া ও যুব কর্মসূচি দফতরের নির্বাহী সদস্য সোহেল দেববর্মা, এমডিসি অনন্ত দেববর্মা, গণেশ দেববর্মা,



হয়তো একটাই আক্ষেপ রয়ে গেল। শেষ ম্যাচটা স্মরণীয় করে রাখা হল না তাঁর। অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে এবারের মতো টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেন তাঁরা। অন্যদিকে সেমিফাইনালে ওঠার রাস্তা আরও

ব্রাভো নন, ম্যাচ শুরুর আগে জানা যায় ক্রিস গেইলও নাকি আজই শেষবারের মতো দেশের জার্সিতে খেলতে নামছেন। তাঁর তরফ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও এদিনের ম্যাচের শেষটায় চওড়া হল অজিবাহিনীর। তবে শুধু সকলে মাতলেন ছোট ফরম্যাটের

দুই দুর্দান্ত তারকাকে নিয়েই।ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল তো বটেই ওয়ার্নাররাও ব্রাভো ও গেইলকে দিলেন গার্ড অফ অনার। চ্যাম্পিয়ন ডান্স করতেও দেখা গেল ব্রাভোকে। দর্শকদের দিকে টুপি ছুঁড়ে দিলেন

●এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর ঃ অন্যান্য ঘরোয়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে বিসিসিআই এখনও বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির দিনক্ষণ ঘোষণা করেনি। যে কোন সময় হযতো ঘোষণা করতে পারে। সেই লক্ষ্যে টিসিএ-র প্রস্তুতি চলছে। এদিন প্রথম দফার বাছাই পর্ব সম্পন্ন হলো। মোট ৩৪ জন ক্রিকেটারকে পরবর্তী নির্বাচনি শিবিরের জন্য বাছাই করা হয়েছে। নির্বাচিত ক্রিকেটারদের আগামী ৯ নভেম্বর দুপুর দুইটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। নির্বাচিত ক্রিকেটাররা হলো—শ্রাবণ গোস্বামী, রাহুল সূত্রধর, সম্রাট দাস, অভিরাজ বিশ্বাস, দেবাংশু দত্ত,

কল্লোল মজুমদার, দেবজিৎ সাহা, শশীকান্ত বিন, স্পর্শ দেববর্মা, সৌমিত্র কর্মকার, কৃশ ঘোষ, ধৃতিমান নন্দী, তীর্থরাজ দেবনাথ, আয়ুষ আলম, ওমর দেবনাথ, অর্কদ্যুতি দেব, রোহন বিশ্বাস, সৌরদীপ দত্ত, অভিনব দেবনাথ, বিজয় সেন, দেবরাজ সরকার, দীপঙ্কর ভাটনগর, জুয়েল দাস, রাকেশ রুদ্রপাল, মণি ত্রিপুরা, সুমিত যাদব, অর্কজিৎ পাল, দেবজিৎ দত্ত, অনুকৃল চন্দ্র দেব, সাত্ত্বিক দত্ত, সৌম্যজ্যোতি সিনহা, দীপজয় দেব, তনয় মণ্ডল, সৌরভ সাহা। ক্রিকেটপ্রেমীদের বক্তব্য হলো, এই ৩৪ জনের মধ্যে কয়েক জন হয়তো বয়সের কারণে বাতিল হয়ে যাবে। প্রত্যেক ক্রিকেটারের আধারকার্ডের

মাধ্যমে যাতে তাদের বয়স যাচাই করা হয় এই আবেদন জানিয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের তরফে। কারণ কিছুদিন আগে বয়সজনিত কারণে রীতিমত ল্যাজে-গোবরে হয়েছে টিসিএ। ১২ জন ক্রিকেটারকে সরে যেতে হয়েছে।এই ধরনের পরিস্থিতি যাতে আর তৈরি না হয় এই বিষয়টাই এখন নিশ্চিত করতে হবে টিসিএ-কে। এদিকে, এই ৩৪ জন ক্রিকেটারের জন্য ৫ জন কোচ থাকবে। তারা হলো—সুজিত রায়, জয়ন্ত দেবনাথ, নারায়ণ চন্দ্র দেব, পীযৃষ দেব, ধনঞ্জয় দে। তিন ট্রেনার হলেন—শহিদুল হোসেন, অচিন্ত্য চক্রবর্তী এবং অজয় পাল। টিসিএ-র সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা এই

টুয়েন্টি-২০ ক্রিকেটে স্থানীয়রাই উজ্জ্বল ভূমিকায়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, খেলা কঠিন নয়। আরও এক ক্রমশঃ বাড়ছে। রজত দে আগের আগরতলা, ৬ নভেম্বর ঃ সৈয়দ মুস্তাক আলি টুয়েন্টি-২০ ক্রিকেটে একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা দেখা যাচ্ছে। টানা তিনটি ম্যাচে জয় পেয়েছে ত্রিপুরা। ঘটনা হলো, এই ক্রিকেটারের মধ্যে এক জন প্রথম ম্যাচের পর আর মাঠেই নামেনি। যাকে দলনায়ক করা হয়েছে সেই পবন প্রথম দুই ম্যাচে শোচনীয় ব্যর্থ। অথচ ওয়ানডাউন জায়গাটা সে কাউকে ছাড়তে রাজি নয়। তৃতীয় ম্যাচে অর্ধ শতরান করেছে ঠিকই কিন্তু এর মধ্যে বিশেষ কৃতিত্ব কেউ দেখছে না। কারণ ক্রিকেটে এমনটা হয়েই থাকে। টানা ব্যর্থ হওয়া ক্রিকেটার যদি সুযোগ পেতেই থাকে তখন তার মধ্যে এমন ধারণা তৈরি হয় য়ে, ব্যর্থ হলেও তাকে বাদ দেওয়া হবে না। ফলে তার মধ্যে তৈরি হয় একটা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস। এই অবস্থায় মাঝে এরপর দুইয়ের পাতায় │ মাঝে দুই-একটি ভালো ইনিংস

৪ ওভারে ২৯ রান দিয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচেও বিশেষ পাত্তা পায়নি। তৃতীয় ম্যাচে ২টি উইকেট পেয়েছে। তবে ছিল না। কর্ণাটক বা তামিলনাডুর মতো রঞ্জি দলে সুযোগ পাওয়া ক্রিকেটার বেশ উঁচুমানের হবে এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। পবন বা রাহিল শাহ তাদের সেরা সময় অনেক আগেই পার করে ফেলেছে। বর্তমানে তারা এককথায় বাতিল ক্রিকেটার। অন্য কোন রাজ্য দলে সুযোগ না পেয়ে টিসিএ কর্তাদের ম্যানেজ করে এখানে খেলতে এসেছে। শুধু তাই নয়, এদের মধ্যে এক জনকে রাজ্য দলের অধিনায়কও বানিয়ে ফেলেছে। এবার এই অধিনায়ক আর কোচ মিলে গোটা দলকে পরিচালনা স্থানীয় করছে। অর্থাৎ ক্রিকেটারদের বঞ্চনার আশঙ্কাও

পেশাদার রাহিল শাহ। প্রথম ম্যাচে স্যাচে জীবনের সেরা ইনিংস খেলেছিল। ক্রিকেটপ্রেমীরা আশায় ছিল, হয়তো তাকে ওয়ানডাউনে তুলে আনা হবে। কারণ টানা ব্যাটসম্যানরা নিরাপদ জায়গায় কয়েকটি ভালো ইনিংস খেলতে তিন জয়ের ক্ষেত্রে সিংহভাগ পৌছেছিল বলেই সেটা সম্ভব পারলে আইপিএল কর্তাদের অবদান স্থানীয় ক্রিকেটারদের।তিন হয়েছে। পবন বা রাহিল শাহ নজরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। ভিনরাজ্যের বাতিল পেশাদার মোটেই খারাপ মানের ক্রিকেটার কিন্তু পবন তার জায়গা নাকি ছাড়তে রাজি নয়। তারপরও রাজ্য দলের সাফল্যের নেপথ্যে স্থানীয়দেরই বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মণিশংকর প্রতিটি ম্যাচেই নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিচ্ছে। বিক্রম দাস ইতিমধ্যেই দুইটি অর্ধ শতরান করে নিয়েছে। ব্যাটিং কিংবা বোলিং যখনই সুযোগ পাচ্ছে নিজেকে চেনাচ্ছে শংকর পাল। জীবনের সেরা ইনিংস খেলে ফেলেছে রজত। এদের পারফরম্যান্সেই ত্রিপুরা জয়ের করেছে। ক্রিকেটপ্রেমীরা চাইছে, স্থানীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট যাতে কোন রাজনীতি

ক্লাব ক্রিকেটকে গুরুত্ব না দিলে জাতীয় আসরে সাফল্য অসম্ভব

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, অনেক মহকুমাতে ভালো ক্রিকেট আগরতলা, ৬ নভেম্বর ঃ রাজ্য জুড়ে ঘরোয়া ক্রিকেটকে গুরুত্ব না দিলে জাতীয় ক্রিকেটে গিয়ে সাফল্য পাওয়া শুধু কঠিন নয় এক প্রকার অসম্ভবও। আসলে গত ৪-৫ বছর ধরেই এরাজ্যে ঘরোয়া ক্রিকেট মহকুমাতেও ক্রিকেট গুরুত্ব গুরুত্বহীন। ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রতি টিসিএ এবং মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনগুলির যেন নজর কমছে। রাজ্যে সরকার বদলের পর টিসিএ-তে যে ঝামেলা শুরু হয়েছিল তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্রিকেট। ২০১৮ সাল থেকেই টিসিএ-তে ক্রিকেট গুরুত্বহীন হয়। একই হাল অবশ্য বিভিন্ন মহকুমায়। ক্রিকেট দিন দিন ক্রিকেট বন্ধ। গত বছর দলবদল এরাজ্যে গুরুত্বহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে আগরতলা ক্লাব ক্রিকেটে বেশ জমজমাট খেলা হতো। ক্রিকেটের কোন চর্চা বা ক্রিকেট রাজের ছেলেদের সাথে পাল্লা নিয়ে কোন কিছু নেই সেখানে দিতো ভিনুরাজ্যের ছেলেরা। লম্বা মহকুমাগুলি তো ফাঁকি দেবেই। যে

হতো। একটা সময় আগরতলার বাইরে উদয়পুর, সোনামুড়া, সাব্রুম, বিলোনিয়া, বিশালগড়ে প্রচুর ক্রিকেট হতো। কিন্তু গত চার বছরে আগরতলার পাশাপাশি বিভিন্ন তৈরি হওয়ার সময়-সুযোগ হারিয়েছে। একদিকে টিসিএ এবং মহকুমা ক্রিকেটে অতিমাত্রায় রাজনীতি তো অন্যদিকে অযোগ্য লোকদের ক্রিকেটের দায়িত্বে আনা। টাকা লুট ছাড়া ক্রিকেট যেন অন্য কাজে নেই। নজিরবিহীন ঘটনা যে, গত তিন মরশুমে আগরতলায় মাত্র দুইটি ক্লাব লিগ ক্রিকেট হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যে সিনিয়র হয়নি।এবারও দলবদল হয়নি এখন পর্যন্ত। যেখানে খোদ টিসিএ-তে সময় এরাজ্যে ক্রিকেট হতো। সমস্তরাজ্য জাতীয় ক্রিকেটে সাফল্য

হয়ে খেলতে আসছে। কিন্তু ত্রিপুরা ? জাতীয় আসরের আগে কিছু দিনের প্রস্তুতিই শুধু। সারা বছর ক্রিকেটহীন এরাজ্যে ক্রিকেটারদের কোথায় ? স্থানীয় ক্রিকেটে যতদিন না জোর দেওয়া হবে, যতদিন না ঘরোয়া ক্রিকেটের সুযোগ বাড়বে, যতদিন না গোটা রাজ্যে বেশি করে ক্রিকেট হবে ততদিন কিন্তু জাতীয় আসরে ভালো খেলা বা সাফল্য পাওয়া কঠিন। যত বেশি ম্যাচ ছেলে-মেয়েরা খেলবে তত বেশি তারা তৈরি হবে। তবে দুর্ভাগ্য টিসিএ-র, দুর্ভাগ্য মহকুমা ক্রিকেটের এবং দুর্ভাগ্য ক্রিকেটারদের। যাদের টিসিএ বা মহকুমা ক্রিকেটের ক্ষমতায় বসানো হয়েছে তারা ক্রিকেট ছাড়া সব কিছু করছেন। তারা শুধু অনিয়মেই ব্যস্ত। নভেম্বর মাস চলছে। কিন্তু এখনও ক্রিকেটের দলবদলের কোন খবর

পাচ্ছে বা উঠে আসছে তারা তৈরি

নেই। এখনও ঘোষণা হয়নি যে, এই বছর কবে কোন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হবে। তবে টিসিএ-র বর্তমান কর্তারা ক্রিকেট মাঠে শুধু গোলই খাবেন। কেননা তাদের ২৬ মাসে ক্রিকেট শেষ হয়ে যাচেছ। এরাজ্যের ক্রিকেটে ১৪টি ক্লাবের বিরাট ভূমিকা। বিশেষ করে জাতীয় ক্রিকেটের আসল যে প্রস্তুতি তা ক্লাব ক্রিকেটে হয়। কিন্তু টিসিএ-র বর্তমান কমিটির কর্তারা শুধু গোষ্ঠীবাজি করে ক্লাব ক্রিকেটকে আজ পঙ্গু করে রেখেছেন। ক্লাব ক্রিকেটকে যত কোণঠাসা করা হবে জাতীয় ক্রিকেটে ত্রিপুরা তত পেছনে চলে যাবে। টিসিএ-র বর্তমান কর্তাদের উচিত গোষ্ঠীবাজি বাদ দিয়ে ক্রিকেট শুরু করা। ১৪টি ক্লাবকে নিয়ে এক দিন টিসিএ-তে বসা উচিত শুধু ক্রিকেট নিয়ে আলোচনার জন্য। ক্লাব ক্রিকেটকে গুরুত্ব না দিলে রাজ্য ক্রিকেট কিন্তু ডুবতে বাধ্য।

সিনিয়র মহিলা ফুটবলের ক্রীড়া

সূচি ঘোষিত প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ **নভেম্বর ঃ** ২৬-তম জাতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবলের ক্ৰীড়া সূচি ঘোষিত হলো। এবারের আসর হবে কেরালায়। ত্রিপুরা রয়েছে 'বি' গ্রুপে। গ্রুপের বাকি দলগুলি হলো---রেলওয়ে, ছত্তিশগড়, দাদরা ও নগর হাবেলি। আগামী ২৮ নভেম্বর প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে রেলওয়ের বিরুদ্ধে। ৩০ নভেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরার সামনে ছত্তিশগড়। ২ ডিসেম্বর গ্রুপের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে দাদরা ও নগর হাবেলি-র বিরুদ্ধে। প্রতি গ্রুপের শীর্ষ স্থানাধিকারী দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। আগামী ৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে কোয়ার্টার ফাইনাল। দুইটি সেমিফাইনাল হবে ৭ নভেম্বর। এছাডা ৯ নভেম্বর ফাইনাল। আসরের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই টিএফএ প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত তাদের অনুশীলনের কোন খবর নেই। টিএফএ আসরে দল পাঠাতে চাইছে। যদিও শেষ পর্যন্ত সেটা সম্ভব হবে কি না তা নিশ্চিত নয়। কারণ সামনেই পুর ভোট। রাজ্য মহিলা দলের অনেক প্রথম সারির ফুটবলার ত্রিপুরা পুলিশে কর্মরত। সুতরাং তাদেরকে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। আর ত্রিপুরা পুলিশের ফুটবলারদের ছাড়া জাতীয় আসরে খেলতে যাওয়া খুবই ঝুকিপূর্ণ হয়ে যাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই প্রাথমিক দল ঘোষণা করেও এখনও পর্যন্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে পারেনি টিএফএ।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, **আগরতলা, ৬ নভেম্বর ঃ** টানা চারটি পরাজয়ের পর অবশেষে পঞ্চম তথা শেষ ম্যাচে জয় পেলো মহিলা ক্রিকেট দল। অনুধর্ব ১৯ দলও একটি ম্যাচে জয় পেয়েছিল। সিনিয়র মহিলা দলও একটি ম্যাচে জয় পেয়ে শহরে ফিরছে। দেরাদুনের তানুশ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি মাঠে ত্রিপুরা ৩ উইকেটে হারালো ঝাড়খণ্ডকে। বেশ লড়াকু জয় তুলে নিলো ত্রিপুরা। বল হাতে নিকিতা, প্রিয়াঙ্কা এবং ব্যাট হাতে রিজু, ইন্দ্ররানি, মৌচৈতি-রা দলের জয়ের রাস্তা মসৃণ করে দেয়। একটা সময় জাতীয় সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে বেশ ভালো জায়গায় ছিল রাজ্যের মেয়েরা। কিন্তু ঘটনা হলো, অন্যান্য রাজ্যগুলি যত দ্রুততার সাথে প্রতিভাবান ক্রিকেটার তুলে আনছে সেই কাজে ব্যর্থ ত্রিপুরা। মৌচৈতি, ইন্দ্রনানি, রীতা, প্রিয়াঙ্কা, অন্নপূর্ণা, মৌটুসি-রা দশ বছরেরও বেশি সময়

ধরে খেলে চলেছে। অঞ্জু জৈন-র হাতে তৈরি এই ক্রিকেটাদের বিকল্প এখনও পাওয়া যায়নি। রিজু, শিউলি, ঝুমকি, মামন-র মতো মাঝে মাঝে কেউ কেউ উঠে আসছে। কিন্তু সংখ্যাটা এতই কম যে ইন্দ্ররানি এবং রীতা-দের এখনও খেলে যেতে হচ্ছে। অথচ অন্যান্য রাজ্যগুলি মহিলা ক্রিকেটকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেয়। প্রতি বছরই দলগুলিতে নতুন প্রতিভার দেখা মিলে। অথচ ত্রিপুরা চলছে ঠিক উল্টো পথে। ফলে মহিলা দলের এই ব্যর্থতা মোটেই কোন অপ্রত্যাশিত বিষয় নয়। এটাই তো হওয়ার কথা। ভারতের অধিকাংশ রাজ্যই এখন মহিলা ক্রিকেটে অনেক উন্নতি করেছে। অথচ ত্রিপুরা পাঁচ বছর আগে যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে আছে। এই অবস্থায় একটি বা দুইটি সাস্ত্রনার জয় হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু সার্বিক সাফল্য আসে না।টানা চার পরাজয়ের পর শনিবার এমনই একটি জয় তুলে নিলো অন্নপূর্ণা-র

দল। টসে জিতে ঝাড়খণ্ড প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়।ঝাড়খণ্ডের প্রথম তিন ব্যাটসম্যান অনামিকা (০), রেশমি (২), সোনিয়া (০) দ্রুত বিদায় নেয়। ত্রিপুরার বোলাররা শুরুতে বেশ দাপট দেখালো। ঘোর বিপর্যয়ের মুখে ঝাডখণ্ড ইনিংস সামাল দেয় দুর্গা এবং মমতা। মূলতঃ এই জুটি ঝাড়খণ্ডকে একটা লড়াকু জায়গায় পৌঁছে দেয়। ৪৮.২ ওভারে সবকয়টি উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান করে ঝাড়খণ্ড। দুর্গা ৪৯ এবং মমতা ৩৫ রান করে। ত্রিপুরার হয়ে নিকিতা ৪টি এবং প্রিয়াঙ্কা ৩টি উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা ৪৯.২ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। ওপেনার ঝুমকি ৯ রানের বেশি করতে পারেনি। দ্বিতীয় উইকেটে মৌচৈতি এবং ইন্দ্ররানি ত্রিপুরার ইনিংসের হাল ধরে। ইন্দ্রনানি ৩২ এবং মৌচৈতি ২৮ রানে ফিরে যাওয়ার পর ত্রিপুরার ●এরপর দুইয়ের পাতায়

চণ্ডীগড় রওয়ানা হলো জুডো দল

আগরতলা, ৬ নভেম্বর ঃ আগামী হবে জাতীয় সাব-জুনিয়র জুডো প্রতিযোগিতা। এই লক্ষ্যে শনিবার রাজ্য দলের সদস্যরা রেলপথে চণ্ডীগড় রওয়ানা হয়েছে। দলে

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ১০-১৩ নভেম্বর চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত বালক এবং বালিক দুই বিভাগে রয়েছে দুই জন কোচ। নির্বাচিত খেলোয়াড়রা হলো—ইশান দে (৩৫ কেজি), রুবেল ত্রিপুরা (৫০ কেজি), মাধবী চক্রবর্তী (৩৬

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, মোট আট জন খেলোয়াড়কে কেজি), ঝুমা আক্তার (৪০ কেজি), রঞ্জিতা দাস (৪৪ কেজি), প্রীতি সিনহা (৪৮ কেজি), অনাসলিয়া রিয়াং (৫২ কেজি), যিশা চাকমা (৫৭ কেজি)। বালকদের কোচ প্রিয়লাল সাহা এবং বালিকাদের কোচ গীতা সিনহা।



আগরতলা, ৬ নভেম্বর ঃ পরাজয়ের হ্যাট্রিক দেখতেই অভ্যস্ত রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীরা। সেখানে এবার কিছুটা ব্যতিক্রমী ভূমিকায় রাজ্যের সিনিয়র পুরুষদের ক্রিকেট দল। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে টানা করে, মণিশংকর যে মানের সুযোগটা কাজে লাগালো। মাত্র ১৩ তিন ম্যাচে তার সংগ্রহ ১০টি তিনটি ম্যাচ জিতে হ্যাট্রিক করলো। সিকিম, মিজোরামের পর এবার মণিপুরকেও হারালো রাজ্য দল। গত বছর সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সবকয়টি ম্যাচে পরাস্ত হওয়ার ফলে এবার প্লেট গ্রুপে খেলতে হচ্ছে। ফের এলিট গ্রুপে উঠার লক্ষ্য।বলাইবাহুল্য, সেই লক্ষ্য পুরণে জোরদার গতিতে এগিয়ে চলেছে ত্রিপুরা। এদিন বিজওয়াড়ার মোলাপাড়ুর গোকারাজু এসিএ ক্রিকেট মাঠে ত্রিপুরা ৫৫ রানে হারিয়ে দিলো মণিপুরকে। জিততে বিশেষ একটা বেগ পেতে হলো না রাজ্য দলকে। যদিও রাজ্য দলের টিম ম্যানেজমেন্টের কিছু উদ্দেশ্যহীন পদক্ষেপ রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীদের বিরক্ত করে তুলছে। মুস্তাক আলি টুফিতে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলতে পারলে আইপিএল-র দরজা খুলতে পারে। এক্ষেত্রে টিসিএ-র উচিত ছিল, স্থানীয় ক্রিকেটারদের অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া। রজত দে আগের ম্যাচে ৪৬ বলে ৮২ রানের একটি দূরন্ত ইনিংস উপহার দিয়েছিল। অথচ এদিন তার ব্যাটই করা হলো না। কারণ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও দলনায়ক তথা ভিন্রাজ্যের কেবি পবন নিজের ওয়ানডাউনের জায়গাটা ছাড়লো না। প্রথম দুই ম্যাচে ব্যর্থতার পর এদিন অবশ্য রান পেয়েছে পবন। কিন্তু ক্রিকেটপ্রেমীদের ধারণা, রজত-কে ওয়ানডাউনে পাঠালে দল আরও বেশি লাভবান হবে। ব্যাটিং অর্ডারে মণিশংকর-র এদিন প্রমোশন হয়েছে। সুযোগটা দারুণভাবেই কাজে লাগিয়েছে মণিশংকর। এদিন টসে জিতে ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিক্রম দাস এবং অর্কপ্রভ সিনহা দলের হয়ে ওপেন করতে নামে। এদিনও রান পেলো না অর্কপ্রভ। মাত্র ৮ রান করে ফিরে যায়। এবার তার বিকল্পের চিস্তা করা উচিত। অপর ওপেনার বিক্রম দাস প্রথম ম্যাচে দুরস্ত অর্ধ শতরান

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

বিক্রম। টানা ব্যর্থ হতে হতে এদিন রান পেলো পবন। ৬৫ রান করলো সে। চার নম্বরে নামা মণিশংকর ঝডো গতিতে দলের রানকে এগিয়ে ব্যাটসম্যান তাতে তিন বা চার নম্বর তাকে ঠেলে দেওয়া হয় সাত বা আট নম্বরে। যখন ইনিংস প্রায় শেষের

শতরান। ৫১ বলে ৫৬ রান করলো

ট্রফিতে দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেছিল মণিশংকর মুড়াসিং। অথচ বৰ্তমান টিম ম্যানেজমেন্ট তাকে সেভাবে কাজে লাগাতেই পারছে না। এদিন কিছুটা বোধোদয় নিয়ে যায়।ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা মনে হয়েছে। মণিশংকরও দারুণভাবেই বলে ৩৪ রানের একটি ঝডো তার উপযুক্ত জায়গা। সেখানে ইনিংস খেলে ত্রিপুরাকে দেখলো পেশাদার রাহিল শাহ। সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছে দেয়। নির্ধারিত ২০ ওভারে ২ উইকেট পথে। বেশি বল খেলারও সুযোগ হারিয়ে ১৬৮ রান করে ত্রিপুরা। জয় পায় ত্রিপুরা। আগামী ৮ হয় না। এটাও আমাদের মনে রাখা জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২০ নভেম্বর চতুর্থ ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে উচিত যে, দুই বছর আগে শেষ রঞ্জি ওভারে ৬ উইকেটে ১১৩ রানে

হয়ে জনসন ৪৩ এবং করণজিৎ ৩৫ রান করে। ত্রিপুরার হয়ে সেরা ম্যাচে ৪, দ্বিতীয় ম্যাচে ৩ উইকেটের পেলো ২টি উইকেট। মণিশংকর-র

টিএফএ-র ঘাটতি বাজেটেও ক্লাবগুলির শেয়ার মানি নেই

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর ঃ এতদিন রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারকে ঘাটতি বাজেট পেশ করতে দেখা গেছে। এবার ত্রিপুরায় স্বশাসিত এক ক্রীড়া সংস্থার তরফে ঘাটতি বাজেট পেশ করতে দেখা গেলো। রাজ্যের এই স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থার নাম ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ওরকে টিএফএ। ২০২১-২২ ফুটবল সিজন উপলক্ষ্যে টিএফএ-র ফিন্যান্স কমিটি যে বাজেট করেছে তা ঘাটতি বাজেট। এই ঘাটতি বাজেটের মূল কথা হলো, যত টাকা আয়ের সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে টিএফএ। সাধারণত যে কোন স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থা তাদের খরচের চেয়ে আয়ের দিকটা বেশি রেখে বাজেট করে। কেননা ঘাটতি বাজেট হলে তো ঋণ বাড়বে। কিন্তু দেখা গেলো, যেখানে রাজ্যের অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি খরচের চেয়ে আয়ের সংস্থান বেশি রাখার চেষ্টা করে সেখানে টিএফএ-তে আয়ের চেয়ে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা বেশি খরচ করেছিল।তবে সেক্ষেত্রে রাজ্যের ক্ষেত্রে) করে 1নার টিএফএ-র জমানো টাকা, সভাপতি নেগেটিভ রি পোর্ট এখানে ও এক যুগ্মসচিব থেকে টাকা নিয়ে বাধ্যতামূলক সেখানে উমাকান্ত ঋণ কমানো হয়েছিল। এবারও কি মাঠে টিকিট বিক্রি করে ফুটবল তাহলে টিএফএ-র জমানো টাকা ভেঙে বা দেনা করে বাজেটের

ঘাটতি বাজেটে যে প্রশ্নগুলি সামনে একটি রাজনৈতিক দলের সমাবেশ উঠে আসছে তার মধ্যে অন্যতম নিয়ে যে নির্দেশ দিয়েছে তারপর হলো, বাজেটে দেখা যাচেছ রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র মিটে টিএফএ-র আয় (স্পনসর) হতে পারে তিন লক্ষ টাকা। সেখানে খরচ ৫ লক্ষ টাকা। এছাডা জ্রনিয়র অনুধর্ব ফুটবলে আসতে পারে দুই লক্ষ টাকা। কিন্তু খরচ চার লক্ষ টাকা। অর্থাৎ দুইটি রাজ্যভিত্তিক ফুটবলে ঘাটতি বাজেটে টিএফএ-র আয় সেখানে সম্ভাব্য খরচ দেখানো হয়েছে ৩২ লক্ষ ৬ হাজার ৫০০ দিকে ঘরোয়া ফুটবলে টিকিট বিক্রি বাবদ দেখানো হয়েছে তিন আয় হবে কি না সন্দেহ। এছাডা রাজ্য প্রশাসন বা জেলা প্রশাসন উমাকান্ত মাঠে টিকিট বিক্রির এরাজ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে (৯টি খেলার আয়োজনে জেলা প্রশাসন আদৌ অনুমতি দেবে তো ? এছাড়া ঘাটতি মেটানো হবে? টিএফএ-র মাননীয় উচ্চ আদালত সম্প্রতি তা কিন্তু বাজেটে স্পষ্ট।

উমাকান্ত মাঠে টিকিট দিয়ে দর্শকদের খেলা দেখার অনুমতি দেবে বলে মনে হয় না। অর্থাৎ এখানেও টিএফএ-র আয় কমতে পারে টিকিট বিক্রি ইস্যুতে। এদিকে, টিএফএ ৩২ লক্ষ টাকার বাজেট ঘোষণা করলেও এতে ক্লাবগুলির কোন গেট মানি বা টিএফএ-র ঘাটতি হতে পারে চার ম্যাচ মানির সংস্থান রাখা হয়নি লক্ষ টাকা।এবারের (২০২১-২২) বলে ক্লাবগুলির অভিযোগ। টিএফএ-র ঘাটতি বাজেট সামনে দেখানো হয়েছে ২৫ লক্ষ ৯১২ আসার পর ক্লাবগুলির অভিযোগ, হাজার ৪৪৭ টাকা ৪২ পয়সা। এই বাজেটে ২৮টি ক্লাবের কোন শেয়ার মানি, গেট মানি বা ম্যাচ মানির কথা বলা হয়নি বা টাকা টাকা। তবে ঘটনা হচ্ছে, আয়ের রাখা হয়নি। অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরেই নাকি টিএফএ নানা কৌশলে ক্লাবগুলির শেয়ার লক্ষ টাকা। এই টাকা আদৌ এবার সানি বা গেট মানি না দিয়ে অন্যভাবে তার খরচ দেখাচ্ছে। বাম আমলে যা কিছু টাকা পাওয়া যেতো এই সরকারের আমলে অনুমতি এবার আদৌ দেবে কি নাকি তাও উধাও। এক্ষেত্রে চেয়ে খরচ বেশি। অবশ্য দেখা না সন্দেহ আছে। যেখানে ক্লাবগুলি ফুটবল খেলে টিএফএ গেছে, গত বছরও টিএফএ আয়ের করোনার বিধি-নিষেধ মেনে থেকে শেয়ার মানির কোন টাকা পায় না। টিএফএ নাকি সিআরএস খাতে ক্লাবগুলির প্রাপ্য টাকা খরচ দেখিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স হলে প্রাইজমানি পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে বাকি ক্লাবগুলির আর্থিক সমস্যার কোন সমাধানে টিএফএ যে আন্তরিক নয়

করেছিল। এদিনও তার ব্যাট থেকে

বেরিয়ে এলো একটি ঝকঝকে অর্ধ[|]

জলে ডুবে

শিশুর মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

সোনামুড়া, ৬ নভেম্বর।। খেলতে খেলতে দেড় বছরের শিশু কখন

প্রতিবেশীর পুকুরে পড়ে গিয়েছে

তা কেউই টের পানন। কিন্তু

যতক্ষণে তারা বিষয়টি জানতে

পেরেছিলেন অনেকটাই দেরি হয়ে

গিয়েছিল। তারপরও দৌডঝাঁপ

করে শিশুটিকে উদ্ধারের পর

সোনামুড়া হাসপাতালে নিয়ে

যাওয়া হয়। তখনও শিশুটি জীবিত

ছিল। তাকে মেলাঘর হাসপাতালে

রেফার করা হলেও শেষ পর্যন্ত প্রাণ

রক্ষা হয়নি। মেলাঘর হাসপাতালে

যাওয়ার পথেই সোনামুড়ার

আড়ালিয়া ১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা

সেলিম খন্দকারের দেড় বছরের

ছেলে মহম্মদ খন্দকার মৃত্যুর

কোলে ঢলে পড়েন। মেলাঘর

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর

শিশুটিকে দেখে কর্তব্যরত

চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জানা গেছে, এদিন সকালে শিশুটি

বাড়িতেই খেলাধূলা করছিল।

কিন্তু পরিবারের সদস্যদের

অজান্তে সে পার্শ্ববর্তী পুকুরে চলে

যায়। কিছু সময় পর শিশুর মা

সন্তানকে দেখতে না পেয়ে

খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পুকুর

পাড়ে গিয়ে দেখা যায় শিশুটি জলে

ভাসছে। তড়িঘড়ি তারা শিশুকে

উদ্ধার করলেও তার প্রাণ রক্ষা করা

৮ বছর পর শিক্ষকদের

বিএড চাইলো দফতর

স্পেশাল বিএড-এ শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের পড়াবেন। অথচ এই সুবিধা দেখিয়ে বেআইনিভাবে এক শিক্ষিকাকে নিয়মিত করে দেওয়া হয়েছে। এই বছরের ৮ জুলাই বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা চাঁদনী চন্দ্রণ অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুলির ২৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ফিক্সড পে থেকে নিয়মিত করার অনুমোদন দেন। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ৭ থেকে ৮ বছর চাকরি করে নিয়েছেন। অথচ এই শিক্ষকদের এই বছরের ৩১ মার্চ থেকে নিয়মিত বেতনক্রম দেওয়ার আদেশ জারি করা হয়। এসবের পরও বঞ্চনার শিকার হলেন সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলে চাকরি করা চারজন শিক্ষক-শিক্ষিকা। তাদের সঙ্গেই নিযুক্ত দুই শিক্ষককে ২০১৯ সালের মার্চেই নিয়মিত করা হয়েছিল। এই শিক্ষকদের ডিএলএড করানো ছিল। নিয়মিত

বর্তমান শিক্ষা সচিব সৌম্যা গুপ্ত। তিনি নিয়মিতকরণের বিজ্ঞপ্তি জারি করলেও শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। জানা গেছে, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের নির্দেশে নিয়মিত করার ফাইলে আবার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশকে এক স্বাক্ষরে উড়িয়ে দিলেনে শিক্ষা সচবি। অভিযোগ, ২০১৯ সালে শুধুমাত্র ডিএলএড ডিগ্রি দিয়ে নিয়মিত হওয়া দুইজনকে আবার কিভাবে ফিক্সড পে'তে নেওয়া যাবে? তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অবাক করার বিষয় হচ্ছে রাজ্য সরকার এনসিটিই'র নিদের্শিকা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে ২০১৫ সালে। এরপর কিভাবে শিক্ষা সচিব ২০১৫ সালের নিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকা কার্যকর করতে পারেন? নিয়োগপত্রে কোথাও লেখা ছিল না নিয়মিত হতে গেলে ডিএলএড এরপর দুইয়ের পাতায়

সে স্বীকার করে নেয় গত ২৫

অক্টোবর রাতেই মদ্যপানের পর

নোটন দাসকে খুন করে বক্সনগরের

গভীর জঙ্গলে মাটি চাপা দিয়েছে।

সেই মোতাবেক কলমচৌড়া এবং

বিশালগড় থানার যৌথ পুলিশ

বাহিনী অভিজিৎ-কে সাথে নিয়ে

মৃতদেহ উদ্ধার করতে ছুটে যায়

ডেলানিয়া এলাকায়। মূল সড়ক

থেকে কম করে ৪ কিলোমিটার

ভেতরে গভীর জঙ্গলে নোটন

দাসের মৃতদেহ মাটি চাপা দেওয়া

হয়েছিল।অভিজিৎ দাস নিজেই ওই

জায়গাটি পুলিশকে দেখিয়েছে।

পরবর্তী সময় তাকে দিয়েই মাটি

খুঁড়িয়ে নোটন দাসের মৃতদেহ

উদ্ধার করা হয়। পুলিশের জেরায়

অভিজিৎ জানিয়েছে, মদ্যপানের

পর নোটনের মাথায় লাঠি দিয়ে

আঘাত করে ছিল সে। লাঠির

আঘাতে নোটন মাটিতে লুটিয়ে

পড়েন। পরে তার মৃত্যু নিশ্চিত

করার জন্য ঘটনাস্থলে পার্শ্ববর্তী

নিজের গাঁজা বাগান থেকে একটি

দা নিয়ে আসে অভিজিৎ। সেই দা

দিয়ে নোটন দাসের গলায় আঘাত

করে। যার ফলে ঘটনাস্থলে তার

মৃত্যু হয়। এদিন উদ্ধারকৃত মৃতদেহ

বক্সনগর হাসপাতালে রাখা হয়েছে।

রবিবার ময়নাতদন্তের পর তার

মৃতদেহ পরিজনদের হাতে তুলে

দেওয়া হবে। এদিকে অভিযুক্ত

সোনালী দাসকে আটক করে রাখা

হয়েছে বিশালগড় মহিলা থানায়।

Ram Bricks

Industrics

Jirania

ইটের জন্য কোম্পানীর

একমাত্র নিজস্ব এই ফোন

নম্বরে যোগাযোগ করুন।

Mob - 7640085418

জায়গা বিক্রি

রানীরবাজার বৃদ্ধনগর

মেস্তরীপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি

স্কুলের পাশে আড়াই গভা

করে ৫টি প্লট আছে

আসাম-আগরতলা রোড

থেকে ৮০০ মিটার

— ঃ যোগাযোগ ঃ—

Mob - 8837420700

03813560331

ভিতরে।

গণধোলাইয়ে গরু চোরের মৃত্যু, চাঞ্চল্য



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৬ নভেম্বর।। সীমান্তে কডা নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে চোরের দল প্রতিনিয়ত এপারে প্রবেশ করছে। শুক্রবার গভীর রাতের একটি ঘটনা আবারও প্রমাণ করলো নিরাপত্তা ব্যবস্থা যতই কঠোর হোক না কেন এ রাজ্যে অনুপ্রবেশ বন্ধ নেই। বাংলাদেশ থেকে আসা তিন জন চোর সোনামুড়া থানাধীন কমলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫নং ওয়ার্ডে আসে গরু চুরির উদ্দেশে। তাদের মধ্যে একজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে এলাকাবাসী। অভিযুক্তকে পিটিয়ে মেরে ফেলা

হয় সেখানেই। পুলিশ পরবর্তী সময় ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। এলাকাবাসীর দাবি মৃত ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক। তার সাথে আরও দু'জন চুরি করতে আসলেও তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। চোরদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন লিটন পাল নামে জনৈক ব্যক্তি। দা দিয়ে এক চোর লিটন পালের মাথায় আঘাত করে। তবে সৌভাগ্যবশত দায়ের আঘাত লাগে লিটন পালের কানে। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে তিনি

এরপর দুইয়ের পাতায়



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর ।। প্রয়াত হলেন আরও এক ১০৩২৩'র স্নাতক শিক্ষক। শনিবার ভোর তিনটা নাগাদ জিবিপি হাসপাতালে আনার পথেই মারা গেছেন রতন দাস নামে ৫১ বছরের এই শিক্ষক।

তার বাড়ি ইন্দ্রনগরের লাড্ডু

বিক্ৰয় এখানে পুরাতন দরজা, জানালা, ইট, কাঠ, চিপস্, রাবিশ বিক্রয় হয়।

শিবশক্তি কেরিং সেন্টার Mob - 8413987741 9051811933

বিঃদ্রঃ পুরাতন বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙ্গে নিয়ে যাই।

চৌমুহনি এলাকায়। রতনকে নিয়ে ১০৩২৩ শিক্ষকদের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১১২জনে। তার মৃত্যুর খবরে এই শিক্ষকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির নেতা কমল দেব জানিয়েছেন, রতন পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি ছিলেন। চাকরি হারানোর পর থেকে দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন। তিনি লংতরাইভ্যালি মহকুমায় ধুমাছড়ার বিনন্দ দেববর্মা পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে চাকরি করতেন। চাকরি হারানোর পর থেকেই হতাশায় ভুগছিলেন। শেষ পর্যন্ত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। এদিন বটতলা

এরপর দুইয়ের পাতায়

ঘর ভাড়া

দৈনিক সংবাদ পথিকা অফিসের নিকটে এটাচ দুইটি লেট্রিন, বাথরুম, কিচেন ডাইনিং সহ তিন রুমের নিচ তলায় পরিবারের জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া হবে — ঃযোগাযোগ ঃ—

Mob - 9436581368 7005334158

আরোগ্য

The Complete Homoeo Health Solution আপনার শারীরিক যে কোন জটিল ও কঠিন রোগের নিরাময়, সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র **'আরোগ্য'**।

Call or Whtps : 9612721087 / 6909988137 Behind East Police Station, Old Motorstand, Agartala, Website: www.aroghyahomoeo.com

বিঃদ্রঃ- অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এক নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা কেন্দ্র।

100% Harbal 100% safe and secure

চক্ষ চিকিৎসা

+

ডা. পার্থপ্রতিম পাল Ex-Consultant, LV Prasad Eye Institute প্রতিদিন রোগী দেখছেন।

ক্লিনিকঃ কর্ণেল চৌমুহনি, শনি মন্দিরের বাম পাশে। সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা রবিবারঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা

ঃ যোগাযোগ ঃ 8583948238, 9436124910, 0381-2324435

Indian Institute of Management Education Kalyani, Near Kali Mandir, Dhaleswar 9862212413 / 9402121144

Scholarship Courses(V-XII) ™ Math Olympiad ™ Science Olympiad rs NTSE rs KVPY

Foundation Courses(V-X) ■ JEE Foundation **NEET Foundation**

Free Mock Test (Board) 2 Tests / Week till Xth & XIIth Board Term 1

n only after satisfactory FREE DEMO CLASS

NIOS/COMPUTER/SPOKEN

যেসব ছাত্রছাত্রী ও চাকুরিজীবীরা VIII পাশ বা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ফেল তারা NIOS Open Board থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন এবং ছোট / বড়দের Short Time এবং Long time computer, Spoken English কোর্সে ভর্তি চলছে।

Contact: Popular Computer Academy Joynagar Bus stand Agartala, West Tripura Ph: 7005605004 / 9774349322

পাত্ৰী চাই

পাত্র লস্কর 40+, কন্যা রাশি, নরগণ, কাশ্যপ গোত্র বিটেক পাশ, নিজস্ব ব্যবসা। শহরের উপকণ্ঠে নিজস্ব বিসতবাড়ি। মা-বাবার একমাত্র সন্তান। সৎসঙ্গী নিরামিষাশী। এরূপ পাত্রের জন্য লস্কর ঘরোয়া, নম্র, ভদ্র শান্ত, স্নাতক পাত্রী চাই। সৎসঙ্গী ও নিরামিষাশী অগ্রগণ্য

—ঃ যোগাযোগ ঃ— Mob - 7005747520

বিখ্যাত রিউম্যাটোলজীষ্ট / বাত রোগ বিশেষজ্ঞ



Rheumatology (IPGMER) Consultant Rheumatologist Nemcare Hospital, Guwahati Apollo Hospital, Guwahati

যদি আ পনি নিম্নলিখিত উ পসৰ্গগুলিতে বা অসকে আক্ৰান্ত হয়ে থাকেন

দীর্ঘমেয়াদী সন্ধিতে ব্যথা ৬ সপ্তাহ ধরে, তিন বা ততোধিক সন্ধিতে ব্যাথা, আপনার হাতের মুষ্ঠিতে অথবা আপনার পায়ের সন্ধিতে কি কোন ফোলা বা ব্যাথা আছে, শরীরের আড়স্টতা প্রতিদিন সকালে ১ ঘন্টা করে, আপনার পরিবারের কারোর আগ্রাইটিস আছে, ব্যাথা ও মোচড় যুক্ত আথাইটিসে গাঁটে বা সন্ধিতে মোচড় অনুভব করা, রিউম্যাটাইড আধ্রাইটিস বা বাত রোগ, SLE, LUPUS.

তবে তাঁরা সমস্ত রিপোর্ট সমেত ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে পারেন

Health Well Pharmacy

Srinagar, TV Center, Opposite Police Hospital তারিখঃ ১৪-১১-২০২১ ইং (রবিবার)

Contact 7085566101/9862814681

চিকিৎসা সংবাদ

কোলকাতা থেকে আগত প্রখ্যাত সিনিয়র গ্যাস্ট্রে এন্টারোলোজিস্ট ও হেপাটোলোজিস্ট ডাঃ অপূর্ব শিব [ডি.এম (গ্যাস্ট্রো), AIIMS] আগামী ২০, ২১ ও ২২ শে নভেম্বর, ২০২১ দুর্গা চৌমুহনিস্থিত সাহা মেডিক্যাল হল-এ

ফ্যাটি লিভার, গ্যাস্ট্রিক আলসার, হেপাটেটিস $\mathrm{B.C.A}$ ও পেটের যেকোন সমস্যাজনিত রোগী দেখিবেন।

অগ্রিম বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন। Mob - 9089273691 / 7005306369





ANM GNM | B.Sc. | P.B.Sc | M.Sc D.PHARMA PARAMEDICAL DMLT, Optometry,

B.PHARMA X-ray, Dental Mech স্বল্প খরচে ডাক্তার হবার স্বপ্ন পূরণ

MBA | BBA | ITI

OPEN

National Institute of Open Schooling LLB, LLM, B.Ed M.Ed, BA, MA, BPT মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক | B.Sc, M.Sc, Ph.d BHMS, BAMS, MPT

at CHANBAN,

Q8258916644 Ø 8257909196

Scholarship In Govt. Pvt. Medical Colleges Recognized by MCI, WHO, USMLE, AMC, UNESCO

থেকে প্রতিটি বিষয়ে ৬০%-৭০% নম্বর নিয়ে পাশ করার সুযোগ!

Head Office: Ramnagar, Road No - 4, Agartala Tripura (W) Branch : Khowai - 9862143638, Udaipur - 7005318325

আগরতলা, ৬ নভেম্বর ।। চাকরিতে ৮ বছর পর্ণ করার পরও সরকার অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলের চার শিক্ষক নিয়মিত বেতনক্রম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের নিয়মিত বেতনক্রম দেওয়া হবে না বলেই পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলো শিক্ষা দফতর। বিএড'র অজুহাত দেখিয়ে ২০১৩ সালে নিযুক্ত শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ করা হয়নি। এনিয়েই হতাশায় ভেঙে পড়েছেন সরকার অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষকরা। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাসের পরও শিক্ষা সচিব সৌম্যা গুপ্ত নাকি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ নিয়ে ফাইল আটকে দিয়েছেন। অথচ একই পদ্ধতিতে চার মাস আগে নিযুক্ত শিক্ষকদের নিয়মিত বেতনক্রম দেওয়া হয়ে গেছে। আগরতলায় এক অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষিকা স্পেশাল বিএড করেও নিয়মিত বেতনক্রম পেয়ে গেছেন। অথচ

স্ত্রা'র মদতে স্বামীকে

আত্মীয়ের হাতেই খুন হয়েছেন

নোটন। মৃত যুবকের আত্মীয় তথা

বক্সনগর বাগবের এলাকার বাসিন্দা

অভিজিৎ দাসকে এদিন আটক করা

হয়। পুলিশ তার আগেই মোবাইল

ফোন ট্র্যাক করে জানতে পেরেছিল

নোটন দাসের স্ত্রী সোনালী দাসের

সাথে অভিজিৎ-এর প্রতিনিয়ত

যোগাযোগ হচ্ছে। সেই সন্দেহে

তারা নোটন দাসের স্ত্রী এবং

অভিজিৎ দাসকে থানায় তুলে নিয়ে

আসে। দু'জনকে দফায় দফায়

জেরা করা হয়। নোটন দাসের স্ত্রী

নাকি পুলিশের জেরায় ভেঙে

পড়ে। তার মুখ থেকে বেরিয়ে

আসে অভিজিৎ-ই ঘটনার

মাস্টারমাইভ।

করেছিলেন হয়তো তাদের ছেলের অভিজিৎ-কেও চাপ দেওয়ার পর

রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে

ভঙ্মীভূত ১২টি দোকান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ নভেম্বর।। রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে

দিন-দপরে ভত্মীভত হয়ে যায় ১২টি দোকান। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কোটি

টাকার উপরে। শনিবার দুপুর আনুমানিক সোয়া দুইটা নাগাদ ধর্মনগরের

পদ্মপুর এলাকায় এই ঘটনা। এলাকাবাসী প্রথমে একটি দোকান থেকে

ধোঁয়া বের হতে দেখতে পান। দেখতে দেখতে আগুন ছডিয়ে পড়ে

আশপাশের দোকানেও। সব মিলিয়ে মোট ১২টি দোকান অগ্নিকাণ্ডে

ভস্মীভূত হয়ে যায়। যার মধ্যে কম্পিউটার, মুদি সামগ্রী, ডেকোরেটার

সামগ্রী-সহ বিভিন্ন দোকান রয়েছে। খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী

ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পর পর তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন

নেভায়। এলাকাবাসীও আগুন নেভাতে ঝাঁপিয়ে পডেন। যদি সঠিক সময়ে

আগুন নেভানো সম্ভব না হতো তাহলে দোকানগুলির পেছনের বাডিঘরও

ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশক্ষা ছিল। এলাকাটি খুবই ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায়

আগুনের লেলিহান শিখা দেখে স্থানীয়রা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। গোটা

এলাকায় হইচই পড়ে যায়। দীপাবলির ঠিক পরে এই ধরনের বিধ্বংসী

অগ্নিকাণ্ডে ১২ জন ব্যবসায়ীর মাথায় হাত পড়েছে। তারা বুঝে উঠতে

পারছেন না কিভাবে এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠবেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে আগুন

লাগার পেছনে কারণ কি ছিল? কেউ বলছেন, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট,

কেউ আবার আশঙ্কা করছেন এর পেছনে অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাথে কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু

বক্সনগর / বিশালগড়, ৬ তারা হয়তো বুঝতে পারেননি নিকট

নভেম্বর।। ১৩দিন পর অবশেষে

হদিশ মিললো নিখোঁজ যুবকের।

তবে শনিবার রাতে নিখোঁজ যুবকের

পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করতে

পেরেছে বিশালগড় এবং

কলমটোড়া থানার পুলিশ। গত ২৫

অক্টোবর বিশালগড় দুর্গাপুর

এলাকার ফার্নিচার ব্যবসায়ী নোটন

দাস রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ

হয়েছিলেন। তার পরিবারের তরফ

থেকে প্রদিনই বিশালগড থানায়

মিসিং ডায়েরি করা হয়। গত ২৬

অক্টোবর রাতেই বক্সনগর বন

দফতর সংলগ্ন এলাকায় নোটন

দাসের রক্তমাখা বাইক উদ্ধার

হয়েছিল। তখনই যবকের

পরিবারের সদস্যরা আশঙ্কা

যায়নি। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের আবহ বিরাজ করছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। মানিক দাস নামের এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় রহস্যের দানা বেঁধেছে। ঘটনা জিবি ৭৯ এলাকায়। জানা গেছে, নিজ বাড়িতে থাকতেন না মানিক। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত মানিক থাকতেন স্ত্রী'র বড় বোনের বাড়িতে। অভিযোগ, ভাই তাকে বাড়িতে থাকতে দিতো না। কিন্তু স্ত্রী'র বোনের বাড়িতে থাকলেও সেখানে ভালো ছিলেন না মানিক। অভিযোগ, মানিকের উপর নির্যাতন চলতো। অবশেষে অভিমানে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলো মানিক। এমনই দাবি প্রতিবেশীদের। পুলিশ তদন্ত করছে

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৭,৫০০ ভরি ঃ ৫৫,৪১৬

দোকান ঘর ভাড়া

বিগবাজারের সন্নিকটে দোতলায় এক রুম বিশিষ্ট দোকান ঘর ভাডা দেওয়া হবে।

— ঃযোগাযোগ ঃ— Mob - 9862205488 9366832040

বাড়ি বিক্ৰয়

বিলোনিয়া সিনেমাহলের নিকট বাঁশপাড়া কলোনিতে ৪ (চার) গণ্ডা বসতবাড়ি বিক্রয় করা হইবে।

— ঃ যোগাযোগ ঃ— Mob - 8787444179 8974739020

বাড়ি সহ

উদয়পুর রাজারবাগ মেইন রোডের সঙ্গে চার রুমের

জায়গা বিক্রয়

ঘর ও পুকুর বাড়ি সহ দেড় কানির মতো জায়গা একত্রে বিক্রয় হবে। সঙ্গে জল ও বিদ্যুৎ সংযোগ আছে।

— ঃযোগাযোগ ঃ— Mob - 8787580285

থাকতে পারে। আদৌ আগুন লাগার কারণ কখনও বেরিয়ে আসবে কিনা তাও নিশ্চিত নয়। গোটা এলাকার মানুষ এই ঘটনায় স্তম্ভিত।

Retail & Wholesale

Head Office: Near Old Central Jail, Agartala Branches: Math Chowmuhani, Indranagar & Udaipur **3436940366**